



প্রতিবাদী কলম



PRATIBADI KALAM • Daily • 13th Year, 13 Issue • 13 January, 2022, Thursday • ২৮ পৌষ, ১৪২৮, বৃহস্পতিবার • আগরতলা, পশ্চিম ত্রিপুরা • ৮ পৃষ্ঠা • ৫ টাকা • R.N.I. No. TRIBEN/2010/33397

মেয়ের গুডাশ্রয় নিয়ে ভাবিত নগর

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, আগরতলা, ১২ জানুয়ারি। আগরতলার মেয়র হয়েছেন যে অলীক মজুমদার তিনি একটি ইনকান্সেলি বোর্ড পেছেন রেখে তার নিজের চেয়ারে বসেন। তিনি



নিশ্চয়ই অমল দাসগুপ্ত থেকে শুরু করে শংকর দাশ, প্রফুল্লজিৎ সিনহা সবাইকে না চিনলেও জানেন। তাদের পড়াশোনা জ্ঞানগম্য সম্পর্কে খবরাখবর রাখেন। আগরতলার মানুষ জানেন বিদ্যাবুদ্ধিতে, জ্ঞানগম্যিতে ততটা

সমকক্ষ না হলেও অলীক মজুমদার ওরফে দীপক মজুমদার একজন সমাজসেবী। ক্লাব রাজনীতিতে একটি বডসড ক্লাবে গত দুই দশক ধরে তিনি অপ্রতিদ্বন্দ্বী হিসাবে সকল অংশের মানুষের কাছে সমান

গ্রহণযোগ্য। সেই অলীক মজুমদার কোনও ওয়ার্ডে কাজ করতে যাবেন নিঃসন্দেহে স্থানীয় লোকজনদের সঙ্গে নিয়েই যাবেন। কিন্তু তাই বলে কি মাফিয়া, নানান মামলায় অভিযুক্ত লোকজনকেও সঙ্গে নিয়ে হাঁটবেন? তাতে সাধারণ মানুষের

মনে কি ভাব তৈরি হয় এই নিয়ে ভাবনাচিন্তার অবকাশ মেয়রের না থাকলেও সাধারণ মানুষ কিন্তু আগরতলায় এ নিয়ে ভাবতে বসে যান। কারণ, এর আগের মেয়রের কেউ এমন ছিলেন না, মানে থানায় অভিযুক্ত ব্যক্তিকে নিয়ে যানজট মুক্ত করতে যাননি। মাত্র দিন কয় আগে সূর্য চৌমহনি এলাকায় গ্যাস লাইনের কাজ করতে গিয়ে আক্রান্ত হন টিএনজিসিএল'র এক আধিকারিক, রাজনৈতিকভাবে খুঁজতে গেলে রাজ্য বিজেপির উদীয়মান নেত্রী সুশীলা পাণ্ডিয়া দত্তের ভাই প্রশান্ত দত্ত। তার ওপর আক্রমণকারীদের বিরুদ্ধে গত ত্রিশ ডিসেম্বরে পশ্চিম থানায় টিএনজিসিএল'র পক্ষে এক মামলা হয়, যে মামলায় মূল আসামি হিসাবে নার দত্ত অর্থাৎ নারায়ণ দত্তের নাম নথিভুক্ত আছে। যার নম্বর ২১১/২০২১, ভারতীয় দণ্ডবিধির ৩৫০/৩২৩/৩৪ ধারায় মামলা।

বিপদের নাম বিমানবন্দর!

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, আগরতলা, ১২ জানুয়ারি। গত ৯ তারিখ এক নির্দেশিকায় রাজ্যের স্বাস্থ্য দফতরের অধিকর্তা তথা এক্স অফিসিও মুখ্য সচিব ডা. রাধা দেববর্মী স্পষ্ট করে জানিয়ে দিয়েছিলেন যে, মহারাষ্ট্রা বীরবিক্রম বিমানবন্দরে যেসকল যাত্রীরা বহিরাগত থেকে রাজ্যে নামবেন, তাদের সকলকেই বাধ্যতামূলক করোনা পরীক্ষা করতে হবে। গত তিনদিনে গড়ে প্রতিদিন দেড় হাজার যাত্রীর করোনা পরীক্ষা করা হচ্ছে। আর এতে প্রতিদিনই ভালো সংখ্যক যাত্রীরা করোনা আক্রান্ত হিসেবে শনাক্ত হচ্ছেন। গত দুদিনেই ১৪৫ জন করোনা শনাক্ত হয়েছেন শুধু বিমানবন্দর থেকেই। বুধবার সকাল থেকে দুপুর পর্যন্ত মোট ৩১ জন করোনা শনাক্ত হয়েছেন। দুপুর থেকে বিকেল পর্যন্ত আরও ৩৭ জন। এদিকে গত মঙ্গলবার সারাদিন মোট ৭৭ জন করোনা আক্রান্ত হিসেবে শনাক্ত হয়েছেন। প্রথম দুদিন স্বাস্থ্য দফতরের তরফে মোট ৮ জন করে বিমানবন্দরের দায়িত্ব পালন করছিলেন। যাত্রীদের সংখ্যা প্রচুর হওয়ার কারণে বুধবার সকাল

করোনা প্রতিরোধে রাজ্য সরকার প্রস্তুত

প্রধানমন্ত্রীর জীবন সংশয়, জবাব ভারতবাসীই দেবেন : মুখ্যমন্ত্রী

প্রেস রিলিজ, আগরতলা, ১২ জানুয়ারি।। কংগ্রেস পরিচালিত পাঞ্জাব সরকার ও ভারত বিরোধী অশুভ শক্তি যড়যন্ত্র করছে। কিন্তু প্রধানমন্ত্রীর জীবন নাশের পূর্ব পরিকল্পনা করেছিল। একটি বেসরকারি টিভি চ্যানেলের সিং অপারেশনের মাধ্যমে পাঞ্জাব পুলিশ কর্তার গোপন ফোনলাপ প্রকাশ্যে এনে ঐ দিনের ঘটনার একটি স্বচ্ছ ছবি দেশবাসীর সামনে তুলে ধরেছে। বুধবার মহাকরণে সাংবাদিক সম্মেলন করে এই ঘটনার তীব্র নিন্দা ও শিকার জানিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী বিপ্রব কুমার দেব। তিনি অভিযোগ করেন, পাঞ্জাবে কংগ্রেস পরিচালিত সরকার শীঘ্র নেতৃত্বের নির্দেশে পরিকল্পিতভাবে প্রধানমন্ত্রীর জীবন বিপন্ন করার প্রয়াস করেছে। ভারত বিরোধী শক্তির মদতে সেদিন কিছু

রাষ্ট্রবিরোধী ব্যক্তি প্রধানমন্ত্রীর জীবন বিপন্ন করার জন্য গভীর রাজনৈতিক যড়যন্ত্র করেছিল। কিন্তু দেশের ১৩০ কোটি জনগণের বলেন, প্রধানমন্ত্রী কোনো রাজ্য সফরে গেলে প্রটোকল অনুযায়ী সেই রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী, রাজ্যপাল, মুখ্যসচিব, ডি জি পি প্রধানমন্ত্রীকে

সুরক্ষিতভাবে ফিরে এসেছেন। এই নাক্সারজনক যড়যন্ত্রের জবাব সমস্ত ভারতবাসী দেবেন। মুখ্যমন্ত্রী

কিছুই করা হয়নি। সব মিলিয়ে এটা পরিস্কার বুঝা গেছে যে, সেদিনের ঘটনাটা একটা পূর্বপরিকল্পিত ঘৃণা যড়যন্ত্র ছিল। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর বিরুদ্ধে এই ধরনের যড়যন্ত্র আগেও করা হয়েছিল। তিনি মুখ্যমন্ত্রী থাকাকালীন সময়েও মিথ্যা অভিযোগে ফাঁসানোর যড়যন্ত্র হয়েছিল। দেশের সার্বভৌমত্ব, রাষ্ট্রের প্রতি নিষ্ঠা ইত্যাদি বিষয়গুলি যখনই আসে তখন দেখা গেছে বিরোধীদলগুলি সেগুলির উপর প্রশ্ন তোলে। তারা বাল্যকোটে সংগঠিত সার্কিটাল স্টাইটিকের এমন প্রশ্ন চেয়েছেন যেমন পুলওয়ামার ঘটনা নিয়েও রাজনীতি করেছেন। এমন কি তারা ভারত বিরোধী শক্তির সুরে সুর মিলিয়ে কথা বলছেন, যা দেশের জনগণের জন্য খুবই উদ্বেগের বিষয়।



আশীর্বাদে তিনি সেদিন সুরক্ষিতভাবে ফিরে এসেছেন। এই নাক্সারজনক যড়যন্ত্রের জবাব সমস্ত ভারতবাসী দেবেন। মুখ্যমন্ত্রী

স্বাগত জানান। প্রধানমন্ত্রী সেই রাজ্যে সড়কপথে কোথাও গেলে ডি জি ও মুখ্যসচিব সাধারণত সঙ্গে থাকেন। কিন্তু পাঞ্জাবে সেদিন এর

● এরপর দুইয়ের পাঠ্য

আক্রান্ত স্কুল পড়ুয়া

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, পানিশাগর, ১২ জানুয়ারি।। রাজ্যে করোনা আক্রান্তের সংখ্যা প্রতিদিন লাফিয়ে লাফিয়ে বৃদ্ধি পাচ্ছে। করোনা ঠেকাতে রাজ্য সরকার বিভিন্ন বিধিনিষেধ জারি করার পাশাপাশি রাজ্যজুড়ে করোনা কারফিউ জারি করেছে। ইতিমধ্যেই বিদ্যালয় স্তরের প্রি-গ্রাইমারি থেকে দ্বিতীয় শ্রেণি পর্যন্ত ১৫ জানুয়ারি অবধি সকল স্কুল বাতিল করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে রাজ্য সরকার। এছাড়া যে সকল বিদ্যালয়গুলিতে পরীক্ষা চলছে তা রীতিমতো চলবে বলে এক বিজ্ঞপ্তিতে তা জানানো হয়। ১২ জানুয়ারি উত্তর ত্রিপুরার পানিশাগর মহকুমার এক বনেদি বিদ্যালয়ে এক ছাত্রের করোনা পজিটিভ পাওয়ার পরেই রীতিমতো আতঙ্ক তৈরি হয়েছে। বিদ্যালয়টির টিচার ইন্টারজ জেলা শিক্ষা আধিকারিকের উদ্দেশ্যে প্রেরণ করা এক চিঠিতে এ বিষয়টি উল্লেখ করেছেন। তিনি জানিয়েছেন, ● এরপর দুইয়ের পাঠ্য

পাঁচ নির্দেশিকা জারি

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, আগরতলা, ১২ জানুয়ারি।। এক-দুটো নয়, স্বামী বিবেকানন্দের জন্মদিনে পশ্চিম জেলার জেলাশাসক দেবপ্রিয় বর্ধন শুধুমাত্র করোনা রোগীদের চিকিৎসার জন্য

করোনা আক্রান্ত রোগীর সংখ্যা নাগালের বাইরে চলে যেতে পারে। এদিন পাঁচটির একটি নির্দেশে দেবপ্রিয়বাবু শহরের হাঁপানিয়াস্থিত আন্তর্জাতিক মেলা প্রাঙ্গণের ইভোর এগুজিভিশন হলটিকে 'কোভিড

- বাধারঘাট স্পোর্টস স্কুলে ২৫০ বিছানার ব্যবস্থা।
- অরুন্ধতিনগরের কো-অপারেটিভ বিল্ডিংটি পুনরায় কোভিড কেয়ার সেন্টার।
- টিএমসি হাসপাতালের নতুন ওপিডিতে ১১০ বিছানার ব্যবস্থা।
- হাঁপানিয়া আন্তর্জাতিক মেলা প্রাঙ্গণের ইভোর এগুজিভিশন হলকে পুনরায় কোভিড কেয়ার সেন্টার ঘোষণা।
- খুমলুঙ-এর তংখাই গেস্ট হাউসকে কোভিড কেয়ার সেন্টার ঘোষণা।

পাঁচটি আলাদা 'অর্ডার' স্বাক্ষর করেছেন। পাঁচটি অর্ডার স্বাক্ষর হওয়ার পরই এই বিষয়টি আবারও প্রমাণিত হয়ে গেলো যে, রাজ্যে আগামী কয়েকদিনের মধ্যেই

কেয়ার সেন্টার' হিসেবে ঘোষণা করেছেন। ওই নির্দেশিকায় বলা হয়েছে, উক্ত সেন্টারটিতে সদর মহকুমার মহকুমা শাসক নোডাল অফিসার হিসেবে প্রশাসনিকভাবে

দায়িত্বপ্রাপ্ত থাকবেন। ওই প্রতিষ্ঠানে করোনা রোগীদের চিকিৎসার ব্যাপারটি দেশভাল করবেন টিএমসি হাসপাতালের মেডিক্যাল সুপার। প্রয়োজনীয় ওষুধপত্র থেকে শুরু করে অন্যান্য প্রাসঙ্গিক যাবতীয় বিষয়গুলো জোগাড় করবে হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ। ২৪ ঘণ্টা চিকিৎসা পরিষেবা এবং সিকিউরিটি প্রদানের কথাও নির্দেশিকায় বলা আছে। একই দিনে দেবপ্রিয়বাবু অন্য আরেকটি নির্দেশিকায় অরুন্ধতিনগরের কো-অপারেটিভ'র ইউনিয়ন বিল্ডিংটিকে শহরের দ্বিতীয় কোভিড কেয়ার সেন্টার হিসেবে ব্যবহার করার নির্দেশ দিয়েছেন। এক্ষেত্রে সদর এসপিওকে বলা হয়েছে, পশ্চিম জেলার পুলিশ সুপারের সঙ্গে আলোচনাক্রমে নিরাপত্তা প্রদান করার জন্য। গত বছর এই প্রতিষ্ঠান থেকে বহু করে রোনা আক্রান্ত রোগী পালিয়ে যেতে সক্ষম হয়েছিলেন। ওই নির্দেশিকায় এও বলা

ছাত্রছাত্রীদের উপর হামলা শুরু সার্বভৌমে

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, সাক্রম, ১২ জানুয়ারি।। সাক্রমের মাইকেল মধুসূদন দত্ত কলেজ থেকে স্বামী বিবেকানন্দের জন্মদিন পালন করে বিধায়ক সুদীপ রায় বর্মণ আগরতলার দিকে রওনা দিতেই সাক্রম জুড়ে শুরু হয়ে যায় তাণ্ডন। যে সমস্ত ছাত্র নেতারা এই অনুষ্ঠানে ছিলেন তাদের হুমকি, ধমকি এবং হামলা সবই চলতে থাকে। যে সমস্ত অধ্যাপক অধ্যাপিকারা অনুষ্ঠানে ছিলেন তাদের হামলা বেহাল করে ছেড়ে দেওয়া হবে এমন হুমকিও

নাকি আসতে থাকে শাসক দলের নেতাদের কাছ থেকে। শেষ পর্যন্ত মহাবাজারের বাসিন্দা অভিজিৎ দেব'কে পিটিয়ে মাথা ফাটিয়ে দেয় যুব মোর্চার লোকজনেরা। অভিজিৎ মনুবাজারের অখিল ভারতীয় বিদ্যার্থী পরিষদের সাধারণ সম্পাদক। তার অপরাধ, বুধবার সার্বভৌমে যখন সুদীপ রায় বর্মণ মাইকেল মধুসূদন দত্ত কলেজে গিয়েছিলেন সেই অনুষ্ঠানে অভিজিৎও ছিলেন। কখনো ছিলেন? এ জন্যই তার উপর

আক্রমণ হয়েছে। উল্লেখ্য, সাক্রমের মাইকেল মধুসূদন দত্ত কলেজের ছাত্রছাত্রীরা ১২ জানুয়ারি জাতীয় যুব দিবস উপলক্ষে আগে থেকেই এক রক্তান্ন শিবিরের আয়োজন করেছিলো। যেখানে প্রধান অতিথি হিসেবে তারা বিধায়ক সুদীপ রায় বর্মণকে আমন্ত্রণ জানান কলেজের শিক্ষক শিক্ষিকার অর্নুমতি নিয়েই। কিন্তু ঠিক আগের দিন দক্ষিণ জেলার মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিকের কার্যালয় থেকে উদ্যোক্তাদের জানিয়ে দেওয়া হয়

হাসপাতালে কর্মী স্বল্পতা থাকার কারণে রক্ত সংগ্রহের জন্য সাক্রম কলেজে কোনও লোক পাঠানো যাবে না। ফলে, রক্তদান শিবির স্থগিত রাখতে হবে। রাজ্যের রাড ব্যান্ডগুলোতে যখন রক্ত সংকট চলছে তখন প্রায় শতাধিক রাড ডোনারের রক্তদান শিবির বন্ধ করে দেওয়া হয় শুধুমাত্র বিজেপির বিক্ষুব্ধ বিধায়ক সুদীপ রায় বর্মণ উপস্থিত থাকবেন বলে। রক্তদান শিবির হবে না জেনেও বন্ধু বিধায়ক আশিস কুমার

মেলায় চোখ রাজ্যে করোনা

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, আগরতলা, ১২ জানুয়ারি।। করোনা কারফিউ যেন শুধুমাত্রই প্রশাসনের লোকজনদের জন্য। সাধারণের জন্য এবং নেত্রী স্থানীয়দের জন্য কারফিউ কিংবা জনসমাগমে মাস্ক পরা আর না পরা সবই একই ব্যাপার। করোনা এদের দেখলে এড়িয়ে চলে। নইলে হাটে-বাজারে, কীর্তনের আরে, মেলায় এত পালাগদি ভিড় কেন? প্রশাসনের ছোট্ট একটা অংশ, রাজনৈতিক নেতাদের একটা বড় অংশ 'দিল্লিক' বলেই সরকারের সতর্কবার্তা এড়িয়ে গিয়ে কোথাও মেলার আয়োজনে ইন্ধন দিচ্ছে,

কোথাও জুয়ার আসর বসেছে, কোথাও এক্সপো, কোথাও হরিনাম

সাধারণ নাগরিকরা সবকিছু জানা বোঝার পরেও সেইসব আসরে

অন্যদিকে, প্রতিদিন হ হ করে লাফিয়ে বাড়ছে সংক্রমণ। দিনভর কোভিড বিধির আদ্যশ্রদ্ধ চলছে হাটে-বাজারে, অফিসে এমনকি খোদ হাসপাতালে। এরপর রাত নয়টা থেকে কারফিউ চালু হওয়ার পরেও অতিরিক্ত টাইম নিয়ে চলছে কোভিড বিধি ভাঙার পাল্লা। যেন সরকারি নির্দেশ উল্ঙ্খন করলেই জয় পেয়ে যাবে মানুষ। যদিও আইন ভাঙার খেলায় সবচেয়ে বেশি এগিয়ে শাসক দল আশ্রিত নেতা-নেত্রীরাই। এদের দেখাদেখি সাধারণ মানুষ আইন ভাঙার খেলায় মেতেছে। প্রশ্ন উঠছে, বিভিন্ন মেলায়, ● এরপর দুইয়ের পাঠ্য

An Initiative by Joyjit Saha

Big Books

NURSERY | CBSE | TBSE | COMPETITIVE | COLLEGE | UNIVERSITY

AN ISO 9001:2015 CERTIFIED COMPANY

পারুল প্রকাশনী

9774414298

গুরুপদে বিদ্যায় না-হয়ে 'পারুল' নামের পাশে 'প্রকাশনী' দেখে 'পারুল প্রকাশনী'-র ই-কিন

AGARTALA GUWAHATI KOLKATA DELHI/NCR

53 Shikru Uddyan Bipani Bittan A.K. Road Agartala 799001

সংকীর্তনের আসর সবকিছুতেই গিয়ে ছমড়ি খেয়ে পড়ছে হলদি মাখা হয়ে থাকছে। কিন্তু

স্থগিত মেধা অন্বেষণ পরীক্ষা

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, আমবাসা, ১২ জানুয়ারি।। রাজ্যের কোভিড পরিহিতিক্রমশঃ বেলগাম হচ্ছে। যার সর্বাধিক প্রভাব পড়ছে শিক্ষা তথা মেধা বিকাশের ক্ষেত্রে গুলিতে। রাজ্য শিক্ষা দফতর তথা শিক্ষা ভবন পরিচালিত চলতি বর্ষের সর্বস্তরের পরীক্ষা মেলা ও প্রশ্নাধী অনির্দিষ্ট কালের জন্য স্থগিত ঘোষণার পর এবার অনির্দিষ্টকালের জন্য স্থগিত করে দেওয়া হল এস সি ই আর টি পরিচালিত ত্রিপুরা ভূনিয়ার বিজ্ঞান ও গণিত মেধা অন্বেষণ পরীক্ষা ২০২১ - ২০২২। আগামী ১৬ জানুয়ারি এই মেধা অন্বেষণ পরীক্ষা গ্রহণের কথা ছিল। সেই মোতাবেক প্রস্তুতি নিয়েছিল রাজ্যের কয়েক হাজার খুদে ছাত্রছাত্রী। কিন্তু বুধবার এসসিইআরটি এর মুখ্য অধিকর্তা কেশব কর এক নির্দেশিকা জারি করে এই পরীক্ষা অনির্দিষ্টকালের জন্য স্থগিত বলে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য রাজ্যের সকল জেলা শিক্ষা আধিকারিকদের জানিয়ে দেন। নির্দেশিকায় পরীক্ষা স্থগিতের কারণ হিসাবে সরাসরি কোভিডের বাড়-বাড়ন্তের কথা উল্লেখ না করে অনিবার্য পরিস্থিতির উল্লেখ করেন। সেই সাথে পরীক্ষা গ্রহণের পরিবর্তিত দিন তারিখ যথা সময়ে জানিয়ে দেওয়া হবে বলেও নির্দেশিকায় উল্লেখ করেন মুখ্য অধিকর্তা।

মারপিটে আমোদ!

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, আগরতলা, ১২ জানুয়ারি।। কোভিড'র জন্য নানা বিধি-নিষেধ, টিআরবিটি বন্ধ করে দিয়েছে স্কুটিনি, তবে বাধাহীনভাবে নানা মঞ্চ থেকে মেডাবে হিঙ্গা কিংবা বিদেহ'র বাণী ছড়িয়েছে বা ছড়াচ্ছে এবং তথাকথিত কিছু সংবাদমাধ্যমের চেয়ার থেকে খাদ্য, বস্ত্র, শিক্ষা, ইত্যাদি জীবনের মূল বিষয়ের বদলে অপ্রয়োজনীয় টপিক নিয়ে গলা চড়াবো হচ্ছে, তাতে শিশাহীন যুব সমাজের ওপর প্রভাব পড়ছে, হয়ত সেই প্রভাবই কখনও প্রকাশ্যে বেরিয়ে আসছে বিস্ত্রিভাবে। আগরতলায় কেএফসি'র সিডিতে অল্পবয়সী দুই ছেলে-মেয়ে ধুমধাড়া মারপিটে জড়িয়ে পড়েছিলেন বুধবারে। আরও চড়াপ্ত ঘটনা হল, সেই দৃশ্য ভিডিও করে, সাথে গান জুড়ে দিয়ে এডিট করে, আগরতলা-দ্য সিটি অব জয় আন্ড পিস নামের একটি ফেসবুক গ্রুপে ছেড়ে দেওয়া হয়েছে। গানের সাথে মারপিটের দৃশ্য যেন তাড়িয়ে তাড়িয়ে উপভোগ করার বিষয়। অদ্ভুত মারপিটকার শিকার ● এরপর দুইয়ের পাঠ্য

বাহাদুরি আদালত চত্বরে

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, আগরতলা, ১২ জানুয়ারি।। একবার থাকি উর্দি গায়ে জড়িয়ে কনবল, নিজেকে 'রাজ' অথবা 'রানি' মনে করেন অনেক পুলিশ আধিকারিক বা কর্মীরা। এই ভাবনাতে বহু পুলিশ আধিকারিক বা কর্মীরা সমাজে প্রতিদিন নানা মঞ্চ থেকে মেডাবে হিঙ্গা কিংবা বিদেহ'র বাণী ছড়িয়েছে বা ছড়াচ্ছে এবং তথাকথিত কিছু



বাহাদুরি দেখাতে গিয়ে আইনের বারোটা বাজিয়ে ছেড়েছেন এক মহিলা পুলিশকর্মী। এদিন, চুরির মালায় অভিযুক্ত নসুম দাস ওরফে মার্কা-কে আদালতে নিয়ে আসা হলে আদালত তার অন্তর্ভুক্তি জামিন মঞ্জুর করেন। রায় শোনার পর বেলবন্ড সেই হওয়া সাপেক্ষে যখন অভিযুক্তকে আবার লকআপের

দিকে নিয়ে আসা হচ্ছিল তখনই আদালত চত্বর থেকে ভয়ে পালিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করেন অভিযুক্ত নসুম। আর তখনই নিজেকে 'রানি' ভেবে বসেন এক মহিলা পুলিশকর্মী। অভিযুক্তকে কোনওক্রমে পাকড়াও করে তার ঘাড়-গলায় ধরে টানতে টানতে আদালতের দিকে নিয়ে যান সেই কর্মী। পেছনে তখন বেশ

কয়েকজন পুরুষ পুলিশকর্মীরা। এ আইন সকলের জন্য যে, অভিযুক্ত যদি পুরুষ হয়, তাহলে মহিলা পুলিশকর্মীরা টানা-হ্যাঁচড়া করে অভিযুক্তকে বহুদূর হাঁটিয়ে নিয়ে যেতে পারেন না। ঠিক উল্টোটাও যেমন সম্ভব নয়। মহিলাদের গায়ে হলে আদালত তার অন্তর্ভুক্তি জামিন মঞ্জুর করেন। রায় শোনার পর বেলবন্ড সেই হওয়া সাপেক্ষে যখন অভিযুক্তকে আবার লকআপের

অধ্যাপকের ২ লক্ষ ১১ হাজার গায়েব

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, আগরতলা, ১২ জানুয়ারি।। প্রতারণার নতুন ফাঁদে পা দিয়ে নিজের সেভিংস অ্যাকাউন্ট থেকে ২ লক্ষ ১১ হাজার টাকা খোয়ালেন শহরের এক বিশিষ্ট নাগরিক। প্রথাগত পদ্ধতিতে যেভাবে বিভিন্ন মোবাইল সিম-কোম্পানির নাম করে বহু নাগরিকের অর্থ গায়েব হয়েছে, এক্ষেত্রে ঠিক তেমনটা হয়নি। বুধবার পশ্চিম থানায় ঘটনার বিস্তারিত জানিয়ে এফআইআর করেছিলেন মহারাজা বীরবিক্রম কলেজের গণিত বিভাগের প্রাক্তন অধ্যাপক ড. রণজিৎ কিশোর ঠাকুর। রণজিৎবাবুর অ্যাকাউন্ট থেকেই ২ লক্ষ ১১ হাজার গায়েব হয়েছে। কি হয়েছিল উনার সঙ্গে? প্রতিবাদী কলম পত্রিকার সঙ্গে কথা বলতে গিয়ে রণজিৎবাবু জানান, হঠাৎ করেই উনার মোবাইলে বিএসএনএল-এর সিম কার্ড সম্পর্কে বক্তব্য সমোত এসেছিল। ঠিক উল্টোটাও। এসএমএসটিতে লেখা ছিল, রণজিৎবাবুর সিমটি ডিএক্টিভেটে অর্থাৎ ● এরপর দুইয়ের পাঠ্য

সোজা সার্প্টা কঠোর হউন

আস্তাবলের বিশাল জনসভা কিংবা রাজভবন অভিযান বিশেষ করে এশহরে করোনা কতটা বাড়িয়ে দিয়ে গেছে তা নিশ্চয় রাজ্য প্রশাসন এবং রাজনৈতিক দলগুলি বুঝতে পারছে। ইতিমধ্যে একদিনে করোনা আক্রান্তে ব্রায়ান লারা -র রেকর্ডও ভেঙে গেছে।

এখন অপেক্ষা একদিনে হাজারের রেকর্ড ভাঙা। তবে তারপরও রাজ্য প্রশাসন এবং রাজনৈতিক দল ও দলের নেতারা যে পুরোপুরি সতর্ক তা কিন্তু বলা যাচ্ছে না। কেন না দেখা যাচ্ছে, এখনও রাজধানী আগরতলা শহরে সামাজিক দূরত্ব মানার কোন লক্ষণ নেই। গণ-পরিবহণে ভিড়ে গাদাগাদি। এক অটোতে চারজন যাত্রী। বাজারে তো সেই একই চিত্র। ব্যাঙ্কে উপচে পড়া ভিড়। অফিস পাড়ায় তো ভিড়ে গিজগিজ করছে। এছাড়া চলছে পৌষ মাসের বিভিন্ন মেলা, পার্বণ। মানুষের যেমন মেলায় না গেলে জীবন বৃথা। রাজ্য প্রশাসন মাস্ক নিয়ে কড়াকড়ি তো করছে, কিন্তু গণ-পরিবহণে যে সামাজিক দূরত্ব মানা হচ্ছে না তা কে দেখছে? রেল, বিমানে তো একই অবস্থা। সকালের বাজার আর সন্ধ্যায় শহরে পা দিলে বোঝা যাবে না আমরা একদিনে ৫০০ অতিক্রম করে ফেলেছি। প্রশাসনকে চোখ বুজে কড়া হতে হবে। এবারের করোনা ততটা ভয়ঙ্কর নয় বলে প্রশাসন হয়তো খানিকটা নরম মনোভাব নিচ্ছে। কিন্তু যদি প্রতিদিন হাজারের উপর মানুষ করোনা আক্রান্ত হয় তাহলে পরিস্থিতি খারাপ হতে কতক্ষণ। শুধু বিমানবন্দর আর রেলস্টেশনে কড়াকড়ি করে লাভ হবে না। গোটা রাজ্যে বিশেষ করে আগরতলা শহরে করোনা নিয়ে কঠোর বিধিনিষেধ কিন্তু এখনই জারি করা উচিত।

কনস্টেবল নিয়োগে করোনার প্রকোপ

● চারের পাতার পর পুলিশের কনস্টেবলের নিয়োগ র‍্যালিতে। কিন্তু সব জেলায় নিয়োগ প্রক্রিয়া স্থগিত না রেখে শুধুমাত্র তিনটি জেলা বাছাই করা হয়েছে। এখানেই স্কোড জানিয়েছেন বেকার যুবক-যুবতিরা। তাদের বক্তব্য, করোনা কি তাহলে শুধুমাত্র তিনটি জেলার জন্য আলাদা নিয়ম নিয়ে এসেছে? নিয়মনীতি সবার জন্য এক হওয়া দরকার ছিল। নিয়োগ র‍্যালি পিছানো হলে সব জেলায় সমানভাবে স্থাগিত করা হোক। এদিকে পুলিশ মহানির্দেশক তিন জেলায় নিয়োগ র‍্যালির পরবর্তী স্থান এবং তারিখ জানানো হবে বলে বিবৃতি দিয়েছেন।

অযোধ্যা থেকে প্রার্থী হচ্ছেন আদিত্যনাথ

● ছয়ের পাতার পর বিজেপি নেতা দাবি করছেন, বৈঠকে আদিত্যনাথের অযোধ্যা থেকে লড়ার বিষয়টিও ওঠে। ১০ ফেব্রুয়ারি থেকে ৭ মার্চ পর্যন্ত ৪০৩ আসনের উত্তরপ্রদেশ বিধানসভায় ভোট। আদিত্যনাথের নেতৃত্বে কি বিজেপি উপর্ঘপরি দ্বিতীয় বার উত্তর প্রদেশে সরকার গড়তে পারবে, না কি চমকে দেবে অখিলেশের সমাজবাদী পার্টি? সেই উত্তর মিলবে ১০ মার্চ। কিন্তু তার আগে, সব রাজনৈতিক দলের সমর্থ শুরু হয়েছে প্রার্থী বাছাইয়ের কাজ। সেই উপলক্ষেই মঙ্গলবার দিল্লিতে কেন্দ্রীয় নেতাদের সঙ্গে

বৈঠকে বসেন বিজেপি-র উত্তরপ্রদেশের নেতারা। সূত্রের আসন্ন বিধানসভা ভোটে মথুরা এই দুই জায়গার কোনও একটি আসন থেকে লড়তে পারেন, এমন আলোচনা হয়েছে। তবে কিছুই হুড়াত্ত হয়নি। নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক বিজেপি-র এক পাদবিহারীকে উদ্ধৃত করে স্থানীয় সংবাদমাধ্যম দাবি করেছে, অযোধ্যা বা মথুরা থেকে আদিত্যনাথ লড়লে তাতে বিজেপি-র মূল ভোটব্যান্ডের কাছে সন্দর্ভক বার্তা পৌঁছে দেওয়া যাবে বলে মনে করছে দল। প্রসঙ্গত, মথুরার বিজেপি নেতা হরনাথ যাবব বিজেপি-র জাতীয় সভাপতি জে পি

নাভ্যকে চিঠি লিখে দাবি জানিয়েছিলেন, আদিত্যনাথ যেন আসন্ন বিধানসভা ভোটে মথুরা থেকে লড়াই করেন। অন্য দিকে, ভোটের দামামা বাজতে না বাজতেই বিজেপি-তে ভাঙন শুরু হয়েছে। তাতে উচ্ছ্বসিত অখিলেশ শিবির। যদিও একে গুরুত্ব দিতে রাজি নন পদ্মের নেতারা। দ্বিতীয় বার উত্তরপ্রদেশে ক্ষমতা ধরে রাখার ব্যাপারে আশাবাদী বিজেপি শিবির। পদ্ম শিবিরের দাবি, ১০ মার্চের ফলে দেখা যাবে ২৭০ থেকে ২৯০টি আসনে জিতে লখনউয়ের ফেরত আসছেন সেই আদিত্যনাথ।

বিদ্যুৎই পথ

● ছয়ের পাতার পর হওয়ায় কিছু কাল পরেই বিক্রয়ের রেখাটি মুখ খুঁড়াইয়া পড়ে। ২০১৩ সালে ভারি শিল্প মন্ত্রক ‘ন্যাশনাল ইলেকট্রিক মোবিলিটি মিশন প্ল্যান ২০২০’ নামক যে পরিকল্পনা করিয়াছিল, তাহাতে ১৪০০০ কোটি টাকা বরাদ্দ হইয়াছিল ভারতে বিদ্যুৎচালিত পরিবহনের পরিকাঠামো তৈরি ও ব্যবহার বৃদ্ধির জন্য। বর্তমান ‘ফেফ’ পরিকল্পনাটিও এই মিশনেরই অন্তর্ভুক্ত। অর্থাৎ, জমি পূর্বেই প্রস্তুত হইয়াছিল। তাহার উপরেই দাঁড়াইয়া বিজেপি সরকার সাম্প্রতিক ‘ফেম-২’ পরিকল্পনাটি গ্রহণ করিয়াছে। ইহাতে ভত্ত্বকি দেওয়া হইতেছে দ্রুত গতির দি-চক্রাযন, বাণিজ্যিক পরিবহণ এবং গণ পরিবহণের উপর। দেখা গিয়াছে, পোটোচালিত দি-চক্রাযনকে সঙ্গে ভত্ত্বকিযুক্ত বৈদ্যুতিক দি-চক্রাযনের নামের তফাত অধিক নহে। সুতরাং, স্বাভাবিক ভাবেই দ্বিতীয়টির প্রতি আগ্রহ বাড়িতেছে। তবে ইহাও সত্য, সামগ্রিক ভাবে এখনও বৈদ্যুতিক গাড়ির ক্রয়মূল্য এক বিরাট সংখ্যক ক্রেতার নাগালের বাহিরে। এবং অন্তরায়। সুতরাং, আগামী দিনে পরিকাঠামো বৃদ্ধি এবং বৈদ্যুতিক গাড়িকে মধ্যবিত্তের আয়তের মধ্যে লইয়া আবিষ্কার সুপ্তি পরিকল্পনা গ্রহণ করা প্রয়োজন। একদাের তবেই বৈদ্যুতিক গাড়ি উৎপাদন ও ব্যবহারের ক্ষেত্রে ভারত বিশ্বে চালকের আসনে বসিতে পারিবে।

পয়েন্ট ভাগ করলো

● সাতের পাতার পর এই ফ্রি কিক থেকেই গোল করে সপ্তম। রামকৃষ্ণ ক্লাবের বেশ কিছু স্টেপিস আক্রমণ এদিন টাউন বক্সে বিপজ্জনক অবস্থার সৃষ্টি করে। আগামী ম্যাচগুলিতেও কোচ কৌশিক রায় নিশ্চয় স্টেপিস আক্রমণে আগু জোর দেবেন। ম্যাচ সমতায় ফিরে আসার পর রামকৃষ্ণ ক্লাব আক্রমণে আরও তেজি হয়। ধনরাজ তামাং-র শট অক্লের জন্য বাহিরে যায়। সপ্তম শর্মা-র সামনেও গোল করার সুযোগ এসেছিল। তবে গোলটি করতে পারেননি তিনি। ম্যাচের শেষার্ধে রামকৃষ্ণ ক্লাবের দাপট ছিল। কাউন্টার আটাকে এসেছে টাউন

ক্লাবও। তবে শেষ পর্যন্ত আর কোন গোল হয়নি। ফলে রামকৃষ্ণ ক্লাব বনাম টাউন ক্লাব পয়েন্ট ভাগ করে মাঠ ছাড়লো। রেফারি কার্তিক দাস-র ম্যাচ পরিচালনা নিয়ে কোন দলই বিশেষ সন্তুষ্ট নয়। যদিও ম্যাচের নিয়ন্ত্রণ বজায় রাখতে টাউন ক্লাবের আনন দেবর্মার, অরুণ কলই এবং রামকৃষ্ণ ক্লাবের ধনরাজ তামাং-কে হলুদ কার্ড দেখিয়েছেন। আগামী ১৫ জানুয়ারি নিজেদের দ্বিতীয় ম্যাচে টাউন ক্লাব খেলাবে পুলিশের বিরুদ্ধে। অন্যদিকে, ১৬ জানুয়ারি রামকৃষ্ণ ক্লাবের দ্বিতীয় প্রতি পক্ষ লালবাহাদুর ব্যায়ামাগার।

সব। কিন্তু বিভিন্ন জায়গা থেকে অভিযোগ আসার পর পুলিশ সেখানে ছুটে গিয়ে মেলা ফাঁকা করে দেয়। পাশাপাশি দক্ষিণ ইন্দ্রনগরে মঙ্গলবার রাত এগারোট। পর্যন্ত চলছে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান। আয়োজক ছিলো মাস্টারদা সূর্যসেন সংস্থা। করোনা যেখানে প্রতিদিন চোখ রাখতে, সেখানে এ জাতীয় সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান কিছুদিন পিছিয়ে দিলে ক্ষতি কি? কিন্তু তা না করে এক শ্রেণির মাতব্বরদের কল্যাণে জলসা হয়েছে, নাচ হয়েছে, হক্সা হয়েছে। পরিস্থিতি যেদিকে এগিয়েছে এতে করে উদ্যোগ প্রশংশ করেছেন চিকিৎসকরা। কিন্তু নিরুন্নাগ সাধারণ এবং অজ্ঞানদের দুই শ্রেণির মানুষই। যেন নাইট কারফিউ প্রশাসনের একটা চক্রান্ত, নাইলে সবই ঠিক আছে। এদিকে রাতে জানা গেছে, শচীন্দ্রলাল শশান কালাীবাড়ি প্রাঙ্গণের জুয়া মেলা রাতেই বন্ধ করে দিয়েছে পুলিশ।

জম্পুইজলা

● সাতের পাতার পর এবং পরিকল্পিত আক্রমণ দেখা গেলো না। সুযোগ আসেনি এমন নয়, তবে অধিকাংশ সুযোগই এসেছে প্রতিপক্ষের ভুলে। অসংখ্য মিস পাস দেখা গেলো ম্যাচে। মহাশ্বা গান্ধী প্লে সেন্টার এবার বেশ ভালো দল গড়ে ছেে। ত্রিপুরা স্পোর্টস স্কুলের এক বীক প্রাক্তনি এবার মহাশ্বা গান্ধী পিসি-র হয়ে খেলছে। তবে দীর্ঘদিন ফুটবলের মধ্যে না থাকায় তাদের খেলার মধ্যে সেই পুরোনো বলক দেখা গেছে না। পাওয়ার ফুটবল হলো জম্পুইজলার বৈশিষ্ট্য। তবে এদিন তারাতাও সেভাবে নিজেদের মেলে ধরতে পারেনি। ফলে গোলশূন্যভাবে শেষ হয় ম্যাচ। খেলা পরিচালনা করেন উৎপল চৌধুরী।

সরব প্রাক্তন

● সাতের পাতার পর করতে। তবে যদি অবিলম্বে ক্রীড়া দফতর এবং ক্রীড়া পর্ষদ সন্ধ্যার পর এনএসআরসিসি-তে আড্ডা এবং খেলাধুলার নামে অবৈধ কার্যকর্ম বন্ধ না করে তাহলে আমরা বাধ্য হবে দুস্তদের নাম সামনে আনতে। পাশাপাশি সিনিয়র খেলোয়াড়রা দাবি করে যে, ক্রীড়া আধিকর্তা যেন প্রতিদিন বিকালের পর একবার এনএসআরসিসি-তে যান। তিনি নিয়মিত এসে নিশ্চয় সন্ধ্যার পর এনএসআরসিসি মুক্ত হবে।

স্পোর্টস স্কুল

● সাতের পাতার পর টিএফএ পরিচালিত মহিলা ফুটবল লিগে খেলেছে ত্রিপুরা স্পোর্টস স্কুল। স্কুলের তরফে ক্রীড়া আধিকারিক ধীমান বিশ্বাস এদিন টিএফএ সচিবকে একটি চিঠি দিয়েছেন। দুঃখের সাথে জানিয়েছেন যে, স্পোর্টস স্কুল কোভিড কেয়ার ইউনিটে পরিণত হওয়ায় সমস্ত ছাত্র-ছাত্রীদের বাড়ি পাঠিয়ে দেওয়া হবে। এই অবস্থায় মহিলা ফুটবল লিগের অবশিষ্ট ম্যাচ ওলিতে স্পোর্টস স্কুল অংশগ্রহণ করতে পারবে না।

স্কুল পড়ুয়া

● প্রথম পাতার পর উক্ত বিদ্যালয়ের অষ্টম শ্রেণির এক পড়ুয়া করোনা আক্রান্ত হয়েছে। তিনি আরও উল্লেখ করেছেন, আন্যান্য ছাত্রছাত্রীদেরও করোনায় আক্রান্ত হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। কেননা, অষ্টম শ্রেণির বায়্যাসিক পরীক্ষা ১১ জানুয়ারি অনুষ্ঠিত হয়েছিল। সেই পরীক্ষায় করোনা আক্রান্ত ছেলেটিও পরীক্ষা দেয়। বুধবার করোনা পরীক্ষা করালে সেই ছাত্রটির করোনা পরীজিত আসে। এখন দেখার বিষয়, শিক্ষা দফতর কি ধরনের পদক্ষেপ গ্রহণ করে।

আমোদ!

● প্রথম পাতার পর নবীনদের এই আশে। জীবনের মূল বিষয় থেকে তাদের চোখ ঘুরিয়ে দেওয়ার কাজটি অনুরোধের হাঙ্গে, ফলে দৌড়ে কগড়া থানারোর বলে ভিড়িও করে, তাতে গান যোগ করে এন্ড্রি করে সামাজিক মাধ্যমে চালিয়ে দেওয়ার মত বিষয়ে তারা জড়িয়ে পড়ছেন। খবর লেখার সময়ে সেই পোস্ট সাড়ে ছশো বারের বেশি শেয়ার হয়েছে। গ্রুপেও দিব্য টিকে আছে। যদিও কেউ কেউ মন্তব্য করে আপত্তিও জানিয়েছেন, তবে পোস্টদাতা তাদের সাথে তর্কজুড়িয়েন, বুঝতেই পারেননি আপত্তি কেন করছেন কেউ কেউ। দর্শকদের কারও কারও মতে মাস্ক নেই, কেউ নির্বাক হয়ে দেখছেন। জীবন, বাস্তবতাভর্জিত ভদ্ভুত এই আচরণ নিয়ে পরিবার, সমাজবিরোধে ভরে নিদান দিতে পারেন। স্কুল-কলেজে জীবনের শিক্ষায় খামতি যে আছে তাও বোঝা যাচ্ছে। খবর পাওয়া গেছে পথে হাতহাতি করে দুইজনকেই উদ্ধার করা হয়েছে। রেলিং টপকে কেউ পড়ে যাননি নীচে, পড়লে মারায়ক বিপদ হতে পারত।

দেখালো বাজার সম্পাদক

● তিনের পাতার পর আরো বেড়ে গেলে পাল্টা তাণ্ডব শুরু করে ব্যবসায়ীরা। আর ব্যবসায়ীদের তাণ্ডবের মুখে ডিসিএম ও তার সদপাদরা পালিয়ে পুর পরিষদের ভিতরে গিয়ে লুকিয়ে পরে। ক্ষুব্ধ ব্যবসায়ীরা তাদের না পেয়ে সরাসরি জাতীয় সড়ক অবরোধ করে বসে , তাদের বক্তব্য এ ডিসিএম অথবা মহকুমাসাশককে এসে ব্যবসায়ীদের ক্ষতিপূরণ দিতে হবে। প্রায় এক ঘণ্টা অবরোধ এবং বিক্ষোভ প্রদর্শনি চলার পর মহকুমা প্রশাসনের জ্ঞাতা হয়ে ময়দানে নামে দুই নেতা গোপাল সূত্রধর ও চন্দন ভৌমিক। তারা বুদ্ধিমানের সাথে পরিস্থিতি সামাল দেয়। ব্যবসায়ীদের নানা প্রশ্ন ঠাঙ্গা মাথায় সামাল দিয়ে প্রতিশ্রুতি দেয় যে সংক্রান্তি পর্যন্ত কোভিড নিয়ে প্রশাসন কোন অভিযান করবে না। আর এদিনের মতো বাড়াবাড়িকখনো হবে না। এরপর ধীরে ধীরে পরিস্থিতি স্বাভাবিক হয়। বিশাল পুলিশ বাহিনী এক্ট করে ডিসিএম প্রসেনজিৎ মাল্যাকরকে বাজার থেকে নিয়ে যায়। তবে এদিন একজন প্রশাসনিককর্তার বিরুদ্ধে ব্যবসায়ীরাে যে মারমুখী রূপ দেখা গেছে তা নজিরবিহীন যেমন নজিরবিহীন নেতাদের আয়না দেখানোর বিষয়টি।

অগ্রণী পরিচায়ক ব্যক্তিত্ব

● তিনের পাতার পর অন্তরায় হবেন এই বিষয়টিকে রাজা কোনওভাবেই প্রশয় দেবে না। এদিনের অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখতে গিয়ে বিবেকানন্দ বিচার মঞ্চের সভাপতি রাজীব ভট্টাচার্য বলেন, দেশামুক্ত ত্রিপুরা গড়ার অঙ্গীকার নিয়ে নিরন্তর কাজ করে চলেছে বিবেকানন্দ বিচার মঞ্চ। রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তে এই ধরনের কর্মচর্চা হতে দেখা হয়েছে। যার অন্যতম লক্ষ্য নিজে নেশাদ্রব্য ব্যবহার থেকে বিরত থাকা ও অন্যদের নেশাদ্রব্য ব্যবহার সম্পর্কে সচেতন করা। তার পাশাপাশি এইচআইভি মুক্ত রাজ্য নির্মাণের লক্ষ্যে সচেতনতা তৈরি করা।

পূর্ব মহিলা থানা

● আটের পাতার পর - দেখাচ্ছে বলে অভিযোগ। ভবানীর বাপের বাড়ির লোকজন বিষয়টি নিয়ে সংবাদমাধ্যমের মুখোমুখি হয়ে পূর্ব মহিলা থানা পুলিশের ভূমিকায় উদ্বেগ প্রকাশ করছেন। যদিও ভবানীর মোবাইল কিংবা অন্যান্য সূত্রে বাদলের সাথে দীর্ঘদিনের কথাপকথনের অডিও রেকর্ডও প্রদান করা হয়েছে। জানা গেছে, ভবানীকে উদ্ধারে পূর্ব মহিলা থানার পুলিশ যদি গড়িমসি ভাব দেখায় তাহলে ভবানীর স্বামী-সহ বাপের বাড়ির লোকজন পুলিশের উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের কাছে যাবেন। আদালতের দারস্থও হতে পারেন। পুলিশ সপ্তাহ চলাছে বলে পুলিশ আধিকারিকদের সাথে যোগাযোগ করা সম্ভব হচ্ছে না।পুলিশ সপ্তাহ সম্পন্ন হয়ে এসপি কিংবা পুলিশের অন্যান্য উচ্চপদস্থ অধিকারিকদের দারস্থ হয়ে পূর্ব মহিলা থানা পুলিশের হয়রানির ও গাফিলতির বিষয়গুলো তুলে ধরা হবে তাদের তরফে। এদিকে পূর্ব মহিলা থানা পুলিশের বিরুদ্ধে সাধারণ মানুষের বিবর অভিযোগ। কোনও অভিযোগ জানাতে গেলে হয়রানি করা হচ্ছে বলে পুলিশ আধিকারিকদের দিকে অভিযোগের আঙুল তুলে সুর চড়াইয়ের সাধারণ মানুষ তাছাড়া পূর্ব মহিলা থানায়া কোনও বধূতাহরণ বা পোড়োচের ঘটনা ঘটলে পরিজনদের সামনেই বিকৃত করে ব্যাখ্যা করতে থাকে পূর্ব মহিলা থানার মহিলা পুলিশ আধিকারিকরা।

অযোষিত মন্ত্রীরাই মাস্ক পরেন না

● আটের পাতার পর - আসবে, এইসব আলোচনা যা ছাপা হচ্ছে, তারও ক্ষেত্রে গম্ভিরন।

দেশের বিভিন্ন রাজ্যে এই ভারিয়েন্টের উপস্থিতির কথা, এমনকী কোথাও কোথাও ক্যান্টিনি প্রক্সে কোথাও সরকারি ভাবেইলা হয়েছে। এই রাজ্যে আমরঙ্গ হাতে-গোনা কয়েকদিনের মধ্যে এই রকম বাড়ারুদ্ভের, কারাণ কী, তার চেয়েন কেন্ স্টেনে সোটা জনা যারনি, অন্তত সাধারণ মানুষ জানেন না।সেকেন্ডগয়েতেসক্সম্ম পিকে সময়ে যেরকম সংখ্যায় আক্রান্তেই হিশি পাওয়া যাছিল, তৃতীয় ধাপ্কা শুরুতে সেইরকম সংখ্যায় আক্রান্তশনাক্ত হসেন, দ্বিতীয় ধাপ্কার একে-দুই দিনে আশে ছাড়িয়েছিল নৈনিক শনাক্তের সংখ্যা, সোটা এরকম মূল লাফ লিয়ে বাড়েনি,দিনে দিনে বাড়তে বাড়তে গিয়ে পৌঁছেছিল।এখন ত্রিপুরার আমরঙ্গ কর নিচ্ছেন। ওমিক্রন হলে, সোটা মরায়ন ছোঁয়াতে বলে এখন পর্যন্ত জানা গেছে।

রাজ্যের এই বাড়ারুজি পেয়েন এই ভারিয়েন্ট হলে, সেইসকলে নিশ্চয় খবর জানার আগ্রহ এবং অধিকর মানুষের অবশ্যই আছে।রাজে দুইটি মেডিক্যাল কলেজ আছে, অথচ কোভিড নিয়ে কোনও সিগ-দিশারি গবেষণা হয়নি, অন্তত এই রাজ্যের ডেমেট্রপ্রি, হেলথ প্যাঠানি,হাওয়ার প্রেক্ষিত সেইরকম অবস্থান নিয়ে কাজ হতেই পারত। হয়ে থাকলেও, সেসব বন্ধ মাধ্যমে জানানো হয়নি। অন্তত থাকেনি পাওয়া মাধ্যমের আক্রান্ত হওয়া, মৃত্যু, তাদের বাস, কোমর্বিজিটর সমীকরণে ওমিক্রন কী জায়গা, সোটা মিলেও কাজ হতে পারে। অন্যদিকে মাস্ক না পরার দায় সাধারণ মানুষের ওপর চাপিয়ে দিয়ে নেতা-মন্ত্রীরা অবলীলায় মিছিল, জনসমাগম করাই যাচ্ছেন, গরুদুই ধাপ্কার মত এই তৃতীয় ধাপ্কাও তার ব্যতিক্রম নয়। এখনও কোনও নেতা-মন্ত্রী জরিমানা হয়েছে বলে শোনা যারনি। উপমুখ্যমন্ত্রী যীত্থ দেববর্মা, কেন্দ্রীয় প্রতিমন্ত্রী প্রতিমা ভৌমিক এবং অন্যান্য জনপ্রতিনিধি কিংবা আমলারা সোনা মুড়ায় সব পোশানের উল্লেখনী অনুষ্ঠানে ছিলেন বুধবারে। মঞ্চে

ভাবিত নগর

● প্রথম পাতার পর পশ্চিম থানায় নথিভুক্ত হয়েছে। অভিযুক্তদের নাম হলো — নারায়ণ দত্ত, সুজিত সাহা ও দীপ দাশগুপ্ত। থানা অবশ্য জানিয়েছে, আসামিকে খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না। এই আমলে এ আর নতুন ঘটনা কি? শাসক দলের অনেক অভিযুক্তকেই কিছুদিন খুঁজে পায় না পুলিশ। সেই নারায়ণ দত্ত যেহেতু একজন কাউন্সিলারের পতি তাকে পুলিশ করে খুঁজে পাবে সে সম্পর্কে আমাদের মাথাব্যথা নেই, এ নিয়ে সুস্বী পাণিয়া দহই খেতেবন। আমাদের দেখার কথা হলো যে ব্যক্তি আসামি কিংবা পুলিশ যাকে খুঁজছে তাকে পাশে নিয়ে আগরতলার মেয়র কিভাবে হকার উচ্ছেদ করতে যান? এ কি সাধারণ মানুষকে ভয় দেখানোর জন্য নাকি অন্য কিছু। এ কথা ঠিক যে, এ দেশের মানুষ পুলিশ বা প্রশাসনের চেয়ে মাফিয়া- গুন্ডাভেই বেশি ভয় পান। কারণ, পুলিশ সাধারণত শাসক দলীয় গুন্ডাদের হাত থেকে সাধারণ মানুষকে বাঁচাতে আসে না। এবার সাধারণ মানুষ যাকে পুলিশের খাতায় দাগি হিসাবে চেনে সেই ব্যক্তি যদি মেয়রের সঙ্গে দাঁড়ায় আর মেয়র যদি ফুট পাথের দোকানিদের বলেন, ফুটপাথ ছাড়, তাহলে পুলিশ প্রশাসনের আর দরকার পড়বে না। গুন্ডার ভয়েই সবাই ছেড়ে যাবে। এই ভাবে কাজ হওয়া সহজ হবে কিন্তু মানুষ তো গুন্ডারাজ চায় নি। অলীক মজুমদারের নিয়ম প্রশাসন কোন পথে যাবে সে তো তার নিজস্ব সিদ্ধান্ত কিন্তু গুন্ডারাজ কেন?

অযোষিত মন্ত্রীরাই মাস্ক পরেন না

নিয়ম অনুযায়ী শারীরিক দূরত্ব যেমন ছিল না, মেনে নিষ্প থেকে নেমে ঘরে যেতে না যেতেই যা গা ঘেঁষাঘেঁষি করা ভিড়ে দাঁড়িয়েও মুখে মাস্ক রাখেননি তারা। উপমুখ্যমন্ত্রী বা কেন্দ্রীয় প্রতিমন্ত্রী, সবাইই একই অবস্থা। অনার্য আক্রান্ত হলে, তার দায় কেনেবো। এইউল্লেখনী তৈরিকরেন তরুই, যার মাস্ক পরার সিদ্ধান্ত নিয়ে সাধারণের থেকে জরিমানা আায় করিয়ে থাকেন।

আক্রান্ত ৭৮৩

● তিনের পাতার পর ৪৮ জন করোনা আক্রান্ত রোগী শনাক্ত হয়েছে। এদিকে দেশে ২৪ ঘটায় বাড়লো আক্রান্ত এবং মৃত রোগীর সংখ্যা। ২৪ ঘটায় ১ লক্ষ ৯৪ হাজার ২২০ জন করোনা আক্রান্ত রোগী শনাক্ত হয়েছে। এ সময়ে মারা গেছেন ৪৪২ জন করোনা আক্রান্ত রোগী। অন্যদিকে, শোষ্ঠী সক্রমের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে পশ্চিম জেলা। এই জেলায় ঘরে ঘরে সর্দি, কাশি, জ্বর নিয়ে রোগীর সংখ্যা বাড়ছে। বেশির ভাগই সোমার পরীক্ষা করতে যাচ্ছেন না বলে অভিযোগ।

পাঁচ নির্দেশিকা জারি

● প্রথম পাতার পর হয়েছে, কো-অপারেটিভ দালান বাড়িটিতে পশ্চিম জেলার মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিক চিকিৎসাজনিত সমস্ত কিছু ব্যবস্থা করবেন। দেবরায়বাড় এদিন তৃতীয় নির্দেশিকায় বাবারঘাটের স্পোর্টস স্কুলটিকে কোভিড কোয়ারেন্টার হিসেবে ঘোষণা করেছেন। তাতে বলা হয়েছে, উক্ত প্রতিষ্ঠানে ২৫০টি বিছানা প্রস্তুত রাখতে হবে। আইজিএম হাসপাতাল কর্তৃপক্ষকে উক্ত প্রতিষ্ঠানে চিকিৎসা পরিবেশা প্রদান করার জন্য দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে। আইজিএম হাসপাতালে ডেপুটি মেডিক্যাল সুপার ডা. পি কে দেববর্মাকে উক্ত সেন্টারটিতে নোডাল অফিসার হিসেবে দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে। প্রশাসনিক বিষয়টি দেখবেন সদর মহকুমার মহকুমা শাসক। জাতীয় স্বাস্থ্য মিশন কর্তৃপক্ষকে ফ্রি ল্যাব সার্ভিস দেওয়ার জন্য নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। একইভাবে এদিন আর্মি কর্দ্দেশিকায় পশ্চিম জেলাশাসক বলেছেন, টিএমসি হাসপাতালের নতুন ওপডি কমপ্লেক্সটিকে ‘ডেডিকেটেড কোভিড হাসপাতাল’ হিসেবে ব্যবহার করতে হবে। সেটি ১১০ বেড-এর ব্যবস্থাপনায় চলবে। টিএমসির মেডিক্যাল সুপারকে উক্ত কর্মক্ষেত্রে জন্য নোডাল অফিসার করা হয়েছে। পঞ্চম নির্দেশে প্বেপ্রিয়বাড় জানিয়েছেন, জিরানিয়া মহকুমার অধীনে খুমলুগুড়ের নাডুই ঙংখাই গেট হাউসটিকে কোভিড কোয়ারেন্টার হিসেবে ব্যবহার করা হবে। পশ্চিম জেলার মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিক ওই গেট হাউসের সমস্ত চিকিৎসাজনিত বিষয়টি দেখভাল করবেন। জিরানিয়া মহকুমার মহকুমা শাসক প্রশাসনিকভাবে উক্ত কোভিড কোয়ারেন্টারটিসি নোডাল অফিসার হিসেবে দায়িত্ব পালন করবেন। বুধবার একইদিনে জরি হওয়া এই পাঁচটি নির্দেশিক নিসন্দেহে এক্ষা প্রমাণ করে যে, রাজ্যের স্বাস্থ্য দফতর কোনও ঝুঁকি নিতে প্রস্তুত নয়। যেভাবে প্রতিদিন লাক্ষিয়ে বাড়ছে করোনা আক্রান্ত সংখ্যা, তাতে আর মাই হোক গরু গরু খবরের বিত্থিকর চিত্রগুলো যাতে ফুটে না উঠে, তার জন্য তৈরি থাকছে দফতর। ইতিমধ্যেই পশ্চিম জেলাশাসক দেপ্ৰিয়বাড় কয়েক বধায় বৈক্য করেছেন। ৭তম এক সপ্তাহে পশ্চিম জেলার মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিকও বেশ কিছু বৈঠক করেছেন। দেখার, সরকারিভাবে জেলাশাসক যেসব নির্দেশে জরি করছেন, সেগুলো পালন করার জন্য যে পরিকাঠামো গড়ে তোলা দরকার সেগুলো ঠিক কত দিনে ব্যবস্থা করা হয়।

হামলা শুরু সাক্রতমে

● প্রথম পাতার পর সাহায্যে সঙ্গী করে সুদীপবাড় এদিন সাক্রম কলেজে পৌছান। সেখানে স্বামী বিবেকানন্দের প্রতিকৃতিতে মালদান করে ছাত্রছাত্রীদেরকে রক্তদানে উদ্বুদ্ধ করতে বক্তৃতা করেন। এবার না হলেও অন্য যে কোনও সময় সম্ভব হলে বছরে তিন থেকে চারবার রক্তদান শিবির আয়োজন করার জন্য ছাত্রছাত্রীদের সঙ্গে মত বিনিময় করেন। এরপর সুদীপবাড়ার ফিরে আসতেই যারা যারা এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন তাদের বেশিভাগেইই ভাড়াবাড়ি এবং নিজস্ব বাড়িঘরে আক্রান্ত হয়ে যায়। বক্তব্য একটাই, সুদীপবাড়ের অনুষ্ঠানে তারা সোনেন কেন? এদিন সন্ধ্যার পর থেকেই সাক্রম কার্যত জনমানবশূন্য হয়ে যায়। শুধু সাক্রম নয়, সঙ্গে হরিদা, নুর্মাবাড়ার, সাতচান্দ সহ বিস্তীর্ণ এলাকার তাণ্ডব চলে। জনাকয় অধাপক-অধ্যাপিকাকেও গলা টিপে মেরে দেওয়ার ঝুঝি আসে বলে অভিযোগ। অত্যন্তে সাক্রম সোন তওঁত হয়ে যায়। এর মাঝেই এবিভিপর মনুবাাজার সম্পাদক অভিজিৎ দে-র উপর আক্রমণ। তাকে বাজারে জেকে নিয়ে গিয়ে মাথা ফাটিয়ে দেওয়া হয়। পরে তাতে করোনার হাসপাতাল থেকে গোমতী জেলা হাসপাতালে সেখান থেকে জিবিপি হাসপাতালে বেরার করে দেওয়া হয়। গোমতী জেলা হাসপাতালে তাকে রাতেই দেখতে যান গোমতী জেলা পরিষদের সদস্য টিটন দাশ। গভীর রাতে সাক্রম সূত্র বরাছে, এদিন কলেজের অনুষ্ঠানে হাজির ছিলো এমন ছাত্রছাত্রীরা রাতেন অক্ষররোই বাড়িঘর ছেড়ে কেউ জঙ্গলে, কেউ আত্মীয়স্বজনের বাড়িতে সন্ধিয়ে গিয়েছে। কারণ, এদিন রাতেই ফের হামলা শুরু হতে পারে বলে আশঙ্কা করছে তারা।

সুদীপের জেহাদি ঘোষণা

● প্রথম পাতার পর পর্যন্ত তিনি মুখ ফুটে কোনওদিনই বলেননি তিনি বিজেপি ছাড়ছেন কিনা কিংবা অন্য কোনও দলে যোগ দিচ্ছেন কিনা। বুধবার এসে সাংবাদিকের প্রশ্নের জবাবে তিনি বলেছেন, বিজেপি তাকে এই কেন্দ্র থেকে টিকিট দেবে কি দেবে না সোটা তাদের বিষয়, কিন্তু সুদীপবাড় হির করে নিচ্ছেন আগামী বিধানসভা নির্বাচনে তিনি বিজেপির হয়ে প্রার্থী হবেন না। এরপরই লজ্জুূল শুরু হয়ে যার রাজ্য রাজনীতিতে। সুদীপবাড় কেন্ দলে যোগ দিতে পারেন তা নিয়ে শুরু হয়ে যায় জল্পনা। কারণ তিনি নিজেই এদিন জল্পনা উপকল্প দিয়েছেন। মূলত সাক্রমের মহিলেক মণ্ডুপান দণ্ডকলেজে ছাত্রছাত্রীদের আয়োজিত একটি রক্তদান শিবিরে তার যোগ দেওয়ার কথা ছিলো। কিন্তু জেলার মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিকের দফতর থেকে রক্তদান শিবিরের আগের সম্ভাায় জানিয়ে দেওয়া হয় কী স্বল্পতার কারণে এদিন সাক্রম কলেজে গরু সপ্তাহের জন্য লোক পাঠাতে পারবেন না তারা। ফলে রক্তদান শিবির হবে না। কিন্তু সুদীপবাড়, আশিস সাহা গিয়ে হাজির সেখানে। তারা স্বামী বিবেকানন্দের প্রতিকৃতিতে মালদান সহ ছাত্রছাত্রীদের সঙ্গে স্বামীজির বিভিন্ন চিত্রাখানা নিয়ে আলোচনা করেন। জাতীয় যু দিবসকে কেন্দ্র করে একটি রক্তদান শিবিরকে যেভাবে বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে, এই প্রসঙ্গেই কথা বলতে গিয়ে নাম না করে কার্যত রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী তুলোনে বক্তব্যে সুদীপবাড়। এরপরই তিনি জারায় দেওয়াছেন, আগামী বিধানসভা ভোটে বিজেপির হয়ে এই কেন্দ্র থেকে তিনি ভোটে লড়বেন না। তার কথার মধ্যেই স্পষ্ট তাহলে তিনি অন্য দলের হয়ে ভোটে লড়বেন। তাহলে কোন দল? জল্পনা সোঝানো। তবে প্রতিবাদী

মুখ্যমন্ত্রী

● প্রথম পাতার পর ভারতকে ধ্বংস করার অন্তত প্রয়াসের যোগ্য জবাব দেশবাসী দেবেন বলে অভিমত ব্যক্ত করে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, এদিনের ঘটনায় বিপাকে পড়ে পাঞ্জাবের মুখ্যমন্ত্রী বিশাস্তিকর বক্তব্য রাখছেন। এদিনের সভায় এক লক্ষের অধিক মানুষ জমায়েত হবেন জেনে বিরোধীশক্তির একটা অংশ, নিকট পথ অবলম্বন করে মোদীজিকে রোষার প্রয়াস করেছিল। সাংবাদিকদের এক প্রশ্নের উত্তরে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, করোনা প্রতিরোধে রাজ্য সরকার পুরোপুরি প্রস্তুত রয়েছে। করোনা মোকাবিলায় রাজ্যের প্রতিটি জেলায় প্রয়োজনীয় ঔষধ, অক্সিমিটার, অক্সিজেন সিলিন্ডার, অক্সিজেনযুক্ত বেড ইত্যাদি পর্যাপ্ত পরিমাণে রয়েছে। তিনি জানান, ওমিক্রন পরীক্ষার জন্য প্রয়োজনীয় মেশিন ও যন্ত্রপাতি প্রধানের জন্য কেন্দ্রীয় সরকারের নিকট রাজ্য সরকার বাঁচাবেন জানিয়েছে। করোনার প্রথম ও দ্বিতীয় ডেউ মোকাবিলায় রাজ্যবাসী যেভাবে সরকারকে সহযোগিতা করেছেন, তৃতীয় ডেউ মোকাবিলার ক্ষেত্রেও রাজ্যবাসী সরকারের পাশে থাকবেন বলে মুখ্যমন্ত্রী আশা প্রকাশ করেন। পাশাপাশি রাজ্যের জনগণকে বিভিন্ন কোভিড স্বাস্থ্যবিধি যেমন, সব সময় মাস্ক পরিধান করা, অপ্রয়োজনে বাড়ি থেকে বের না হওয়া, সামাজিক দূরত্ব মেনে চলে ইত্যাদি পালন করার জন্যও মুখ্যমন্ত্রী আহ্বান জানিয়েছেন।

বাহাদুরি

● প্রথম পাতার পর পারেন না। হাত দিয়ে ব্যারিক্রেড তৈরি করা বা দিক নির্দেশনা পর্যন্তই বিষয়টি থেমে যায়। এদিন, মহিলা নিম্বের বাহাদুরি দেখাতে গিয়ে চুরির মামলায় অভিযুক্ত সুমনকে শরীর ধরে বধুদ্রু টানতে টানতে নিয়ে যায়। সবচেয়ে অবাক করার বিষয় হলো, পেছনে তখন অন্য পুলিশ কর্মীরা। নাদুস-নুদুস অবশ্য হাঁটতে থাকেন। সুমনকে এগিয়ে এসে ধরার মতো উদ্গোণ কেউ গ্রহণ করেননি। স্বভাবতই মহিলা পুলিশ কর্মীকে ‘মানির ভুলে’ পালন করছে হয়েছে। বিষয়টি নিয়ে আল্পল তচ্ছরে ব্যাপক তীর্কক মন্তব্য ছুটে আসে এক সময়।

বিমানবন্দর!

● প্রথম পাতার পর থেকে দিনে ১৬ জনকে দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে। করোনা পরীক্ষা করার জন্য। সবজেরি বলা চলে, রাজ্যে করোনা আক্রান্তের সংখ্যার নিরীখে, বিপদের নাম বিমানবন্দর।

২ লক্ষ ১১ হাজার গায়েব

● প্রথম পাতার পর একেজো হয়ে যাবে। সেই একই এসএমএসএস একটা কলি বিষার নয় দিয়ে এগিয়ে, সেই নম্বরে টেলিফোন করতে হবে। রণজিৎবাবু নিজের মোবাইলের বিএসএনএল সমিটির আয়ু রক্ষার কথা ভেবে মোবাইল নম্বরটিতে ফোন করে বসেন। শহরের জয়নগর এলাকার বাসিন্দা ড. ঠাকুর টেলিফোন করার সঙ্গে সঙ্গে প্রান্ত থেকে সিগ বিষার কিছু প্রশ্ন করা হলে, সেগুলোর উত্তর দেন তিনি। বলা ভাল, পেতে রাখা ফাঁদে পা ফেলেন। প্রতারকদের খুব বেশি সময় লাগেনি। ১০/১২ জুনদিনের মধ্যেই রণজিৎবাবুর সেভিস স অ্যাকাউন্ট থেকে ২ লক্ষ ১১ হাজার টাকা কিনিমিে উধাও হয়ে যায়। বুধবার যখন থানায় অভিযোগ করেন তিনি, তখনও যে মোবাইল নম্বর থেকে এসএমএসটি আসে, সেটি চালু ছিল। পুলিশকে বিস্তারিত জানানো হয়েছে। বুধবার দুপুরে এফআইআর দায়ের করা হলেও, রাতে খবর লেখা পর্যন্ত পুলিশ ঘটনাস্থি সম্পর্কে কোনও তথ্য জানাতে পারেনি। দেখার, আগামী কয়েকদিনের মধ্যে আদৌ এই ঘটনার কোনও সুরাধা হয় কি না।

অন্ধকারে গৃহবধূকে হত্যার চেষ্টা

● তিনের পাতার পর হয় জিবি হাসপাতালে। এয়ারের চুনা থানায় এই ঘটনার হত্যার স্টোর অভিযোগ এনে ভারতীয় দণ্ডবিধির ৩২৫, ৩০৭ এবং ৩৪ ধারায় মামলা নিয়েছে। এই ঘটনার তদন্ত শুরু করে দিয়েছে পুলিশ। তবে উষাবাজার থেকে নারায়ণপুরের পথে গিলা রাস্তায় অন্ধকার জায়গা রয়েছে। সেখানেই মানসীকে হত্যার চেষ্টা করা হতে পারে বলে আশঙ্কা করা হয়েছে।

যুব দিবসে যুব বিষয়ক ও ক্রীড়ামন্ত্রী

● তিনের পাতার পর নেতৃত্ব দেবে। স্বামীজির আর্শর্কে অনুসরণ করে স্নাগরিক হিসাবে নিজেকে গড়ে তোলার জন্য সর্বকালে পরামর্শ দেন তিনি। তিনি বলেন, দেশার বিরুদ্ধে রাজ সরকার যুধ ঘোষণা করেছে। আগামী দিনে একে সামাজিক আন্দোলনে পরিণত করতে হবে। কারণ দেশার দলোতে গুণ ও মেধা থাঙ্গ সন্তেও অক্ষালই বাড়়ে পড়েছে রাজ্যের অনেক ছাত্রছাত্রী

স্বামীজী ছিলেন ভারতীয় আধ্যাত্মিকতা ও পরম্পরার অগ্রণী পরিচায়ক ব্যক্তিত্ব

প্রেস রিলিজ, আগরতলা, ১২ জানুয়ারি ।। ভাবী প্রজন্মের জন্য সমৃদ্ধশালী ও সুরক্ষিত ভবিষ্যৎ নির্মাণের লক্ষ্যে কাজ করছে। রাজা সরকার। নিষিদ্ধ ড্রাগ ও এইচআইভি মুক্ত রাজ্য হিসেবে ত্রিপুরাকে গড়ে তুলতে সবার প্রয়াস দৃষ্টি ও অঙ্গীকারবদ্ধ প্রয়াস প্রয়োজন। বৃধবার স্বামী বিবেকানন্দের জন্মজয়ন্তী উপলক্ষে আয়োজিত নেশামুক্ত ত্রিপুরা শীর্ষক শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখতে গিয়ে একথা বলেন মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব। বৃধবার রবীন্দ্র শুবাবক্ষী ভরনের ১নং প্রেক্ষাগৃহে বিবেকানন্দ বিচার মঞ্চ ও ত্রিপুরা স্টেট এইডস কন্ট্রোল সোসাইটির যৌথ ব্যবস্থাপনায় এই অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। অনুষ্ঠানে নেশামুক্ত ত্রিপুরার শপথ বাক্য পাঠ করান পদাধী প্রাপ্ত জিমন্যাস্ট দীপা কর্মকার। অনুষ্ঠানে গোলাঘাটি নিবাসী সপ্তম শ্রেণিতে পাঠরতা পূর্ণিমা দাস কোভিড আক্রান্ত রোগীদের ক্ষুদ্রাচার লক্ষ্যে মুখ্যমন্ত্রীর গ্রাণ তহবিলে ১০ হাজার টাকা তুলে দেন। তারপিতা পরিমল দাস পেশায় কৃষক। অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখতে গিয়ে মুখ্যমন্ত্রী বলেন,

সিরিজের মাধ্যমে ব্যবহৃত নেশা দ্রব্য ও অন্যান্য নিষিদ্ধ নেশাদ্রব্যের ব্যবহার সম্পর্কে অভিভাবক সহ সবার সজাগ দৃষ্টি থাকা প্রয়োজন।



সিরিজ জাতীয় নেশাদ্রব্যের ব্যবহারের ফলে যুব সম্প্রদায়ের একটা অংশ এইচআইভি সংক্রমিত হয়ে পড়ছে। শিক্ষা প্রতিষ্ঠান সংলগ্ন

স্থান সহ যেখানেই এই ধরনের নেশা জাতীয় দ্রব্য বিক্রি হচ্ছে বলে সন্দেহ হবে তৎক্ষণাৎ সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের নজরে বিষয়টি আনা প্রয়োজন।

নেওয়া হবে। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, পরনির্ভরশীলতার মানসিকতা কাটিয়ে লক্ষ্যপ্রাপ্তির পথে দৃঢ় সংকল্পবদ্ধতা সাফল্যের পথে গতি সঞ্চারিত করে। যুব সন্মাসী স্বামী বিবেকানন্দ ছিলেন ভারতীয় আধ্যাত্মিকতা ও পরম্পরার অগ্রণী পরিচায়ক ব্যক্তিত্ব। শিকাগোতে ভারতীয়ত্ব নিয়ে জগৎসভায় নিজের বক্তব্যের মাধ্যমে সবার প্রশংসা কুড়িয়েছিলেন। যুব সম্প্রদায়কে এক সুস্বাস্থ্য এবং সমৃদ্ধশালী ভবিষ্যতের দিশা নির্দেশনা দিয়েছিলেন তিনি। বর্তমানে রাজ্যের কথা আলোচনা করতে গিয়ে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, সঠিক ব্যবস্থাপনায় লোকাল ফর ভোকাল ভাবনায় স্থানীয় উৎপাদিত পণ্যের ব্যবহার যেমন বৃদ্ধি পাচ্ছে, তেমনি স্বরোজগারি মানসিকতায় বর্তমান আর্থনির্ভর যুব উদ্যোগীরাই অন্যদের কর্মসূজনের পথ সুগম করছে। তার পাশাপাশি পর্যটন ক্ষেত্রের প্রচার এবং প্রসারে বিভিন্ন পরিকল্পনা সম্পর্কে আলোকপাত করেন মুখ্যমন্ত্রী। তিনি বলেন, রাজ্যের সমৃদ্ধির পথে বিশেষ করে পর্যটকদের রাজমুখী করার ক্ষেত্রে যারাই ●এরপর দুইয়ের পাভায়

গভীর রাতে যান সন্ত্রাস

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, বঙ্গনগর, ১২ জানুয়ারি।। রাত দুইটা। ঘন কুয়াশাচ্ছন্ন অন্ধকারময় রাজপথ। যান সন্ত্রাসের ট্র্যাডিশন চলছেই রাজ্য জুড়ে। বিএনএফ'র জিপসি গাড়ি ও পাচারকারীর বলেরো গাড়ির মুখেমুখি সংঘর্ষে গুরুতর আহত তিন পাচারকারী বলে স্থানীয় বাসিন্দাদের অভিযোগ। স্থানীয়রা আহতদের প্রথমে বঙ্গনগর স্বাস্থ্যকেন্দ্রে নিয়ে আসে। তাদের অবস্থা আশঙ্কাজনক হওয়ায় কর্তব্যরত চিকিৎসক নিজের কাঁধে দায়িত্ব না রেখে উন্নত চিকিৎসার জন্য তাদেরকে জিবিপি হাসপাতাল রেফার করে দেন। ঘটনার বিবরণ ও বৃহস্পতিবার গভীর রাতে বঙ্গনগরের দিক থেকে চিটার ০৭-০৮৫৩ নম্বরের কাপড় বোঝাই একটি বলেরো পিক-আপ ভ্যান দক্ষিণ কলমচৌড়া বিওপির সামনে আসতেই বিএসএফ'র জিপসির সঙ্গে সংঘর্ষ বাধে। ঘটনা প্রসঙ্গে জানা যায়, এই সময় কোম্পানি কমান্ডার রাতের পাহারায় জিপসি গাড়িটি নিয়ে বিওপি থেকে বের হচ্ছিলেন। বলেরোর চালক জিপসি গাড়িতে থাকা মেরে পালানো গিয়ে নিরস্ত্র হারিয়ে ফেলে। ঘটনাস্থলেই তিনজন পাচারকারী গুরুতর আহত হন। তারা হলেন — বিশ্বজিৎ পাল, বিশ্বজিৎ নমঃ এবং প্রদীপ দাস। পাচারকারী তিনজনের বাড়িই বঙ্গনগরে। যেখানে ঘটনা শেষ, সেখান থেকেই শুরু করে রাজ্যের কালসাঁপ্ত্রাপ্ত পুলিশ। ঘটনার পরে ঘটনাস্থলে উপস্থিত হন সাইবিনসপেক্টর রিয়ামণি হালামের নেতৃত্বে টিএসআর জওয়াকার। ঘটনাস্থলে লোক-দেখানো তদন্ত ছাড়া আর কিছুই করতে পারেনি পুলিশ। এখন লোক টাকার প্রশ্ন, লক্ষ লক্ষ টাকার পাচারকারী কাপড়ের আসল পাচারকারী কে?

যুব দিবসে যুব বিষয়ক ও ক্রীড়ামন্ত্রী

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, আগরতলা, ১২ জানুয়ারি।। কোভিড পরিস্থিতির কথা মাথায় রেখে রাজ্যের সর্বত্র প্রতীকীভাবে স্বামী বিবেকানন্দের জন্মদিবস উপলক্ষে জাতীয় যুব দিবস পালন করা হয়েছে। রাজ্যভিত্তিক অনুষ্ঠানটি হয় আগরতলাস্থিত নেতাজি স্তম্ভায় আঞ্চলিক ক্রীড়া প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে। অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করেন যুব বিষয়ক ও ক্রীড়ামন্ত্রী সুশান্ত চৌধুরী। অন্যান্য অতিথিদের মধ্যে ছিলেন আগরতলা পুর নিগমের ডেপুটি মেয়র মণিকা দাস দত্ত, ত্রিপুরা ক্রীড়া পর্ষদের সচিব অমিত রঞ্জন, পদাধী দীপা কর্মকার, দফতরের অধিকর্তা সুবিকাশ দেববর্মা ও যুগ্ম অধিকর্তা পাইমং মগ। উদ্বোধনের পর অতিথিগণ স্বামী বিবেকানন্দের প্রতিবৃত্তিতে মালাদান করে শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করেন। অনুষ্ঠানে এই দিবসটি পালনের তাৎপর্য



ছিলেন স্বামী বিবেকানন্দ। পারিবারিক প্রাচুর্যতা সত্ত্বেও তিনি নিজেকে বিলিয়ে দিয়েছেন মানব কল্যাণে। তিনি আরও বলেন, স্বামীজি সবসময় বলতেন, মানুষ

তার চিন্তাধারা দিয়ে চালিত হয়। সর্দর্ধক চিন্তাভাবনা নিয়ে সমাজ, রাজ্য ও দেশের জন্য কাজ করার

অন্ধকারে গৃহবধূকে হত্যার চেষ্টা

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, আগরতলা, ১২ জানুয়ারি।। অন্ধকারে নিয়ে গিয়ে স্ত্রীকে হত্যার চেষ্টা। মাথায় ইট মেরে রক্তাক্ত অবস্থায় গৃহবধূকে মেরে পালানো স্বামী এবং ননদ। এই ঘটনায় এয়ারপোর্ট থানায় মামলা করা হয়েছে। উষাবাজার থেকে ময়লাখলা যেতে খালি জায়গায় নিয়ে হত্যার চেষ্টা করা হয়েছে বলে অভিযোগ। মাথায় ইট দিয়ে মারার আগে গলা টিপেও ধরেছিল অভিযুক্তরা বলে অভিযোগ। অভিযোগটি দায়ের করেছেন শিবনগর চিত্তরঞ্জন রোড এলাকার বাসিন্দা মানসী মোদক। অভিযুক্তরা হলো রতন দাস, ঝুমা দাস এবং গোঁতম দাস। তাদের বাড়ি দুর্গাচৌমুহনি মসজিদ রোডে। এই ঘটনার তদন্ত করছেন

সাইবিনসপেক্টর যমুনা রায়। এক বছর আগেই মানসীর সঙ্গে রতনের বিয়ে হয়েছিল। বিয়ের পর একবছর না যেতেই স্বশ্বশ্রবাব্দির লোকজনদের বিরুদ্ধে অত্যাচারের অভিযোগ করে বাড়ি চলে যান মানসী। বারবারই অভিযুক্তরা তাকে মামলা তুলে নিতে চাপ দিয়েছিল। গত বছরের ২৩ ডিসেম্বর বিকালে রতন ফোন করে মামলা তুলে নিতে আবেদন করে। তার কথা অনুযায়ী, বিয়েতে দেওয়া সব জিনিসপত্র ফিরিয়ে দিলে মামলা তুলে নিতে পারেন তিনি। মের চৌমুহনিনিতে এ বিষয়ে কথা বলতে মানসীকে ডেকে আনেন রতন। সেখানে তাদের ৩০ মিনিটের মত কথা হয়। রতন জানায়, তার সঙ্গে বাড়ি গেলে বিয়েতে দেওয়া সব জিনিস ফিরিয়ে দেবে। এই কথায় রাজি হয়ে যান

মানসী। রতনের সঙ্গে বাইকে চেপে রওয়ানা হন মানসী। কিন্তু কাজের কথা বলে ময়লাখলা দিয়ে উষাবাজারে চলে যায় রতন। সেখানে রাতের অন্ধকারে এক জায়গায় বইক থামায়। সেখানেই হাজির ছিল মানসীর ননদ ঝুমা দাস এবং এবং তার স্বামী গোঁতম দাস। তারা একটি গাড়িতে ছিল। অন্ধকারে রাস্তার পাশেই মানসীর গলায় টিপে ধরে অভিযুক্তরা। তাকে ইট দিয়ে মাথা খেঁতলে দেওয়ার চেষ্টা করা হয়। তার চিংকারে অভিযুক্তরা পালিয়ে যায়। এলাকার কয়েকজন এসে মানসীকে উদ্ধার করে পুলিশের কাছে পৌঁছে দেয়। এয়ারপোর্ট থানায় নিয়ে পুরো ঘটনা জানিয়ে মামলা করেন মানসী। তাকে ভর্তি করা ●এরপর দুইয়ের পাভায়

স্টিল ব্রিজ ঃ সিপিএম-বিজেপি তরজা

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, ধননগর, ১২ জানুয়ারি।। “স্টিল ব্রিজ ভেঙে ফেলার প্রতিবাদ পানিসাগরে” শীর্ষক খবর গত ৩ জানুয়ারি এ পত্রিকায় প্রকাশের পর শাসক দল পরিচালিত নগর পঞ্চায়েত কর্তৃপক্ষ এবং প্রধান বিরোধী দল সিপিএম’র মধ্যে তরজা অব্যাহত রয়েছে। সেদিনের প্রতিবেদনে উল্লেখ ছিল, বর্তমান নগর এলাকার ১ ও ৪ নং ওয়ার্ডের সংযোগস্থলে একটি ছড়ার উপর বিগত বাম আমলে ১২ লক্ষ টাকায় নির্মিত স্টিলের ফুটব্রিজটি বর্তমান বিজেপি পরিচালিত নগর পঞ্চায়েত কর্তৃপক্ষ এলাকাবাসীকে যথে রেখে সেটি ভেঙে অন্যত্র নিয়ে যাচ্ছে। ফলে ওই এলাকার কৃষক সমাজ, ছাত্রছাত্রী সহ প্রায় তিন শতাধিক মানুষের ভোগান্তি বাড়ছে। তাই স্থানীয় মানুষের হয়ে সিপিএম পানিসাগর মহকুমা সম্পাদক অজিত দাস, প্রাক্তন পঞ্চায়েত সমিতির চেয়ারম্যান শীতল দাস

রুম্ম প্রতীবাদ মুখর হয়ে স্টিল ব্রিজটি না ভাঙার জন্য নগর কর্তৃপক্ষকে অনুরোধ জানান এবং ব্রিজটির প্রয়োজনীয় সংস্কার ও মেরামত করার আর্জি জানান। অপরদিকে নগর পঞ্চায়েতের ভাইস চেয়ারম্যান ধনঞ্জয় নাথ সাংবাদিকদের জানিয়েছিলেন, স্টিল ব্রিজটি জীর্ণশীর্ণ হওয়ায়



দুর্ঘটনা ঘটার সম্ভাবনা দেখা দেওয়ায় সেটি ভেঙে ফেলা হচ্ছে। এলাকাবাসীর সুবিধার্থে বিকল্প একটি পাকা সেতু ২২ লক্ষ টাকা ব্যয়ে নির্মাণ করে দেওয়া হয়েছে। তাই সিপিএম মানুষকে বিভ্রান্ত করছে ইত্যাদি। আজ সিপিএম নেতা শীতল দাস এবং নগর এলাকার মানুষ লিখিতভাবে অভিযোগ করেন যে, নগর পঞ্চায়েত এলাকার ৪ নং ওয়ার্ডে উপরোক্ত স্টিল ব্রিজের সামগ্রী যেমন লোহার পাইপ, স্টিলের রড, হাতল ব্যবহার করে নতুন ব্রিজ নির্মাণ করে গেলো উন্নয়নের চক্রে। তাই সিপিএম মানুষকে বিভ্রান্ত করছে ইত্যাদি। আজ সিপিএম নেতা শীতল দাস এবং নগর এলাকার মানুষ লিখিতভাবে

আইপিএস সহ আক্রান্ত ৭৮৩

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, আগরতলা, ১২ জানুয়ারি।। করোনা আক্রান্তের সংখ্যা আরও বাড়লো। ২৪ ঘণ্টায় নতুন করে ৭৮৩ জন করোনা আক্রান্ত শনাক্ত হয়েছেন। তাদের মধ্যে ৪৮৭ জন পশ্চিম জেলার। এক লাফে রাজ্যের সবক’টি জেলায় করোনা আক্রান্তের সংখ্যা সমানতালে বাড়ছে। করোনা আক্রান্তের গড় রাজ্যে ৯.১৮ শতাংশ। ভয়াবহ পরিস্থিতির দিকে এগিয়ে যাচ্ছে পশ্চিম জেলা। এই জেলার মধ্যে পুর নিগম এলাকায় আক্রান্তের সংখ্যা বেশি। এর মধ্যেই আগরতলায় প্রায়ই অর্কেন্টারের মত অনুষ্ঠান চলছে। বাজারে হরিনাম সংকীর্তন উৎসবও চলছে। বাজার গুলিতে মানা হচ্ছে না সামাজিক দূরত্ব। এই পরিস্থিতিতে আগরতলায় দ্রুত সামাজিক দূরত্ব রক্ষা করতে প্রশাসনের কড়াকড়ি ব্যবস্থা নেওয়ার দাবিও উঠেছে। স্বাস্থ্য দফতরের বৃধবার মিডিয়া বুলিটিনে জানিয়েছে, ২৪ ঘণ্টায় ৮,৫৩১ জনের সো্যাব পরীক্ষা হয়েছে। তাদের মধ্যে ৭,৭,৭১৫ জনের আর্টিজেন টেস্ট হয়েছে। বাকিদের আর্টিপিসিআর পদ্ধতিতে পরীক্ষা হয়। এদিন করোনা মুক্ত হয়েছেন ৭৪ জন। বৃধবার পশ্চিম জেলায় ৪৮৭ জন পজিটিভ রোগী শনাক্ত হয়েছেন। এছাড়া সিপাহিজলায় ৩৮, খোয়াই-এ ৫২, গোমতীতে ২৮, দক্ষিণে ৪২, ধলাইয়ে ৪৪, উনকোটিতে ৪৪ এবং উত্তর জেলায় ●এরপর দুইয়ের পাভায়

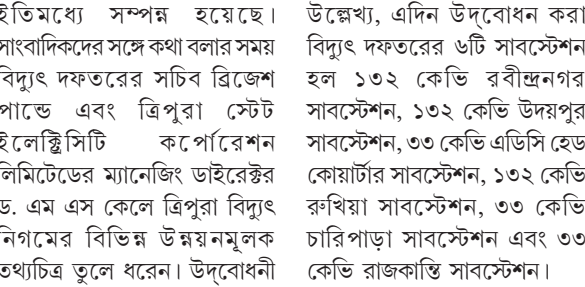
গৃহবধূর গলায় দড়ি আমবাসায় চাঞ্চল্য

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, আমবাসা, ১২ জানুয়ারি।। বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হওয়ার তিন মাসের মাথায়ই স্বামীগৃহে গলায় দড়ি দিয়ে আত্মহত্যা করল এক নববধূ। তীর চাঞ্চল্যকর এই ঘটনা ঘটে আমবাসা সদর এলাকা সংলগ্ন কেকমাছড়া গ্রামে। আত্মহনকারী নববধূর নাম সুপ্রিয়া বিশ্বাস (১৯)। স্বামী রাখাল গুপ্ত বৈদ্য। মঙ্গলবার সন্ধ্যা রাতে অথবা বৃধবার ভোরের দিকে কোন এক সময়ে সে রাস্তায় গিয়ে গলায় দড়ি দিয়ে। বৃধবার ভোর ৫টা নাগাদ বাড়ির লোকজন রাস্তায়ের গৃহবধূর খুঁজ দ্দেহ দেখতে পেয়ে আমবাসা থানায় খবর দেয়। অতঃপর পুলিশ গিয়ে মৃতদেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য ধলাই জেলা হাসপাতালের মর্গে পাঠায়। জানা যায়, বিয়ের মাসখানেক পর থেকে নতুন পরিবেশে মানিয়ে নেওয়াতে কষ্ট করে পারিবারিক কিছু অশান্তি থাকলেও তা আত্মহত্যার পর্যায়ে ছিল না। মেয়ের এই আত্মহত্যার খবর পেয়ে তেলিয়ামুড়ার কৃষ্ণপুর থেকের তৎক্ষণাৎ ছুটে আসে পিতা নিতাই বিশ্বাস এবং মা শেফালী বিশ্বাস। তারা পুলিশকে জানায় মঙ্গলবার রাতের মধ্যে মোবাইল ফোনে যোগে তাদের সাথে দীর্ঘসময় আলাপচারিতা করেছে। এবং তা খুব তাড়াতাড়ি ছিল। এরপর যে কি হল তা তাদের বোধগম্য হচ্ছে না। তারা আরো বলেন যে মেয়ের শ্বশুরবাড়ির লোকজন খুবই ভালো, তাদের বিরুদ্ধে কোন অভিযোগ জানানোর প্রসই উঠে না। পুলিশ আপাতত অস্বাভাবিক মৃত্যুর মামলা নিয়ে তদন্ত শুরু করেছে।

৬টি সাবস্টেশনের উদ্‌বোধন

প্রেস রিলিজ, সোনামুড়া, ১২ জানুয়ারি ।। ত্রিপুরা রাজ্য বিদ্যুৎ নিগম লিমিটেডের উদ্যোগে বৃধবার সোনামুড়া মহকুমা এলাকার ৬টি সাবস্টেশনের উদ্‌বোধন করেন উপমুখ্যমন্ত্রী তথা বিদ্যুৎমন্ত্রী বীষ্ণু দেববর্মা। উদ্‌বোধনের পর উপমুখ্যমন্ত্রী রাজ্যের মানুষকে সঠিক বিদ্যুৎ পরিষেবা প্রদান করার লক্ষ্যে রাজ্য সরকারের বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কর্মসূচিগুলি সাংবাদিকদের কাছে তুলে ধরেন। তিনি বলেন, বর্তমান রাজ্য সরকার এ রাজ্যের সাধারণ মানুষের কাছে সন্তুভাবে বিদ্যুৎ পরিষেবা পৌঁছে দেওয়ার লক্ষ্যে অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে কাজ করে চলছে। তিনি জানান, বিদ্যুৎ এর মাগুল না বাড়িয়ে স্বাভাবিকভাবে বিদ্যুৎ পরিষেবা চালু রাখার লক্ষ্যে বিদ্যুৎ নিগম নতুন দিশা নিয়ে কাজ করে চলেছে। তিনি জানান, এরাজ্যের বিভিন্ন এলাকাতে এখন পর্যন্ত ১২ হাজার সোলার স্টিট লাইট বসানো হয়েছে এবং আরও ১৫ হাজার সোলার স্টিট লাইট বসানোর উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। সাধারণ মানুষকে বিদ্যুৎ পরিষেবা প্রদান করার লক্ষ্যে এখন পর্যন্ত ১ লক্ষ ৩৬ হাজার পরিবারকে

সৌভাগ্য বিদ্যুৎ যোজনার আওতায় বিদ্যুৎ সংযোগ দেওয়া হয়েছে। এছাড়া রাজ্যের বিভিন্ন এলাকায় বিদ্যুৎ পরিষেবার কাজ আরও উন্নত করে তোলার জন্য ৩২টি সাবস্টেশন নির্মাণের লক্ষ্যমাত্রা নিয়েছে এবং এর মধ্যে ২০টি সাবস্টেশন নির্মাণের কাজ



ইতিমধ্যে সম্পন্ন হয়েছে। সাংবাদিকদের সঙ্গে কথা বলার সময় বিদ্যুৎ দফতরের সচিব ব্রিজেশ পাণ্ডে এবং ত্রিপুরা স্টেট ইলেক্ট্রিসিটি কর্পোরেশন লিমিটেডের ম্যানেজিং ডিরেক্টর ড. এম এস কেলি ত্রিপুরা বিদ্যুৎ নিগমের বিভিন্ন উন্নয়নমূলক তথ্যচিত্র তুলে ধরেন। উদ্‌বোধনী

অনুষ্ঠানে অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন কেন্দ্রীয় সামাজিক ন্যায় ও ক্ষমতায়ণ মন্ত্রকের প্রতিমন্ত্রী প্রতিমা ভৌমিক, সিপাহিজলা জিলা পরিষদের সভাপতিত সুপ্রিয়া দাস দত্ত, বিধায়ক সুভাষ দাস এবং সোনামুড়া মহকুমার মহকুমা শাসক রতন ভৌমিক সহ বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ।

চিঠি দিলেন মানিক

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, আগরতলা, ১২ জানুয়ারি।। দেরি হল, তবে তিনি কথা বললেন। বিরোধী দলনেতা মানিক সরকার এলজিবিটিকেউ অংশের চারজনের থানায় হেনস্থা করার বিষয়ে মুখ্যমন্ত্রীকে চিঠি দিয়ে ব্যবস্থা নেওয়ার দাবি জানিয়েছেন। শুধু পুলিশের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়াই নয়, এলজিবিটিকেউ নাগরিকদের ‘স্বাধীনতা,সন্ত্রম, নিরাপত্তা নিশ্চিত’ করার জন্যও তিনি লিখেছেন। বিরোধী দলনেতা লিখেছেন, চারজন এলজিবিটিকেউ অংশের নাগরিককে ৮ জানুয়ারি রাতে পশ্চিম আগরতলা ও পশ্চিম আগরতলা মহিলা থানায় মানসিক ও শারীরিকভাবে নির্যাতন, হেনস্থা করা হয়েছে, তাতে বিরোধীরা ‘সন্তুষ্ট, লজ্জিত এবং ক্ষুব্ধ’। এটা রাষ্ট্রীয় শক্তির অপব্যবহার। সেই দৃষ্টে থানার ওসিকে সরিয়ে দিতে বলেছেন মানিক। তাছাড়া উদ্‌তালার সচিব পর্যায়ের কাউকে দিয়ে তদন্ত করানোর দাবি রেখেছেন। তদন্ত প্রক্রিয়ায় পুলিশকে বাইরে রাখার কথাও বলেছেন তিনি।এলজিবিটিকেউ’র ওই চারজনও থানায় অভিযোগ জানিয়েছেন। অভিযোগে সাংবাদিক, সবদামাধ্যমকেও অভিযুক্ত করা হয়েছে। সিপিআই(এম এল)ও এই ব্যাপারে দোষীদের শাস্তির দাবি রেখেছে। তাদের রাজ্য সম্প্রদায় কর্তৃক নির্যাতন ও রাপান্তরকারীদের ব্যক্তিগত জীবনে নজরদারি ও তাদের উপর আনানবিক পুলিশ নির্যাতন ও রাতভর হেনস্থার কলঙ্কজনক ঘটনার তীর নিন্দা ও প্রতিবাদ জানায় এবং দোষীদের শাস্তি চায় সিপিআই(এমএল)। নাগরিক সমাজকে প্রতিবাদে সোচ্চার হতে আহ্বান জানাই।’

আহ্বান জানান। এলজিবিটি ও রদপান্তরকারী সম্প্রদায়ের চারজনকে পুলিশ বেআইনিভাবে গ্রেফতার করে পশ্চিম আগরতলা থানা ও পশ্চিম আগরতলা মহিলা থানায় আটক করে পুলিশ আধিকারিকরা তাদের উপর শারীরিক ও মানসিক নির্যাতন চালায় এবং রাতভর হেনস্থা করেছে। এই ঘটনা অত্যন্ত অমানবিক ও রাজ্যের কৃষ্টি, সংস্কৃতির ইতিহাসে এক বিরল কলঙ্কজনক অধ্যায়। ‘আমরা এলজিবিটি ও রদপান্তরকারী সম্প্রদায়ভুক্ত নাগরিকদের ব্যক্তিগত স্বাধীনতার উপর ধরনেরনগ্ন হস্তক্ষেপ এবং তাদের একান্ত ব্যক্তিগত জীবনে ও পরিসরে এইধরনের বেআইনি নজরদারির বিরুদ্ধে তীর প্রতিবাদ করছি। তাদের বেআইনিভাবে থানায় আটক করে সারা রাত ধরে তাদের উপর রাষ্ট্রীয় রক্ষীবাহিনী কর্তৃক এইভাবে বর্বর শারীরিক ও মানসিক নির্যাতন করা ও হেনস্থা করার তীর নিন্দা করছি। সম্প্রতি দেশ জুড়ে ও রাজ্যে নাগরিকদের ব্যক্তিগত স্বাধীনতা ও ব্যক্তিগত পরিসরে রাষ্ট্রের অত্যাচার ও বেআইনি হস্তক্ষেপ ও নজরদারি তীরতর ও অসহনীয় হয়ে উঠেছে। তাছাড়া রাষ্ট্রীয় ও সামাজিক জীবনে রূপান্তরকারীরা আজও চরমভাবে লাঞ্চিত, বঞ্চিত ও অবহেলিত এবং নির্মমভাবে সামন্ততান্ত্রিক পিতৃতান্ত্রিকতার শিকার। ‘অমানবিক ও বর্বর হস্তক্ষেপ, নজরদারি ও নিপীড়ন কাণ্ডে অভিযুক্ত অপরাধীদের ও পুলিশ আধিকারিকদের আইনানুগ যথোপযুক্ত শাস্তির দাবিতে সমস্ত নাগরিক সমাজকে সোচ্চার হতে ও প্রতিবাদে এগিয়ে আসতে আহ্বান জানাই।’

নেতা ও আমলাদের আয়না

দেখালো বাজার সম্পাদক

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, আমবাসা, ১২ জানুয়ারি।। এটা ২০২২ সাল। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির ভাষায় ডিজিটাল ভারত। এই ভারতের আর্থনির্ভর মানুষ যে শাসক দলের দোর্দন্ডপ্রতাপশালী নেতা হউক আর প্রশাসনের জাঁদরেরল আধিকারিক আয়না দেখায়ের প্রশ্নে যে কাউকেই বিদ্যুৎ দেহাত করে না তারই এক উজ্জ্বল ছবি বৃধবার সন্ধ্যায় দেখা গেলো আমবাসা বাজারে।কোভিড বিধি অনুযায়ী বৃধবার সকাল থেকে আমবাসা বাজারে মহকুমা প্রশাসনের সীমাহীন বাড়াবাড়ির জেরে সন্ধ্যায় কয়েকশত ব্যবসায়ীর ক্ষোভ মারমুখী রূপ নিয়ে দক্ষযজ্ঞ বাঁধালে তাদের শান্ত করতে আমবাসা পুর পরিষদের ভাইস চেয়ারম্যান তথা প্রভাবশালী বিজেপি নেতা গোপাল সুব্রধর এবং জেলা বিজেপির সহ-সভাপতি চন্দন ভৌমিক আমবাসা থানার ওপি সহ বিশিষ্টজনেরা যখন এগিয়ে এলেন তখন অত্যন্ত সাহসিকতার সাথে প্রথমেই তাদের আয়না দেখালেন আমবাসা বাজার

কমিটির সম্পাদক অমৃত রায়। উনার প্রথম প্রশ্ন হাজার হাজার মানুষ নিয়ে রাজ নেতাদের সমাবেশে কি করোনা ছড়ায় না? এক্ষেত্রে সাহসী অমৃতবাবুর ইঙ্গিত যে সরাসরি দেশের প্রধানমন্ত্রী ও রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীর দিকেই ছিল তা



অবশ্য পরিষ্কার। আর একারণেই নেতা বা আধিকারিকরা এই প্রশ্ন এড়িয়ে গিয়ে সমাধানের পথ খুঁজছে। তবে সহস্র মানুষের ভিড়ে বাজার সম্প্রদায়ের একটি মাত্র প্রশ্ন যে ক্ষুব্ধ মানুষকে আরো কতটা তীতিয়ে দিয়েছে তা নেতারা তৎক্ষণাৎই টের পেয়েছে। ঘটনার সূত্রপাত এদিন সকাল থেকেই। মহকুমা প্রশাসনের বদমেজাজী

ডিসিএম প্রসেনজিৎ মালগার যার বিরুদ্ধে সাধারণ মানুষের সাথে পশুসুলভ আচরনের হাজারো অভিযোগ। বহুবার পত্রপত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছে সে স্বাস্থ্য দফতরের লোকজন ও পুলিশ নিয়ে এসে গোটা বাজারে যাকে পাচ্ছে

তাকেই ধরে ধরে কোভিড টেস্ট শুরু করে। সংক্রান্তির বাজারে ব্যস্ত কোকানি থেকে গুরুর কচর যানবাহনের যাত্রী কাউকেই ছাড় দেয়নি সে। এ যেন এক নতুন পাগলামি, যা দেখে সংক্রান্তির বাজার নিতে আসা জজিৎজানিত মানুষ পালাতে থাকে। সারাদিন এভাবে চলার পর সন্ধ্যায় এদের তাগুব ●এরপর দুইয়ের পাভায়

‘ফুটপাথ ব্যবসায়ীদের ভেসে যেতে দেবেন না’

প্রতিবাদী কলম প্রতিিনিধি, আগরতলা, ১২ জানুয়ারি ।। ফুটপাথ ব্যবসায়ীদের ভেসে যেতে দেবেন না। আগরতলা পুরনিগম মেয়রের উদ্দেশে এমন বার্তাই রাখলেন শহরের ফুটপাথ ব্যবসায়ীরা। যাদের ঠেলা নৈই,টুলি নৈই তারা মহাবিপদে পড়েছেন। পুর সংস্থার নির্বাচনের আগে কথা দিয়েছিলেন বর্তমান মেয়র সাহেব— আগরতলাকে জবরদখল মুক্ত করবেন। আপাতত দুর্বলদের দিয়ে শুরু করেছেন তিনি। সবলদের দিকে এগোবেন কিনা সময় তা বলাবে। তবে শহরের বুকে হরিগঙ্গা বসাক রোডের একটা অংশ, শকুন্তলা রোডের একটা অংশ এদিন জবরদখল মুক্ত হয়। তার চেয়ে বড় কথা ফুটপাথে যারা সামগ্রী রেখে ব্যবসা করতেন তাদের দিকে অবশ্যই নজর দেওয়া হয়েছে। ফুটপাথগুলোকে জবরদখল মুক্ত করার লড়াই শুধু শুরু হলো তাই নয়, বড় বড় ব্যবসায়ীরা যারা এই ফুটপাথকে ব্যবহার করে ব্যবসা করতেন তাদেরকেও সতর্ক করা হলো। তাদের ব্যবসার সামগ্রী ফুটপাথ থেকে সরাতে বাধ্য করা



হলো। অবশ্যই কৃতিত্ব জাহির করছেন আগরতলা পুরনিগমের মেয়র দীপক মজুমদার। কিন্তু ফুটপাথ কতদিন এমন স্বাভাবিক থাকবে? কত দিন সাধারণ মানুষের জন্য ফুটপাথ উন্মুক্ত থাকবে? তা অবশ্যই সময় বলবে। হকার্স এদিনের ভেতরের যাওয়ার রাস্তায় দোকানিরা সামগ্রী রেখে দেয়।

তাতে করে বলা হচ্ছে এই ব্যবসায়ীদের বিপদ হলে ফায়ার সার্ভিস কিংবা অন্যান্য যানবাহন প্রবেশ করতে পারবে না। মেয়র বললেন যদি দুর্ঘটনা ঘটে তাহলে এসব সামগ্রী সরিয়ে যেতে হবে ভেতরে। সব মিলিয়ে বলা যায়, এদিন সকাল থেকে পুরনিগম অভিযান সংগঠিত করেছে। শহরকে

জবরদখলমুক্ত করার লড়াই শুরু হয়েছে। তবে কিছু কিছু ব্যবসায়ী রয়েছেন সামনে ফুটপাথ ব্যবসায়ীদের বসিয়ে তাদের কাছ থেকে কমিশন নিচ্ছে। আবার ক্ষমতা দেখিয়ে ফুটপাথকে নিজেদের মতো করে ‘স্থায়ী সম্পদ’ বানিয়ে ফেলেছে একাংশ ব্যবসায়ী। তাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিতে

পারবেন কি মেয়র? এদিকে সকালে বিভিন্ন জায়গায় এএমসি টাস্ক ফোর্স অভিযান সংগঠিত করে মানুষের চলার জন্য ফুটপাথকে মুক্ত করেছে। এই অভিযান চলাবে আগামীদিনেও। ত্রিপুরা ফুটপাথ হকার সংগ্রাম সমিতির রাজ্য সভাপতি বিপ্লব কর বলেছেন, ২০১৪ সালের স্ট্রিট ভেন্ডার অ্যাক্ট অনুসারে ফুটপাথ ব্যবসায়ীদের জন্য চার চাকার টুলি ও লাইসেন্স থাকতে হবে। তার জন্য আগরতলা পুরনিগম বিভিন্ন সময় উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। কেউ কেউ সেই উদ্যোগে সাড়া দিচ্ছে না। প্রত্যেকের জন্য থাকতে হবে টুলি বা চার চাকার ঠেলা কিংবা লাইসেন্স। যেটা আগরতলা শহরের মধ্যে হকার জোন করা হয়েছে। এই হকার জোনগুলির মধ্যে রয়েছে অফিস লেনের উত্তর অংশ, জ্যাকশন গেট থেকে আইজিএম চৌমুহনীর উত্তর অংশ কভার্ড ড্রেনের উপর, শিশু উদ্যান থেকে রবীন্দ্রভবন দুর্গাবাড়ির দক্ষিণ অংশ, রবীন্দ্রভবন থেকে ওরিয়েন্ট চৌমুহনি, রবীন্দ্রভবন চৌমুহনি থেকে জগন্নাথবাড়ি,

লালমাটিয়া বিপণি বিতানের সামনের অংশ, এমজি বাজারের পশ্চিম অংশ, নেতাজি চৌমুহনি থেকে গান্ধীঘাট উত্তর অংশ, এসবিআই মেলারমাঠ থেকে উড়ালপুল উত্তর অংশ, আবার এসটি কর্পোরেশন থেকে লেক চৌমুহনি বাজার উত্তর অংশ। এভাবে শহরের প্রত্যেক রাস্তাগুলো কোথায় ফুটপাথ ব্যবসায়ীদের জন্য ব্যবসা করার সুযোগ থাকছে সেগুলো নির্দিষ্ট করে রাখা হয়েছে। প্রত্যেক জোনের অন্তর্গত জায়গায় নির্দিষ্ট করে রাখা হয়েছে ফুটপাথ ব্যবসায়ীদের জন্য। বিপ্লব কর বলেছেন, কোথাও কোথাও এএমসি’র ভেড়ার কমটির সুপারিশ কার্যকর করা হয়েছে। কেউ যদি সুনির্দিষ্ট সময়ে লাইসেন্স করতে না পারে তার জন্য পুরনিগম উদ্যোগ নিয়েছে। আবার গতকাল থেকেই অনেকে যোগাযোগ বাড়িয়েছেন, তবে যাদের উচ্ছেদ করা হয়েছে তাদের লাইসেন্স বা স্ট্রিট ভেন্ডার অ্যাক্ট অনুসারে টুলি বা চার চাকার ঠেলা নৈই। বিপ্লব কর মনে করেন, পুরনিগমের মেয়র যে উদ্দেশ্য নিয়েছেন সেটা ভালো। তিনি



বলেছেন, এই সময়ের মধ্যে আগরতলা পুরনিগমে ২৭৩৮জন স্ট্রিট ভেন্ডার রয়েছে। তার মধ্যে ৬৮৬জন করোনா পরিস্থিতিতে অন্য পেশায় চলে গেছেন। ২ হাজারেরও বেশি এই ফুটপাথ ব্যবসায়ী রয়েছেন। তাদের জন্য কেন্দ্রীয় সরকারের সুযোগ আছে। ১০ হাজার টাকা পেতে পারেন। তবে তা ঋণ হিসাবে। যারা মাধ্যমিক পাশ তাদের জন্য এক লক্ষ থেকে দু’লক্ষ টাকা পাওয়ার সুযোগ রয়েছে। বিপ্লব করের দাবি,

যারা সুযোগ পাননি তাদের জন্য তারা উদ্যোগ গ্রহণ করবেন। মেয়র কথা দিয়েছেন, সকলের জন্য লাইসেন্স দেওয়ার উদ্যোগ নেবেন। কিন্তু মেয়র সাহেব কি পারবেন হকার্স-সহ হরিগঙ্গা বসাক রোড, শকুন্তলা রোডের বিস্তীর্ণ এলাকার রাস্তা দখল করে যারা যানবাহন রাখছেন তাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিতে? শহরের ক্রেতা সাধারণের জন্য যানবাহন রাখার সুবন্দোবস্ত কবে করবেন মেয়র দীপক মজুমদার?

টিজিটিএ’র উদ্বেগ

প্রতিবাদী কলম প্রতিিনিধি, আগরতলা, ১২ জানুয়ারি ।। টিজিটিএ’র তরফে উদ্বেগ প্রকাশ করা হয়েছে করোনা সংক্রমণের হার বৃদ্ধি পাওয়ায়। সরকারি তথ্য অনুসারে পজিটিভের সংখ্যা বৃদ্ধি পাচ্ছে। এই বিষয়টি উল্লেখ করে সংগঠনের তরফে বলা হয়েছে, বিদ্যালয়সত্তরে তৃতীয় থেকে অষ্টম শ্রেণির বাচ্চাদের পরীক্ষা চলছে। এই সময়ে শিক্ষা দফতরকে বিষয়টি সম্পর্কে গুরুত্ব সহকারে ভাবতে হবে। রাজ্যে কোভিড-১৯ সংক্রমণের হার অত্যধিক হারে বৃদ্ধি পেয়েছে। সরকারি তথ্য অনুযায়ী গতকাল যেখানে সারাদিনে মোট ৫৭৯ জন সংক্রমিত হয়েছিল সেখানে বুধবার সকালে প্রথম বেলাতেই সংক্রমিত হয়েছেন ৭৮৩জন। পজিটিভ রোট গতকালের ৭.০৯ শতাংশ থেকে বেড়ে ৯.১৮ শতাংশ হয়ে চলেছে। এর মধ্যে বিদ্যালয়সত্তরে তৃতীয় এবং

অষ্টম শ্রেণির বাচ্চাদের পরীক্ষা চলছে। উল্লেখ করা যেতে পারে তৃতীয় থেকে অষ্টম শ্রেণির ছাত্রছাত্রীদের এখনও ভ্যাকসিন দেওয়া হয়নি। ফলে এইসব কোমলমতি ছেলেমেয়েদের মধ্যে ব্যাপক সংখ্যায় সংক্রমণ ছড়িয়ে পড়ার আশঙ্কা থেকেই যাচ্ছে। এছাড়াও কলেজ—বিশ্ব বিদ্যালয়সত্তরেও কিছু পরীক্ষা চলছে। অধিকাংশ স্থানেই শিক্ষক স্বাস্থ্য এবং পরিকাঠামোগত দুর্বলতার জন্য যথাযথভাবে কোভিড প্রোটোকল মানাও সম্ভব হচ্ছে না। এর ফলে সমিতি মনে করে এই অবস্থায় পরীক্ষাগুলি চালিয়ে যেতে অন্যান্য রাজ্যের মত ব্যাপক সংখ্যায় ছাত্র-শিক্ষকরা সংক্রমিত হতে পারেন। তাই সমিতি রাজ্য সরকারের কাছে দাবি জানাচ্ছে অনতিবিলম্বে কোভিড পরিস্থিতির উন্নতি না হওয়া পর্যন্ত স্কুল, কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয়ের সকল

পরীক্ষাসমূহ আপাতত স্থগিত রাখার জন্য এবং পরিস্থিতির উন্নতি হলে স্থগিত পরীক্ষাগুলি পুনরায় নেওয়া যেতে পারে এবং সর্বপ্রাথমীয় স্তরের যে সকল পরীক্ষা এই সময়ে হবার কথা সেগুলি ছাত্রছাত্রীদের কথা মাথায় রেখে যথাযথ কোভিড বিধি মেনে নেওয়ার ব্যবস্থা করতে। এছাড়াও সমিতি এই উদ্বেগজনক পরিস্থিতিতে অফলাইন ক্লাশগুলিও আপাতত স্থগিত রাখার দাবি জানাচ্ছে রাজ্যের ছাত্রছাত্রীদের সুরক্ষার জন্য। তবে বিভিন্ন ক্ষেত্রে স্বাস্থ্য বিধি মেনেই সব কিছু হচ্ছে বলে প্রচার হলেও বাস্তবিক বিষয়গুলো যেনো অনেক কিছুর জানান দিচ্ছে।



চড়িলামে ফায়ার স্টেশন নির্মাণের দাবি

প্রতিবাদী কলম প্রতিিনিধি, চড়িলাম, ১২ জানুয়ারি।। রাজ্যের বিভিন্ন স্থানে প্রায়শই বিধ্বংসী অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা ঘটে চলেছে। তাতে সর্বস্বান্ত হয়ে পড়েছে অনেক পরিবার। দীর্ঘদিন ধরে ফায়ার স্টেশন নির্মাণের দাবি করে আসলেও সেই দাবি পূরণ হয়নি জনগণের। আর তাতে গভীরভাবে চিন্তিত রয়েছে সংশ্লিষ্টরা। তাই অতি দ্রুত ফায়ার স্টেশন নির্মাণের দাবি জানালো চড়িলামবাসী। রাজনৈতিকভাবে রাজ্যে অনেক পালাবদল হলেও এখনো পর্যন্ত সেই দাবি পূরণ হয়নি চড়িলামবাসীদের। চড়িলাম এলাকায় যেকোনো ধরনের অগ্নিকাণ্ড ঘটলে বিশালগড় এবং বিশ্রামগঞ্জ থেকে ফায়ার সার্ভিসের কর্মীরা ঘটনাস্থলে আসতে প্রায় ২৫ থেকে ৩০ মিনিট সময় লাগে যায় বলে এলাকাবাসীরা জানায়।

এর ফলে ঘটনাস্থলে ফায়ার সার্ভিসের কর্মীরা আসতে আসতেই অগ্নিকাণ্ডের জেরে ধ্বলিয়ায় হয়ে যায় সবকিছুই। চড়িলামের নাগরিকদের জীবন এবং সম্পত্তি রক্ষার স্বার্থে অতি দ্রুত চড়িলাম ফায়ার স্টেশন নির্মাণের দাবি জানিয়েছে জনগণ। উক্ত এলাকার বিভিন্ন স্থানে পেট্রোল পাম্প, গ্যাস এজেন্সি ইলেকট্রিক অফিস ইত্যাদি গড়ে উঠেছে। পাশাপাশি চড়িলাম বাজারে ব্যবসায়ীদের দোকান রয়েছে। এসব দিক বিবেক বিবেচনা করে অতিসত্ত্বর ফায়ার স্টেশন নির্মাণের দাবি জানিয়েছেন চড়িলামবাসীরা। অতি দ্রুত নাগরিকরা এলাকার বিধায়ক তথা রাজ্যের উপমুখ্যমন্ত্রীর কাছে চড়িলামে ফায়ার স্টেশন নির্মাণের দাবি জানাবেন বলে এলাকার জনগণ জানিয়েছেন।

জাতীয় যুব দিবস



প্রতিবাদী কলম প্রতিিনিধি, আগরতলা, ১২ জানুয়ারি ।। আগরতলা-সহ গোটা রাজ্যেই জাতীয় যুব দিবস পালন করা হয়। বিবেক উদ্যানে ১২ জানুয়ারি দিগসতি যুব দিবস অর্থাৎ স্বামী বিবেকানন্দের জন্মদিন হিসাবে রামকৃষ্ণ মিশনের উদ্যোগে পালন করা হয়েছে। এই আয়োজনে উপস্থিত ছিলেন আগরতলা রামকৃষ্ণ মিশনের সম্পাদক শুভকরানন্দ

মহারাজ-সহ অন্যান্যরা। সরকারি-বেসরকারি উদ্যোগে এই আয়োজন ছিল আগরতলা-সহ রাজ্যের বিভিন্ন জায়গায়। ছাত্র যুব ভবনে যুব দিবসে রক্তদান শিবিরের আয়োজন করা হয় এসএফআই ও ডিওয়াইএফআই’র উদ্যোগে। এদিন স্বামী বিবেকানন্দের জন্ম, সুধন দাস-সহ অন্যান্যরা উপস্থিত থেকে স্বামীজীর প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করেন।

অল ইন্ডিয়া ডিএসও-সহ বিভিন্ন সংগঠনের উদ্যোগে আগরতলায় ছিল সার্ব্বাঙ্গী অর্পণ কর্মসূচি। এদিকে, আশ্বিন্দকর ভবনে স্বামীজীর জন্মদিনে শ্রদ্ধা নিবেদন কর্মসূচি আয়োজন করা হয়েছে। এই পর্বে ত্রিপুরা তপসিলা জাতি সমন্বয় সমিতির সাধারণ সম্পাদক, সুধন দাস-সহ অন্যান্যরা উপস্থিত থেকে স্বামীজীর প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করেন।

কনস্টেবল নিয়োগে করোনার প্রকোপ

প্রতিবাদী কলম প্রতিিনিধি, আগরতলা, ১২ জানুয়ারি।। ত্রিপুরা পুলিশের কনস্টেবলের নিয়োগ র্যালি তিন জেলায় পিছিয়ে গেল। করোনার নাম করেই বুধবার তিন জেলার নিয়োগ র্যালি পিছিয়ে দিয়েছে ত্রিপুরা পুলিশ। কিন্তু সবচেয়ে বেশি করোনা আক্রান্ত পশ্চিম জেলা সহ পাঁচ জেলায় নিয়োগ র্যালি অপরিবর্তিত রাখা হয়েছে। এনিরে প্রশ্ন তুলেছেন বয়স্ক যুবক-যুবতিরা। করোনা শুধুমাত্র দক্ষিণ, গোমতী এবং সিপাহিজলায় প্রভাব ফেলেছে অনেকে হাস্যকর অভিযোগ তুলেছে। গত কয়েকদিন ধরেই পশ্চিম জেলায় করোনা আক্রান্তের সংখ্যা বেড়ে চলেছে। ভয়াবহ অবস্থা তৈরি হলেই আগরতলায়। এই পরিস্থিতিতে টেটের কাগজপত্র

পরীক্ষা করা বন্ধ রাখা হয়েছিল। বন্ধ হচ্ছে মিছিল, মিটিং। এক জায়গায় যাতে বেশি লোক জড়ো না হয় তার জন্য চেষ্টা চলছে। অথচ এই পশ্চিম জেলাতেই সময়মতো নিয়োগ র্যালি করানোর পরিকল্পনা রেখেছে রাজ্য পুলিশ। কিন্তু পিছিয়ে দেওয়া হলো দক্ষিণ সহ তিনটি জেলার নিয়োগ র্যালি। পশ্চিম জেলা ছাড়াও খোয়াই, ধলাই, উনকোটি এবং উত্তর ত্রিপুরা জেলায় নিয়োগ প্রক্রিয়া চলবে। ১৭ জানুয়ারি থেকে সিপাহিজলা, গোমতী এবং দক্ষিণ জেলায় পুলিশের কনস্টেবলের নিয়োগ র্যালি শুরু হওয়ার কথা ছিল। গত ৬ জানুয়ারি রাজ্য পুলিশে ৫০০ জন কনস্টেবল নেওয়ার বিজ্ঞপ্তি জারি করা হয়। এর মধ্যে ভালো সংখ্যায় মহিলা কনস্টেবল নেওয়ার ঘোষণা দেওয়া হয়। ৮

জেলায় নিয়োগ র্যালির তারিখ এবং স্থান ঘোষণা করা হয়েছিল। কিন্তু গত কয়েকদিন ধরে রাজ্য ব্যাপক হারে বেড়েছে করোনা আক্রান্ত। পশ্চিম জেলায় ইতিমধ্যেই অ্যান্ডিভ রোগীর সংখ্যা ছাড়িয়ে গেছে এক হাজারের উপর। এই পরিস্থিতিতে পশ্চিম জেলায় নিয়োগ র্যালি পিছিয়ে যাওয়ার কথা ছিল। আগেও ২০১৯ সালে শুরু হওয়া উত্তর ত্রিপুরা জেলায় নিয়োগ প্রক্রিয়া চলবে। ১৭ জানুয়ারি থেকে সিপাহিজলা, গোমতী এবং দক্ষিণ জেলায় পুলিশের কনস্টেবলের নিয়োগ র্যালি শুরু হওয়ার কথা ছিল। গত ৬ জানুয়ারি রাজ্য পুলিশে ৫০০ জন কনস্টেবল নেওয়ার বিজ্ঞপ্তি জারি করা হয়। এর মধ্যে ভালো সংখ্যায় মহিলা কনস্টেবল নেওয়ার ঘোষণা দেওয়া হয়। ৮

আজকের দিনটি কেমন যাবে

মেঘ**:** দিনটিতে মেঘ রাশির পক্ষে শুভ। কর্মভাব শুভাশুভ বলা যায়। ব্যবসা ভালো হবে। তবে শত্রুতার ঝগে দেখা যায়। অর্থ যেমন আতঙ্কিত হতে পারে। শরীর ও স্বাস্থ্য ভালো থাকলেও চলাফেরায় সাবধানতা দরকার।

বৃষ**:** দিনটিতে এই রাশির জাতক-জাতিকারের শরীর মোটামুটি ভালোই যাবে। তবে মানসিক উদ্বেগ ও অকারণে ভয় দিনটিতে দেখা দিতে পারে। কর্মভাব ভালো-মন্দ মিশিয়ে চলবে। ব্যবসা ভালোই হবে। তবে ব্যবসায় শত্রুতার ঝগে দেখা যায়।

মিথুন**:** দিনটিতে মিথুন রাশির জাতক-জাতিকারের জন্য কর্মভাব শুভ বলা যায়। তবে আর্থিক উন্নতির পথে বারবার বাধা আসবে। অকারণে দৃষ্টিচ্যুত দেখা দেবে। প্রেম-প্ীতির ক্ষেত্রে সাবধানে চলা দরকার।

কর্কট**:** দিনটিতে কর্মভাব মিশ্র ফল দেবে। ব্যবসা ভালো হবে। তবে পার্চনার থাকলে মনোবলো হতে। দিনটিতে কাজের চাপ মানসিক আশান্তির কারণ হতে পারে। তা সত্ত্বেও কর্মক্ষেত্রে ও সামাজিক ক্ষেত্রে যশ বৃদ্ধির যোগ আছে।

সিংহ**:** দিনটিতে আয়-ব্যয়ের ভারসাম্য থাকবে। চাকরিস্থানে নিজের দক্ষতা বা পরিশ্রমের কিছুটা স্বীকৃতি পাওয়া যাবে। তবে দিনটিতে মানসিক উত্তেজনা দমন করে চলতে চেষ্টা করবেন নতুবা সহকর্মীরা আপনার ক্রোধের সুযোগে সমস্যা সৃষ্টি করবে।

কন্যা**:** ব্যবসায়ীদের জন্য দিনটিতে নানান সুযোগ আসবে। চাকরিজীবীদের অতিরিক্ত মানসিক চাপ এবং দায়িত্বশনিত কারণের দৃষ্টিভঙ্গি থাকতে হবে। আর্থিক চাপ থাকবে। দিনটিতে নার্সাসেন্স, টেনশনের কারণে মাথা ধরার সমস্যা ভোগ করবেন।

তুলা**:** চোট আঘাত লাগার সম্ভাবনা থাকবে। চলাফেরায় সতর্ক

থাকতে হবে দিনটিতে। ব্যবসা সুদ্রে উপার্জন বৃদ্ধি পাবে। চাকরিজীবীদের ক্ষেত্রে দিনটি শুভ। স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে ভুল বোঝাবুঝি সৃষ্টি হতে পারে। তাদের মানসিক শান্তি বিঘ্নিত হবে উভয়ের।

বৃশ্চিক**:** দিনটিতে যাই করুন চিন্তা ভাবনা করে করবেন। ব্যবসায়ীদের জন্য দিনটি তেমন শুভ নয়। ব্যবসা নিয়ে কিছু না কিছু সমস্যা থাকবে। চাকরিজীবীদের জন্য দিনটি শুভ। তবে কারও চাপে কোনো কিছু করবেন না। অন্যথায় সমস্যা আরও বাড়তে পারে। দাম্পত্যজীবন খুবই কষ্টকর।

ধনু**:** দিনটিতে শরীর ও স্বাস্থ্য ভালোই থাকবে। তবে আপনি যথেষ্ট চমকনে থাকবেন। দিনটিতে একটু নজর রাখতে হবে পায়ের পাতা আরোও একটু ওপরের দিকে। মচকে যাওয়া হঠাৎ বাধা পায়ের মোগা লক্ষ্য করা যায়। তবে বন্ধু বা শত্রু থেকে সাবধান থাকা দরকার।

মকর**:** দিনটিতে কর্মজীবী ও ব্যবসায়ীদের পক্ষে শুভ। আয়ের তুলনায় ব্যয় কম হবে। তবে রাত্রি ভাগে নানা কারণে মানসিক উত্তেজনা বৃদ্ধি পাবে। শারীরিক দুর্বলতা দেখা দিতে পারে। এর জন্য বিশেষ সাবধানতার প্রয়োজন।

কুম্ভ**:** দিনটিতে সংঘম ও ধৈর্যের প্রয়োজন সাফল্য লাভের জন্য। চাকরি ব্যবসা উভয়ক্ষেত্রেই সময় অনুকূলে। চাকরিজীবীরা দিনটিতে বিশেষ শুভ ফল ভোগ করবে। যারা আগে আপনাকে অবহেলা করত দিনটি তাদের প্রিয় হবে।

মীন**:** দিনটিতে চাকরিজীবীদের সামান্য অসহযোগিতা বাড়বে। সুনাম-সহ সাফল্যের ধারাবাহিক বৃদ্ধি পাবে। স্বাস্থ্যের প্রতি লক্ষ্য রাখা দরকার। মানসিক অস্থিরতার মধ্যে প্রতিভাগুলো টিকমত বিকশিত হবে না। মানুষের জন্য ভালো কাজ করেও প্রতিদান পাবেন না।

যুবাদের উৎসাহ দিলেন ভানুলাল

প্রতিবাদী কলম প্রতিিনিধি, খোয়াই/অমরপুর, ১২ জানুয়ারি।। ধর্মের বাঁধনে নয়, মনুষ্যত্বের বাঁধনে গড়ে উঠুক সমাজ। এই যোগানকে সামনে রেখে স্বামী বিবেকানন্দের জন্ম দিবসকে কেন্দ্র করে রক্তদান শিবিরের আয়োজন করা হয়। বুধবার ডিওয়াইএফআই খোয়াই সিপাহিজলা লোকাল কমিটির উদ্যোগে স্বামী বিবেকানন্দের ১৩০তম জন্মদিনে এই রক্তদান শিবিরের আয়োজন করা হয়। পাশাপাশি ডিওয়াইএফআই খোয়াই বিভাগীয় কমিটির উদ্যোগে আয়োজিত হয় স্বামী বিবেকানন্দের ১৩০ তম জন্মদিনে শ্রদ্ধাঞ্জলি অনুষ্ঠান। রক্তদান শিবির ও শ্রদ্ধাঞ্জলি

অনুষ্ঠানে রক্তদাতাদের উৎসাহিত করতে উপস্থিত ছিলেন বিধায়ক ভানুলাল সাহা। এছাড়া এদিনের অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন বিধায়ক নির্মল বিশ্বাস, ডিওয়াইএফআই রাজ্য সভাপতি পাশা ভৌমিক সহ অন্যান্যরা। বক্তব্য রাখতে গিয়ে বিধায়ক ভানুলাল সাহা বলেন, স্বামী বিবেকানন্দ বিশ্বের একজন শ্রেষ্ঠ মানবতাবাদী ব্যক্তি হিসেবে সুপরিচিত ছিলেন। সমাজের অবহেলিত মানুষদের মর্যাদা দেওয়ার জন্য লড়াই

করে গেছেন। এদিনের অনুষ্ঠানে উপস্থিত বক্তরা স্বামী বিবেকানন্দের কর্মজীবনের বিভিন্ন দিক তুলে ধরেন। এদিকে, ৪টি বাম ছাত্র যুব সংগঠনের উদ্যোগে অমরপুর দশরথ দেবস্মৃতি ভবনেও রক্তদান শিবির অনুষ্ঠিত হয়। সেখানে ২১ জন রক্তদান করেন। তবে সেখানে বড় মাপের কোনো নেতার উপস্থিতি দেখা যায়নি। স্থানীয় নেতারা ই রক্তদানকারীদের উৎসাহ দিয়েছেন।



অভিযুক্তদের বাঁচাতে পুলিশের ক্লিনচিট

প্রতিবাদী কলম প্রতিিনিধি, আগরতলা, ১২ জানুয়ারি।। করোনা আক্রান্ত হলেন রাজ্য পুলিশের এক আইপিএস অফিসার। সাদা পোশাকে কর্মরত এই আইপিএস অফিসার বুধবারই করোনা আক্রান্ত হয়েছেন। ট্রান্সজেন্ডার সম্প্রদায়ের ৪ জনকে হেনস্থা’র অভিযোগে পশ্চিম থানার দুই পুলিশ অফিসারকে বন্ডবন্ডী করে রাখা হয়েছে। ক্লিনচিট দেওয়ার যাবতীয় প্রস্তুতি সেেরে নিল রাজ্য পুলিশ। সিআরপিসির ১৫১ ধারায় অভিযোগ দায়েরকারী ট্রান্সজেন্ডার সম্প্রদায়ের একজনকে বন্ডবন্ডী ঠিক নয় বলে দাবি করেছে রাজ্য পুলিশ। উল্টো পুলিশকে সঠিক পথে চলার দাবি করা হয়েছে। বুধবার সকালে ত্রিপুরা পুলিশের পক্ষ থেকে এআইজি (আইন শৃঙ্খলা) সূত্রত চক্রবর্তী পুলিশের বক্তব্যের একটি অংশ হোয়াটসঅ্যাপে সংবাদমাধ্যমের কাছে তুলে ধরেন। এই বক্তব্য অনুযায়ী, গত ৮ জানুয়ারি রাত ১১টা নাগাদ পশ্চিম থানার ইনচার্জ ইনসপেকটর দেবাশিস সাহা এবং এসআই কীলান্ত ওহ খবর পেয়েছিলেন, ৪ জন মেয়েদের পোশাক পরে বটতলা এবং মেলারমাঠ এলাকায় কিছু যুবক থেকে টাকা চাইছে। এই অভিযোগ পেয়ে দুই অফিসার মহিলা পুলিশদের সঙ্গে নিয়ে বটতলায় ছুটে যান। সেখানেই ৪ জনকে মদেবলিয়ে পোশাক পরা অবস্থায় পায় পুলিশ। তাদের জিজ্ঞাসাবাদ করা হলে সন্তোষজনক জবাব দিতে পারেনি। যথারীতি তাদের সিআরপিসির ১৫১ ধারা অনুযায়ী গ্রেফতার করে পশ্চিম থানায় আনা হয়। থানায় এনে তাদের খাবার দেওয়ার কথা বলা হয়। কিন্তু তারা পুলিশের খাবার নিতে চাননি। জিজ্ঞাসাবাদে তারা স্বীকার করে, তারা সবাই পুরুষ। পরিদান সবাইকে জামিনে ছেড়ে দেওয়া হয়। যথারীতি তাদের গ্রেফতারের বিষয়টি

আদালতেও জানানো হয়। ১০ জানুয়ারি তাদের মধ্যে একজন অভিযোগ করেন, তারা ৪ জন সোনারতরী হোটেল থেকে ফিরছিলেন। মেলারমাঠ আসার পর একজন সাংবাদিক এবং কিছু পুলিশ তাদের উপর চড়াও হয়। তাদেরকে এক সাংবাদিক মানসিক নেন্দুতা করে। ৪ জনকেই পশ্চিম মহিলা থানায় এনে নগ্ন করা হয়। তাদের অভিযোগটি পশ্চিম থানায় জিডি হিসেবে গ্রহণ করা হয়েছে। জিডির নম্বর ৩১। ইনসপেকটর সুমন্ত ভট্টাচার্যকে এই ঘটনার তদন্ত করতে বলা হয়েছে। তদন্তে দেখা গেছে, তাদের অভিযোগটি ভিত্তিহীন। পুলিশ সব ধরনের আইন মেনেই ৪ জনকে গ্রেফতার করেছিল। অভিযোগকারীদের সম্পর্কে রিপোর্ট চাওয়া হয়েছে। তাদের সবক’টি থানার ওসির কাছে। পুলিশের পক্ষ থেকে সকালে এই রিপোর্ট পেশ করার পরই ব্যাপক চাঞ্চল্য তৈরি হয়েছে। অভিযোগ তোলা হচ্ছে, অভিযুক্ত পুলিশ অফিসারদের বাঁচাতে এই ধরনের রিপোর্ট তৈরি করা হয়েছে। বিরোধী দলনেতা মানিক সরকার বুধবারই মুখামন্ত্রীকে এক চিঠি দিয়ে এই ঘটনায় অভিযুক্ত পুলিশ অফিসারদের দায়িত্ব থেকে অপসারণের দাবি করেছেন। তিনি এই ঘটনার উত্তর সচিব পর্যায়ের তদন্তের দাবি তুলেছেন। একই সঙ্গে এলজিবিটি ভুক্ত নাগরিকদের স্বাধীনতা ও নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে সরকারের কাছে দাবি করেছেন। এই ঘটনার পর বিভিন্ন মানবাধিকার সংগঠনগুলি ঘটনার সূচ্য তদন্তের দাবি তুলেছে।

এই পরিস্থিতির মধ্যেই অভিযুক্ত পুলিশ অফিসার এবং সাংবাদিককে বাঁচাতে উঠে পড়ে লেগেছে রাজ্য পুলিশ। অভিযুক্তদের থানায় রেখেই প্রাথমিক তদন্তের রিপোর্টও ঘোষণা করে দেওয়া হয়েছে। তদন্তের এই প্রক্রিয়া নিয়ে প্রশ্ন তোলা হয়েছে।

ক্রমিক সংখ্যা — ৪০৪												
5	2		4	8		3		1				
			9	5	2	1	7	6				
6	4	1	3		7				5			
2		8				9	4					
4	9				8	3	2		7	6		
7								9	2			
6	9	4	8	1	7	3	2	5				
7	8	3	5	2	6	1	9	4				
5	1	2	3	9	4	6	8	7				
8	4	7	9	6	5	2	3	1				
3	6	1	2	7	8	4	5	9				
2	5	9	1	4	3	7	6	8				
9	7	5	6	3	1	8	4	2				
1	2	6	4	8	9	5	7	3				
4	3	8	7	5	2	9	1	6				

জানা অজানা

যে চার কারণে আপনি ভুল করবেন, যদি ভাবেন ওমিক্রন হলে আর করোনা হবে না!

দক্ষিণ আফ্রিকায় প্রথম ওমিক্রনের খোঁজ পাওয়া যায়। তারপর থেকে করোনার এই নতুন রূপ নিয়ে নানা গবেষণা চলেছে। কিছু গবেষণাপত্র ইঙ্গিত দিয়েছিল, ওমিক্রন হলে ডেল্টা প্রজাতির বিরুদ্ধে

প্রতিরোধক্ষমতা গড়ে উঠতে পারে। কিন্তু সেই যুক্তি কতটা সত্যি, তা নিয়ে দুনিয়াজুড়ে বিভিন্ন চিকিৎসা মহলে সন্দেহ উঠতে না উঠতেই ফুরোনা। কারণ ডেল্টাক্রনের আবির্ভাব। কারও ফ্লু এবং করোনা একসঙ্গে হচ্ছে, কারও শরীরে ওমিক্রন এবং ডেল্টা একসঙ্গে পাওয়া গিয়েছে।

এতেই প্রমাণিত যে এই ভাইরাসের গতিবিধি আমরা এখনও বুঝতে পারিনি। তবে ডেল্টার তুলনায় ওমিক্রনের উপসর্গ যেহেতু বেশির ভাগ ক্ষেত্রে মৃদু, তাই অনেকেই ভাবছেন একবার হয়ে গেলে ক্ষতি কি? এমন কিছু অসুবিধা তো হবে না। উপরন্তু এর জন্য যা অ্যান্টিবডি তৈরি হবে শরীরে, হতে পারে ভবিষ্যতে আর করোনা হল না।

ইউরোপ-আমেরিকায় অনেকের মধ্যে এই চিন্তাধারা খুব বেশি করে কাজ করছে। এতটাই যে, দেখা যাচ্ছে অনেকে বেপারোয়া হয়ে চাইছেনও, যাতে তাঁদের ওমিক্রনের সংক্রমণ হয়ে যায়। কিন্তু এই উদ্ভাৱনার কোনও

মানে নেই। বরং উল্টে এর ফলে মারাত্মক ক্ষতিও হয় যেতে পারে। জেনে নিন সেগুলি কী। ওমিক্রন সাধারণ ঠাণ্ডা লাগা নয় জ্বর, খুসখুসে কাশি, নাক দিয়ে জল পড়া, গলা ব্যথা, শরীরে ব্যথা ইত্যাদি ওমিক্রনের উপসর্গ হিসাবে দেখা দিচ্ছে। অনেকেই এই লক্ষণগুলিকে সাধারণ ঠাণ্ডা লাগা বা মৃদু উপসর্গ হিসাবে ধরে নিচ্ছেন। এটা ঠিক যে ওমিক্রনে আক্রান্ত রোগীদের হাসপাতালে ভর্তি করানো বা মৃত্যুর ঝুঁকি ডেল্টার চেয়ে এখনও পর্যন্ত কম। তবে তার মানে এই নয় যে, ওমিক্রন কোনও দীর্ঘমেয়াদী সমস্যা তৈরি করবে না। যেকোনও মুহূর্তে এটি ভয়ঙ্কর রূপ ধারণ করতে পারে। তার জন্য আগে থেকেই সচেতন হওয়া প্রয়োজন।

উপসর্গ মৃদু না-ও হতে পারে আপাতদৃষ্টিতে ওমিক্রনের উপসর্গগুলি খুব মৃদু মনে হওয়ায় অনেকেই ওমিক্রনকে হালকা

ভাবে নিচ্ছেন। প্রাথমিকভাবে ওমিক্রনের উপসর্গগুলি বাড়াবাড়ি রকমের কিছু নয় বলে মনে হলেও সকলের ক্ষেত্রে কিন্তু বিষয়টা এক নয়। টিকাকরণ হয়ে গিয়েছে এমন ব্যক্তির যদি কোনও অস্েইমিউন রোগ থাকে বা কোনও কারণে তাঁর শরীরের প্রতিরোধ ক্ষমতা কম থাকে, কিংবা তাঁর বয়স ৬৫-এর বেশি হয়, তা হলে ওমিক্রনের প্রভাবও ততটা মৃদু না-ই থাকতে পারে।। কম বয়সিদের ক্ষেত্রেও এমনটা হতে পারে যদি কারও অজান্তেই তাঁর শরীরে কোনও গুরুতর সমস্যা বা রোগ থেকে থাকে।

বাচ্চাদের মধ্যে সংক্রমণ ছড়াচ্ছেন প্রাপ্তবয়স্কদের দুটি টিকা নেওয়া থাকলেও বাচ্চাদের কিন্তু এখনও টিকাকরণ শেষ হয়নি। ১৫

বছরের কম বয়সিদের এখনও টিকাকরণ শুরুও হয়নি। ওমিক্রনকে হালকা ভাবে নেওয়ার আগে মাথায় রাখুন, বাড়ির খুদে সদস্যদের কথা। আপনার অসচেতনতার কারণে তারা সংক্রামিত হতে পারে। করোনা-স্ক্রীতির এই পর্যায়ও প্রচুর বাচ্চা প্রতিদিন সংক্রামিত হচ্ছে। ফলে ওমিক্রনকে প্রাথমিকভাবে কম সক্রিয় মনে হলেও এই সংখ্যাটা কিন্তু যথেষ্ট উদ্বেগজনক।

স্বাস্থ্য ব্যবস্থা ভেঙে পড়তে পারে আগের দু'বারে তুলনায় এই বারে হাসপাতালে ভর্তির সংখ্যাটা শতাংশ হারে অনেক কম। মৃদু উপসর্গের কারণে অধিকাংশ মানুষই বাড়িতে নিভৃতবাসে আছেন। এটা যেমন খানিকটা হলেও আশাব্যঞ্জক তেমনি, অসচেতনতার কারণে মুহূর্তে ওমিক্রন হয়ে উঠতে পারে ভয়ঙ্কর। মৃত্যুর হার কম হলেও মৃত্যুর সংখ্যাটা হঠাৎ করে বৃদ্ধি পেতেই পারে। ইতিমধ্যেই দেশের বহু স্বাস্থ্যকর্মী সংক্রামিত। আবার এমন অনেকেই রয়েছেন যাঁদের উপসর্গ মাঝারি, কিন্তু বাড়িতে দেখার কেউ নেই। তাঁরা হয়তো হাসপাতালে ভর্তি হতে চাইবেন। কিন্তু তাতে অন্য রোগীদের জন্য হাসপাতালে বেড পাওয়া সমস্যা হয়ে উঠতে পারে। তাই ওমিক্রন স্রোতে হাসপাতালগুলি স্বাস্থ্য ব্যবস্থা ভেঙে পড়ার আশঙ্কাও থেকে যায়। সতর্ক থাকটা ভীষণ জরুরি।

বিদ্যুৎই পথ



গত দেড় দশকে ভারতে সর্বমোট বৈদ্যুতিক গাড়ি বিক্রয়ের পরিমাণ ছিল ১০ লক্ষ। আশা, শুধু ২০২২ সালেই ততগুলি বৈদ্যুতিক গাড়ি বিক্রয় হইবে। অদূর ভবিষ্যতে ভারত-সহ গোটা বিশ্বে পেট্রোল-ডিজেলের ন্যায় জীবাস্থ জ্বালানি চালিত গাড়ির পরিবর্তে বৈদ্যুতিক গাড়িই সম্ভবত প্রধান জায়গাটি লইবে। তাহার একটি বড় কারণ, পেট্রোল-ডিজেলের ক্রমবর্ধমান দাম। একটি সমশক্তিসম্পন্ন পেট্রোলচালিত গাড়ির তুলনায় বিদ্যুৎচালিত গাড়িতে খরচ প্রায় ৮০ শতাংশ কম হয়। তাই, জ্বালানির অগ্নিমূল্যের যুগে দ্বিতীয়টির বিক্রয় বৃদ্ধি অপ্রত্যাশিত নহে। তবে শুধুমাত্র জ্বালানি সাশ্রয় নহে, পরিবেশগত কারণেও বৈদ্যুতিক গাড়ির ব্যবহার বৃদ্ধি প্রয়োজন। বৈদ্যুতিক গাড়ির দূষণ ক্ষমতা কম। লন্ডনের স্থানীয় প্রশাসন একলা স্বীকার করিয়াছিল, রাজধানীর বায়ু দূষণের প্রায় অর্ধেকের জন্যই পথ পরিবহন দায়ী। সুতরাং, ব্রিটেনে বৈদ্যুতিক গাড়ির সংখ্যাবৃদ্ধির উপর জোর দেওয়া

হইয়াছে। ভারতেও দিল্লি, কলিকাতার ন্যায় বৃহৎ শহরগুলিতে বৈদ্যুতিক গাড়ির সংখ্যা বৃদ্ধি পাইলে মাত্রাছাড়া বায়ুদূষণ কিছু নিয়ন্ত্রিত হইবে। কিন্তু বৈদ্যুতিক গাড়ির ব্যবহার সম্পূর্ণ পরিবেশবান্ধব কি না, তাহা প্রশ্নসাপেক্ষ। সাধারণত, এই গাড়িগুলি বিদ্যুতের চাহিদা মিটিহিতে স্থানীয় বৈদ্যুতিক পরিকাঠামোকেই ব্যবহার করে। ভারতের ন্যায় দেশে স্থানীয় বৈদ্যুতিক পরিকাঠামো এখনও জীবাস্থ জ্বালানি-নির্ভর। সুতরাং, গাড়ি দূষণ কম করিলেও চার্জ দিবার উৎসটি যত ক্ষণ না পরিবেশবান্ধব হইবে, ততক্ষণ এই গাড়িকে সম্পূর্ণ পরিবেশবান্ধব বলা অনুচিত। ভবিষ্যতে এই বিষয়ে আরও ভাবনাচিন্তা প্রয়োজন। ভারতে বৈদ্যুতিক গাড়ির প্রসার লইয়া ভাবনা নূতন নহে। ২০১০ সালে তৎকালীন কেন্দ্রীয় সরকার বিদ্যুৎচালিত পরিবহনের উপর ২০ শতাংশ ভতুর্কি দিয়াছিল। ফলত সেই সময় বৈদ্যুতিক গাড়ির ক্রয় যথেষ্ট বৃদ্ধি পায়। কিন্তু পরিকল্পনাটি স্বয়ংসম্পূর্ণ না

● এরপর দুইয়ের পাতায়

অযোধ্যা থেকে প্রার্থী হচ্ছেন আদিত্যনাথ

লখনউ, ১২ জানুয়ারি।। উত্তর প্রদেশে আগামী ফেব্রুয়ারি-মার্চ জুড়ে বিধানসভা ভোট। সেই ভোটে কি অযোধ্যা থেকে বিজেপি প্রার্থী হতে চলেছেন বিদায়ী মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথ? বিজেপি-র প্রার্থী তালিকা নিয়ে ওয়াকিবহাল মহলের একটি অংশের এমনটাই দাবি। দীর্ঘ দিন আদালতে বিচারাধীন থাকার পর ২০১৯ সালে সুপ্রিম কোর্ট অযোধ্যায় রামমন্দির নির্মাণের রায় দেয়। তার পর থেকে পুরোদমে চলছে মন্দির নির্মাণের কাজ। বস্তুত, ১৯৯০ সাল থেকে এই দাবিকে কেন্দ্র করেই আবর্তিত হয়েছে দেশের সবচেয়ে জনবহুল প্রদেশে পদ্ম শিবিরের রাজনীতি। মঙ্গলবার দিল্লিতে বৈঠকে বসেছিলেন বিজেপি-র উত্তরপ্রদেশের শীর্ষ নেতারা। হাজির ছিলেন আদিত্যনাথও। সেখানে আসন্ন বিধানসভা ভোটে প্রার্থী তালিকা কী হতে পারে, তা নিয়ে আলোচনা হয়। ওই বৈঠকে উপস্থিত এক

● এরপর দুইয়ের পাতায়

জানুয়ারিতেই এলআইসি’র শেয়ার

নয়াদিল্লি, ১২ জানুয়ারি।। করোনার তৃতীয় তরঙ্গ নিয়ে দেশ তোলপাড় হলেও কোনওভাবেই থেমে নেই অর্থনীতির চাকা। যদিও করোনা স্বাস্থ্যক্ষেত্রের পর সব থেকে বেশি ধাক্কা দিয়েছে এই ক্ষেত্রকেই। তবে নতুন করে ঘুরে পাঁচদানার পর্বও শুরু হয়ে গিয়েছে এর মধ্যেই। নতুন বছরের শুরুতেও লগ্নিক্ষেত্রে আসছে একাধিক বড় সংস্থার আইপিও। তার মধ্যে অধিকাংশ লগ্নিকারীর নজর একটি সংস্থার দিকে। সেটি হল দেশের সর্ববৃহৎ বিমা সংস্থা লাইফ ইনসিওরেন্স কর্পোরেশন অফ ইন্ডিয়া বা এলআইসি। প্রাথমিকভাবে খবর, এলআইসি আইপিও-র (আইপিও) প্রস্তাবিত বাজার মূল্য হতে পারে প্রায় এক লক্ষ কোটি। যা বহু বিনিয়োগকারীর ভাগ্যের মোড় ঘুরিয়ে দিতে পারে। বাজার বিশেষজ্ঞদের একটা বড় অংশ মানে করছেন এত বড় আঙ্কের আইপিও এর আগে বাজারে খুব কমই এসেছে। ইতিমধ্যেই এলআইসির আইপিওর খসড়া প্রস্তুতির কাজ শুরু করে দিয়েছেন সংস্থার আধিকারিকরা। জানুয়ারির তৃতীয় সপ্তাহে সেনিার কাছে অনুমোদনের জন্য জমা দেওয়া হবে সেই খসড়া। অনুমোদন পেলেই বাজারে পা রাখবে এলআইসির এই ইনিশিয়াল পাবলিক অফারিং। কেন্দ্র

মোদির কনভয়-আটক খতিয়ে দেখতে প্যানেল শীর্ষ আদালতের

নয়াদিল্লি, ১২ জানুয়ারি।। ফিরোজপুর যাওয়ার পথে প্রায় ২০ মিনিট আটকে ছিল প্রধানমন্ত্রীর কনভয়। সেই নিয়ে তদন্ত কমিটি গড়েছিল পাঞ্জাব সরকার। তদন্ত শুরু করেছিল কেন্দ্রও। সেই তদন্ত স্থগিত রাখার নির্দেশ দিয়েছিল সুপ্রিম কোর্ট। এদিন জানিয়ে দিল, ‘একতরফা তদন্ত নয়’। ওই ঘটনার জন্য পৃথক তদন্ত কমিটি গড়ল সুপ্রিম কোর্ট। তদন্ত কমিটির মাধ্যম রয়েছেন অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতি ইন্দু মালহোত্রা। এনআইএ এবং পাঞ্জাব পুলিশের অফিসাররাও থাকবেন কমিটিতে। বুধবার সুপ্রিম কোর্ট জানাল, ‘কোনও একতরফা তদন্তের ওপর ভরসা করে এসব প্রশ্ন ফেলে রাখা যাবে না। আমাদের উপরোক্ত তদন্ত চাই।’ সেই সন্দেহ জানিয়ে দিয়েছে, যত তাড়াতাড়ি সম্ভব রিপোর্ট জমা দিতে হবে কমিটিকে। কেন মাঝপথে আটকে থাকলো প্রধানমন্ত্রীর কনভয়, ভবিষ্যতে যাতে আর এর দমক ঘটনা না হয়, সেসবই খতিয়ে দেখবে কমিটি। থাকবেন এনআইএ—এর ডিরেক্টর

আবারো ইস্তফা যোগীর মন্ত্রীরা অখিলেশের আত্মীয় বিধায়ক হরিওম বিজেপি-তে

লখনউ, ১২ জানুয়ারি।। স্বামীপ্রসাদ মৌর্যের পরে দারা সিংহ চৌহান। ২৪ ঘণ্টার মধ্যেই ফের যোগী আদিত্যনাথ মন্ত্রিসভা ছাড়লেন উত্তরপ্রদেশের আর এক প্রভাবশালী নেতা। স্বামীপ্রসাদের মতোই দারাও এবার অখিলেশ যাদবের সমাজবাদী পার্টি (সপা)-তে शामिल হতে পারেন বলে ইঙ্গিত মিলেছে। যদিও বুধবার ‘প্রত্যাঘাত’ এসেছে বিজেপি-র ভরক্ষেপে। অখিলেশের আত্মীয় তথা সপা বিধায়ক হরিওম যাদব যোগ দিয়েছেন বিজেপি-তে। স্বামীপ্রসাদের মতোই একদা মায়াবতী-ঘনিষ্ঠ ছিলেন দারা। ২০০৯ সালে ঘোসি লোকসভা কেন্দ্রে জেতার পরে বিএসপি-র নেতাও হয়েছিলেন এই অনগ্রসর (এবিসি) জনগোষ্ঠীর নেতা। ২০১৫ সালে অমিত শাহ’র উপস্থিতিতে দারা বিজেপি-তে যোগ দেন। ২০১৭ সালের বিধানসভা ভোটে জিতে সে রাজ্যের বন ও পরিবেশমন্ত্রী হন। বুধবার যোগী মন্ত্রিসভা থেকে ইস্তফা দেওয়ার পরে তিনি বলেন,



আদিত্যনাথের সঙ্গে দারা সিংহ চৌহান

“উত্তরপ্রদেশের বিজেপি সরকার দলিত এবং অনগ্রসরদের প্রতি অবহেলা করে চলেছে। তাই আমার এই সিদ্ধান্ত।” দারার ইস্তফার খবর প্রচার হওয়ার পরেই অখিলেশ টুইটারে লেখেন, ‘সামাজিক ন্যায়বিচারের লড়াইয়ের অক্লান্ত যোদ্ধা দারা সিংহ চৌহানজি-কে আন্তরিকভাবে স্বাগত ও শুভেচ্ছা জানাই।’ এরই মধ্যে বুধবার সপা-র বিধায়ক হরিওম এবং প্রাক্তন বিধায়ক ধর্মপাল সিংহ বিজেপি-তে যোগ দিয়েছেন। কংগ্রেস বিধায়ক

নরেশ সাইনিও দল ছেড়ে शामिल হয়েছেন পদ্ম-শিবিরে। হরিওম প্রাক্তন সপা সাংসদ তেজপ্রতাপ সিংহ যাদবের মামা। আরজেডি প্রধান লালুপ্রসাদের জামাই তেজপ্রতাপের ঠাকুরদা রতন সিংহ যাদব সপা-র প্রতিষ্ঠাতা মূল্যায়মের দাদা। ফিরোজাবাদের সিরসাগঞ্জের দু'বারের বিধায়ক হরিওম বরারই মূল্যায়মের ভাই শিবপালের ঘনিষ্ঠ বলে পরিচিত। দলবিরোধী কাজের জন্য গত বছর তাঁকে সাসপেন্ড করেছিলেন সপা-প্রধান অখিলেশ।



সংক্রমণ বৃদ্ধি হওয়ায় দিল্লির গুরুগ্রামে আন্তররাজ্য বাস টার্মিনাসে অভিবাসীদের বাসে উঠার হুঁড়োখান।

ইন্টারনেট শক্তিশালী করতে পৃথিবীর কক্ষপথে ৭৫ উপগ্রহ পাঠাচ্ছে ভারত

নয়াদিল্লি, ১২ জানুয়ারি।। ৭৫ বছরে ৭৫টি। পৃথিবীর কক্ষপথে যাচ্ছে একই সঙ্গে। একটিমাত্র

■ অভিযানের নাম দেওয়া হয়েছে, ‘ইউনিটিস্যাট’

■ ৭৫টি কৃত্রিম উপগ্রহই বানানো হয়েছে ভারতের মাটিতে।

■ ৭৫টি উপগ্রহ বানিয়েছেন অন্তত এক হাজার ভারতীয় ছাত্রছাত্রী।

■ অগস্টের গোড়ায় উপগ্রহগুলিকে একই সঙ্গে পৃথিবীর কক্ষপথে পাঠানোর কথা ভাবা হয়েছে।

অখিলেশের সঙ্গী হতেই জারি থ্রেফতারি পরোয়ানা

লখনউ, ১২ জানুয়ারি।। মঙ্গলবার যোগী আদিত্যনাথ মন্ত্রিসভা থেকে পদত্যাগ করে সমাজবাদী পার্টিতে যোগ দিয়েছিলেন তিনি। ঘটনাচক্রে, বুধবারই সাত বছরের একটি পুরনো মামলায় উত্তর প্রদেশের প্রাক্তন মন্ত্রী স্বামীপ্রসাদ মৌর্যের বিরুদ্ধে জারি হল থ্রেফতারি পরোয়ানা। সন্ধ্যা-প্রাক্তন বিজেপি নেতা স্বামীপ্রসাদের বিরুদ্ধে অভিযোগ, ২০১৪ সালে হিন্দু দেবদেবীদের বিরুদ্ধে আপত্তিকর মন্তব্য করেছিলেন তিনি। ২০১৪ সালে মায়াবতীর দল বিএসপি-তে ছিলেন উত্তরপ্রদেশ বিধানসভার প্রাক্তন বিরোধী দলনেতা স্বামীপ্রসাদ। সে সময়েই তিনি হিন্দু দেবদেবীদের বিরুদ্ধে আপত্তিকর মন্তব্য করেন বলে অভিযোগ। ২০১৬ সালে একটি আদালত তাঁর বিরুদ্ধে ওই মামলায় থ্রেফতারি পরোয়ানা জারি করেছিল। স্বামীপ্রসাদের আবেদন মেনে ইলাহাবাদ হাইকোর্ট তাতে স্থগিতাদেশ দেয়। বুধবার সুলতানপুরের একটি আদালত

তাঁর বিরুদ্ধে ফের থ্রেফতারি পরোয়ানা জারি করেছে। অভিযোগ, মামলার শুনানিতে হাজির হননি প্রাক্তন মন্ত্রী। তবে আগামী ২৪ জানুয়ারি পর্যন্ত তাঁকে আদালতে হাজির থাকার নির্দেশ দিয়েছেন বিচারক যোগেশ কুমার যাদব। একদা মায়াবতী ঘনিষ্ঠ স্বামীপ্রসাদ দু'দফায় উত্তরপ্রদেশ বিধানসভার বিরোধী দলনেতা ছিলেন। পূর্ব উত্তর প্রদেশের পণ্ডীনা থেকে চান্না তিন বার বিধানসভা ভোটে জিতেছেন তিনি। ২০১৬-র বিধানসভা ভোটের আগে তিনি বিএসপি ছেড়ে বিজেপি-তে যোগ দিয়েছিলেন। ২০১৭-র বিধানসভা ভোটে জিতে যোগী সরকারের শ্রম এবং জনকল্যাণ মন্ত্রী হন। গত লোকসভা ভোটে স্বামীপ্রসাদের মনো সম্বন্ধিত্রা বলায়ু’ কেন্দ্র থেকে বিজেপি-র টিকিতে জয়ী হয়েছিলেন। মঙ্গলবার স্বামীপ্রসাদের অনুগামী চার বিজেপি বিধায়কও ইস্তফা দিয়ে দল ছাড়ার কথা জানিয়েছেন।

লাইফ স্টাইল

বুস্টার ডোজ নিলে অন্য অসুখের আশঙ্কা বাড়তে পারে?

সতর্ক করছেন বিজ্ঞানীরা



প্রতিরোধ শক্তি। সেক্ষেত্রে অন্য রোগের সঙ্গে লড়াই করার ক্ষমতা হারিয়ে ফেলবে শরীর এবং অন্য রোগ সহজেই কাবু করে ফেলবে শরীরকে। এই বিষয়টি সম্প্রতি আরও বেশি করে আলোচনায় এসেছে, তার কারণ কয়েকটি দেশে ইতিমধ্যেই কোভিডের দ্বিতীয় বৃস্টার ডোজ দেওয়া শুরু করেছে। এই তালিকায় একেবারে প্রথমে রয়েছে ইজরায়েল। সেখানে দ্বিতীয় বৃস্টার ডোজ, অর্থাৎ ৪ নম্বর টিকা দেওয়ার প্রক্রিয়া শুরু

হয়ে গিয়েছে। এতগুলি বৃস্টার দেওয়া আদৌ ঠিক হচ্ছে কি না, তা নিয়ে আলোচনা করতে গিয়েই এই সিদ্ধান্তে পৌঁছেছেন ইউরোপের বিজ্ঞানীরা। তাঁদের মতে, এর ফলে কোভিড থেকে হয়তো বেশি মাত্রায় সুরক্ষা পাওয়া যাবে। কিন্তু অন্য অসুখের আশঙ্কা বেড়ে যেতে পারে এর ফলে। ইউরোপিয়ান মেডিসিন এজেন্সি-র প্রধান মার্কো কাভালেরি সংবাদমাধ্যমকে জানিয়েছেন, একবার পরম্ভু ঠিক আদৌ। অনেকটা সময়

নিয়ে দ্বিতীয় বৃস্টার ডোজ পর্যন্ত নেওয়া যেতে পারে। কিন্তু বিষয়টা এমন নয় যে, এই বৃস্টার ডোজ বারবার নেওয়া যাবে। তাতে লাভের চেয়ে ক্ষতি বেশি হবে। ইতিমধ্যেই বেশ কয়েকটি টিকা প্রস্তুতকারী সংস্থা জানিয়েছে, তারা ওমিক্রনের কথা মাথায় রেখে নতুন ভ্যাকসিন এবং বৃস্টার তৈরি শুরু করেছে। ইউরোপিয়ান মেডিসিন এজেন্সি-র গবেষকরা অবশ্য দরকারি অন্য অসুখের ঠিকার সঙ্গে নির্দিষ্ট সময়ের ব্যবধান রেখে কোভিডের টিকা দেওয়া। তাতে রোগ প্রতিরোধ শক্তি বেশি জোরদার হবে। এমনই মত তাঁদের।

● এরপর দুইয়ের পাতায়

পয়েন্ট ভাগ করলো রামকৃষ্ণ, টাউন

প্রতিবাদী কলম ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ১২ জানুয়ারি : রামকৃষ্ণ বনাম টাউন ক্লাবের ম্যাচ ১-১ গোলে অমীমাসিতভাবে শেষ হলো। তবে মোটেই উঁচু পর্যায়ে পৌঁছায়নি এই ম্যাচ। রামকৃষ্ণ তবু ভিন্নরাজ্যের কয়েকজন ফুটবলারকে নিয়ে এসেছে। তবে টাউন ক্লাব সম্পূর্ণ স্থানীয় ফুটবলারদের নিয়ে মাঠে নামে। ঘটনা হলো, জম্পুইজলার যেসব ফুটবলাররা টাউন ক্লাবের হয়ে মাঠে নামলো তাদের অনেকেইই প্রথম ডিভিশনে খেলার অভিজ্ঞতা নেই। মূলতঃ কোচ সুবোধ বেনবর্মা-র অভিজ্ঞতাই দলটির প্রধান ভরসা। রাখাল শিন্ডে সুবিধা করতে পারেনি দলটি। ডিফেন্দে প্রবল সমস্যা ছিল। সিনিয়র লিগের ম্যাচেও এদিন এই সমস্যা মুক্ত হতে পারেনি টাউন ক্লাব। তবে রামকৃষ্ণ ক্লাবও খুব অসাধারণ খেলেছে এমন নয়। অনেকদিন পর তারা প্রথম ডিভিশনে খেলার সুযোগ পেয়েছে। মোটামুটি বড় বাজেটের দল গড়েছে। আর্থিকভাবে ক্লাবটি খুব সবল এমন নয়। তারপরও সাধ্য অনুযায়ী একটি ভারসাম্যবদ্ধ দল গড়ার চেষ্টা করেছে। উত্তরবঙ্গের কয়েকজন ফুটবলারকেও দলে নিয়ে এসেছে। রাখাল শিন্ডের প্রথম ম্যাচে ফরোয়ার্ড ক্লাবের বিরুদ্ধে খেলতে নেমেছিল রামকৃষ্ণ ক্লাব। তবে ভিন্নরাজ্যের ফুটবলাররা বিশেষ সুবিধা করতে পারেনি। কয়েকদিন অনুশীলনের পর এদিন তাদের বেশ সচল দেখালো। ঘটনা



প্রতিবাদী কলম ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ১২ জানুয়ারি : গোমতী জেলা ক্রীড়া দফতরের উদ্যোগে যুব দিবস

প্রতিবাদী কলম ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ১২ জানুয়ারি : গোমতী জেলা ক্রীড়া ও যুবকল্যাণ দফতরের উদ্যোগে এদিন উদয়পুরে স্বামী বিবেকানন্দ-র জন্মদিবস তথা যুব দিবস পালিত হয়। মহাকুমার বিশিষ্ট ক্রীড়া ব্যক্তিত্বরা স্বামী বিবেকানন্দ-র জীবন দর্শন নিয়ে আলোচনা করেন। দেশ গঠনে যুব সমাজের ভূমিকার তাৎপর্য ব্যাখ্যা করেন আগত বিশিষ্ট ক্রীড়াবিদরা। উপস্থিত ছিল খুদে খেলোয়াড়রাও। বিমল সিনহা সুইমিং পুলে এই অনুষ্ঠান হয়। এতে পৌরোহিত্য করেন ক্রীড়া আধিকারিক মিহির শীল।



হলো, রামকৃষ্ণ ক্লাবের স্থানীয় ফুটবলাররা। এদিন সেভাবে নিজেদের চেনাতে পারেনি। তারপরও যতটুকু তারা খেলতে পেরেছে সেটা মূলত ভিন্নরাজ্যের ফুটবলারদের জন্য। সতাম শর্মা, ধনরাজ তামাং, প্রবীণ সুস্কা-রা বেশ ভালো মানের ফুটবলার এটা এদিন বুঝিয়ে দিয়েছে তারা। স্থানীয় ফুটবলাররা যদি নিজেদের সঠিকভাবে মেলে ধরতে পারে তবে খেতাবি দৌড়ে না থাকলেও রামকৃষ্ণ ক্লাব কিছু অঘটন ঘটাতে পারে। এই ইঙ্গিত দিলো তারা প্রথম ম্যাচেই। ম্যাচের প্রথমার্ধে কিছুটা নিরুৎসাহ ফুটল হলো। কোন দলের আক্রমণেই ঝাঁঝ ছিল না। যদিও

ম্যাচের ৬ মিনিটে বত্রসাধন জমাতিয়া-র গোলে এগিয়ে যায় টাউন ক্লাব। একটি গোল কোন দলের আত্মবিশ্বাসকে বাড়িয়ে দিতে যথেষ্ট।দুর্ভাগ্য, এদিন টাউন ক্লাবের ক্ষেত্রে তেমনটা হলো না। জম্পুজলা এক সময় অসংখ্য প্রথম শ্রেণির ফুটবলার উপহার দিয়েছিল। তবে এদিন টাউন ক্লাবের হয়ে যারা খেললো তারা মোটেই সেই পর্যায়ে়র ফুটবলার নয়। এগিয়ে যাওয়া একটি দল আশ্চর্যজনকভাবে খেলসের মধ্যে ঢুকে গেলো। ওই সময় মাঝমাঠ দখল নেওয়ার চেষ্টা শুরু করে রামকৃষ্ণ ক্লাব। কিছুটা সফলও হয় তারা। সুযোগও তৈরি হয়। তবে

প্রথমার্ধে সমতা ফিরিয়ে আনতে পারেনি তারা। দ্বিতীয়ার্ধে অনেক ভালো খেললো রামকৃষ্ণ ক্লাব। সতাম শর্মা, ধনরাজ তামাং-রা দুইটি উইং-কে ব্যবহার করে বার বার টাউন ক্লাবের বজ্জে হানা দেয়। তাদের দুই সাইডব্যাকের দুর্বলতার সুযোগ নেয় রামকৃষ্ণ ক্লাব। বেশ কিছু আক্রমণ তুলে আনে তারা। যদিও শেষ কাজটি করতে পারছিল না। অবশেষে দ্বিতীয়ার্ধের ৩১ মিনিটে ফ্রি কিক থেকে রামকৃষ্ণ ক্লাবকে সমতায় নিয়ে আসে সতাম শর্মা। ধনরাজ তামাং-কে ফাউল করে টাউন ক্লাবের এক ডিফেন্ডার। ফলে ফ্রি কিক পায় রামকৃষ্ণ ক্লাব।

●এরপর দুইয়ের পাভায়

এনএসআরসিসি কাণ্ডে

সরব প্রাক্তন ও সিনিয়র খেলোয়াড়রা

প্রতিবাদী কলম ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ১২ জানুয়ারি : অসামাজিক কাজের প্রতিবাদে সন্ধ্যার পর এনএসআরসিসি বন্ধের যে দাবি অভিভাবক মহল তুলেছেন তাতে পূর্ণ সমর্থন জানিয়েছেন কয়েকজন কোচ,সিনিয়র ও প্রাক্তন খেলোয়াড়রা। তাদের মতামত হলো, এনএসআরসিসি-তে সন্ধ্যার পর খেলাধুলার পরিবেশ যেমন থাকে না তেমনি সেখানে এমন কিছু ঘটনা দেখা যায় যা মোটেই কাম্য নয়। জনৈক কোচ বলেন, এনএসআরসিসি-তে এখন জমাদিন, বিবাহ বার্ষিকী পর্যন্ত করা হচ্ছে। আর এই সমস্ত অনুষ্ঠানের পেছনে নাকি থাকে মদের আসর। জনৈক প্রাক্তন খেলোয়াড় জানায়, আমরা মাঝে মাঝে এনএসআরসিসি-তে যাই প্র্যাকটিসের জন্য। কিন্তু অনেক সময় কোচ বা ক্রীড়া দফতরের এবং ক্রীড়া পর্বদের একাংশের কর্তাদের যেভাবে দেখা যায় তা সঠিহি ভাবা যায় না।জানা গেছে, সরকারি নিয়ম নাকি এনএসআরসিসি-র শিক্ষার্থী ছাড়া বাকিদের প্র্যাকটিস করার জন্য নাকি টাকাদে দেওয়ার কথা। এতে যতটুকু খবর, এখানে নাকি দুধে জল মেশানো হচ্ছে।

এনএসআরসিসি-তে নাকি এখন সরকারি রাজস্ব ফাঁকির খেলা চলছে। অনেক অনুষ্ঠান হয়। অনেকে প্র্যাকটিস করে কিন্তু সেই পরিমাণ টাকা নাকি জমা পড়ে না। অভিযোগ, এনএসআরসিসি-তে নাকি ক্রীড়া দফতরের একজন অফিসার আছেন। কিন্তু তিনি নাকি কখনই কোন প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নেন না। ক্রীড়া পর্বদের সচিবকে নাকি এনএসআরসিসি-তে তেমন দেখা যায় না। ফলে এই সুযোগে নাকি ব্যবতীয় অপকর্ম চলে। প্রথমতঃ সরকারি রাজস্ব ফাঁকি দিয়ে যেমন এনএসআরসিসি চলছে তেমনি এখানে অনেক অবৈধ কাজ বা অসামাজিক কাজ হচ্ছে। জনৈক কোচ বলেন, সরকারি কর্মস্থলে কেন জমাদিন বা বিবাহ বার্ষিকী হবে? তাও ঘটা করে। আর এই সমস্ত অনুষ্ঠান নাকি সন্ধ্যার পর হয় এবং সেখানে চলে খানা-পিনা। এতে শামিল হন অনেকেই। অভিভাবকরা তো ইতিমধ্যে বনৌই দিয়েছেন যে, অবিলম্বে এনএসআরসিসি-তে পরিবেশ ভালো না হলে এবং সন্ধ্যার পর এখানে খেলাধুলার নামে আন্দ করা বন্ধ না হলে তারা তাল্লা দেবেন। শোনা যাচ্ছে, ক্রীড়া দফতরের

একাংশের জুনিয়র পিআই যাদের বিভিন্ন স্কুলে বা সেন্টারে পোস্টিং তারা নাকি সন্ধ্যার পর এনএসআরসিসি-তে এসে জমায়েত হন। সঙ্গে ক্রীড়া পর্বদের কেউ কেউ। তারপর নাকি চলে নানা অবৈধ কাজ। এনএসআরসিসি-র বিশাল কমপ্লেক্সে কে আর এতো নজর দেবে। তবে যতদিন যাচ্ছে এনএসআরসিসি-তে তত খেলাধুলার পরিবেশ নষ্ট হচ্ছে। এতে ক্রীড়া দফতর এবং ক্রীড়া পর্বদ দায়ী। কয়েকজন প্রাক্তন খেলোয়াড় দাবি করেন যে, যাদের এনএসআরসিসি বা ক্রীড়া পর্বদে পোস্টিং নেই তাদের কাউকে ধরো যায়। ক্রীড়া পর্বদের এক কর্তার ঘরেও নাকি এরের অনেক সময় দেখা যায়। সরকারি কাজে আসা অপরাধ নয়। কিন্তু প্রতিদিন সন্ধ্যার পর তাদের কি কাজ? কয়েকজন প্রাক্তন খেলোয়াড় বলেন, কারা কারা সন্ধ্যার পর এনএসআরসিসি-তে অবৈধ কাজ করেন তা আমাদের জানা। তবে আমরা চাই না তাদের নাম প্রকাশ করে তাদের পরিবারকে বিব্রত

●এরপর দুইয়ের পাভায়

আজ নামছে শিন্ড জয়ী

এগিয়ে চল সংঘ

প্রতিবাদী কলম ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ১২ জানুয়ারি : হিমুকুটের লক্ষ্যে আগামীকাল সিনিয়র লিগে অভিযান শুরু করছে এগিয়ে চল সংঘ। বড় বাজেটের এগিয়ে চল সংঘের প্রতিপক্ষ বীরেন্দ্র ক্লাব। ইতিমধ্যেই রাখাল শিন্ড ঘরে তুলেছে তারা। আপাতত লক্ষ্য, সিনিয়র লিগের খেতাব ঘরে তোলা এবং হিমুকুট জয় সম্পন্ন করা। ভিন্নরাজ্য এবং বিদেশি সমৃদ্ধ এগিয়ে চল সংঘ কাগজে-কলমে অবশ্যই কিছুটা এগিয়ে। তবে তাই বলে বীরেন্দ্র ক্লাব সহজে ছেড়ে দেবে এমন নয়।

উঁচুমানের স্থানীয় ফুটবলাররা রয়েছে দলে। রাখাল শিন্ডের সেমিফাইনালে এগিয়ে চল সংঘ ৪-২ গোলে হারিয়েছিল বীরেন্দ্র ক্লাবকে। ম্যাচে বীরেন্দ্র ক্লাব কিন্তু যথেষ্ট লড়াই করেছিল। তাই আগামীকাল ধারে-ভারে অনেক এগিয়ে থাকলেও এগিয়ে চল সংঘ-র পক্ষে কাজটা সহজ হবে না বলে মনে করছেন বিশেষজ্ঞরা। এগিয়ে চল সংঘ-র আক্রমণভাগ অনেক শক্তিশালী। তবে ডিফেন্দে দুর্বলতা রয়েছে। এটা কিন্তু রাখাল শিন্ডে বীরেন্দ্র ক্লাব এবং ফরোয়ার্ড ক্লাব দেখিয়ে দিয়েছে। দেবাশিস রাই, রাজীব সাধন জমাতিয়া, সনম লেপচা এবং বিদেশি ফুটবলার অ্যাবিস্টাইড-কে নিয়ে গড়া এগিয়ে চল সংঘের আক্রমণভাগ প্রবল শক্তিশালী। এরকম শক্তিশালী আক্রমণভাগের বিরুদ্ধে স্বভাবতই ডিফেন্দে লোক বাড়িয়ে মাঠে নামবে বীরেন্দ্র ক্লাব। তাদের আক্রমণভাগও কিন্তু তারকাে ভরপুর। এলটন ডার্লং, লালননু ডার্লং, সুয়ামহুই হালাম-রা যেকোন সময় বিপজ্জনক হয়ে উঠতে পারে। ফলে ম্যাচে এগিয়ে চল সংঘ কিছুটা এগিয়ে থাকলেও একটা জমজমট মাচের প্রত্যাশা করছে ফুটবলপ্রেমীরা।

আম্পায়ারের সঙ্গে তর্কে কোহলি

কেপটাউন, ১২ জানুয়ারি।। দ্বিতীয় দিনের শুরুতেই এডেন মার্করামকে ফিরিয়ে দিয়ে ভারতের গুরুটা দুর্দান্ত করেছিলেন যশপ্রীত বুমরা। কিন্তু এরপরই খেলায় বিতর্ক। বিপজ্জনক এলাকায় পা দেওয়ার জন্য মহম্মদ শামিকে সতর্ক করে দিয়েছিলেন আম্পায়ার মারহিস ইরাসমাস। এই সিদ্ধান্তে খুশি হননি বিরাট কোহলি। আম্পায়ারের সঙ্গে তর্ক জুড়ে দেন। রিপ্লোতে দেখা যায়, শামী একাধিকবার পিচের বিপজ্জনক এলাকায় পা দিয়েছেন। শুধু তাই নয়, যে বলের পরে আম্পায়ার শামিকে সতর্ক করে নেন তার আগে অন্তত তিন বার পিচের বিপজ্জনক এলাকায় ঢুকে পড়েছিলেন ভারতীয় বোলার। কিন্তু এতেও খুশি হননি কোহলি। তিনি আম্পায়ারকে সতর্ক করে দেওয়ার কারণ জানতে চান। আম্পায়ার ইরাসমাস ভারত অধিনায়ককে তা ব্যাখ্যা করে বুনিয়ে দেন। দ্বিতীয় দিন মধ্যাহ্নভোজের বিরতিতে তিন উইকেট হারিয়েছে দক্ষিণ আফ্রিকা। প্রথম দিনেই তারা হারিয়েছিল আগের ম্যাচের নায়ক তথা দলের অধিনায়ক ডিন ক্রেনকে। বুমরা এমন একটি ডেলিভারিতে মার্করামকে পরাস্ত করেন যেটি আচমকা তেতরে ঢুকে এসেছিল। মার্করাম বলের লাইনই বুঝতে পারেননি। সরাসরি তাঁর অফস্ট্যাম্প নড়ে যায়। প্রথম ইনিংসে ২০৩ রানে অলআউট হয়ে গিয়েছিল ভারত। ২০১ বলে ৭৯ রানের ইনিংস খেলেন কোহলি। তবে বাকি ভারতীয় ব্যাটারদের বার্থতা অব্যাহত। চেতেশ্বর পূজারা রান করছেন। অজিঙ্ক রাহাণে দু’অঙ্কের রানের পৌঁছেতে পারেননি।

কোভিড কেয়ার ইউনিটে পরিণত স্পোর্টস স্কুল

প্রতিবাদী কলম ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ১২ জানুয়ারি : ২০২০ থেকেই চলছে। করোনা ভাইরাসের আক্রমণ প্রতিহত করতে রাজ্য জুড়ে অসংখ্য কোভিড কেয়ার ইউনিট খোলা হয়েছে। তার অন্যতম বাধারঘাটের ত্রিপুরা স্পোর্টস স্কুল। ২০২০-র প্রথম চেউ, ২০২১-র দ্বিতীয় চেউ-র পর এবার ২০২২-র শুরুতে করোনা ভাইরাসের তৃতীয় চেউ আছড়ে পড়ার সঙ্গে সঙ্গেই স্পোর্টস স্কুলকে কোভিড কেয়ার ইউনিটে পরিণত করা হয়েছে। পশ্চিম জেলার জেলা শাসকের এই সম্পর্কিত আদেশনামা জারি হয়েছে। প্রথম দুই দফায় কোভিড

কেয়ার ইউনিটে পরিণত হওয়ার পর স্কুলের প্রভূত ক্ষতি হয়েছিল। ৭০ শতাংশ ছাত্র-ছাত্রী স্কুল থেকে টিসি নিয়ে চলে গিয়েছিল। পরিস্থিতি স্বাভাবিক হওয়ার পর সামান্য কিছুসংখ্যক ছাত্র-ছাত্রীদের ফিরিয়ে আনা সম্ভব হলেও দ্বিতীয় চেউ-র সময় তারা ফের স্কুল ছেড়ে চলে যায়। শিবরাত্রির সলতের মতো হাতে-গোনা কয়েকজন ছাত্র-ছাত্রীকে নিয়ে টিকে আছে স্পোর্টস স্কুল। বর্তমানে ত্রিপুরা স্পোর্টস স্কুলের খেলোয়াড়দের মান তলানিতে গিয়ে পৌঁছেছে। বলা যায়, একটি ফলদায়ক বৃক্ষকে কেটে ফেলার

তোড় জোড় শুরু হয়েছে। স্বভাবতই ক্রীড়াপ্রেমীদের আশঙ্কা বেড়ে চলেছে। তৃতীয় চেউ শুরু হতেই স্পোর্টস স্কুল কোভিড কেয়ার ইউনিটে পরিণত হয়েছে। এর পর পরিস্থিতি স্বাভাবিক হলেও ছাত্র-ছাত্রীর সংখ্যা আরও কমে যাওয়ার আশঙ্কা প্রবল হয়েছে। পর পর দুই বছর ধরে স্বাভাবিক ভর্তি প্রক্রিয়া অনুষ্ঠিত করা যায়নি। এই অবস্থায় তৃতীয় দফায় কোভিড কেয়ার ইউনিটে পরিণত করা হয়েছে স্কুলকে। আর কি স্বাভাবিক হবে এই স্কুল? বর্তমানে

●এরপর দুইয়ের পাভায়

৫ উইকেট নিয়ে দ্বিতীয় দিন বুমরার শেষ মুহূর্তে দুই ওপেনারকে হারাল ভারত

কেপটাউন, ১২ জানুয়ারি।। দিনের দ্বিতীয় বলেই যশপ্রীত বুমরা বুঝিয়ে দিয়েছিলেন দিনটা তাঁর। শুরু করেছিলেন এডেন মার্করামকে (২২ বলে ৮ রান) ফিরিয়ে, শেষ করলেন লুঙ্গি এনগিডিকে (১৭ বলে ৩ রান) দিয়ে। মাঝে প্রায় সব ব্যাটারকেই ভুগিয়েছেন বুমরা। প্রথম দিন ডিন এলগারকেও (১৬ বলে ৩ রান) ফিরিয়ে দিয়েছিলেন তিনি। প্রথম ইনিংসে ১৩ রানে লিড নেয় ভারত। দিনের শেষে দক্ষিণ

আফ্রিকার থেকে ৭০ রানে এগিয়ে তারা। কিগান পিটারসেন ছাড়া আর কেউই দক্ষিণ আফ্রিকার হয়ে সেই ভাবে দাগ কাটতে পারেননি। ৭২ রান করেন তিনি। টেস্টে এটাই তাঁর সেরা ইনিংস। দক্ষিণ আফ্রিকাকে এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছিলেন তিনিই। রাত প্রহরী হিসাবে নামা কেশব মহারাজ ২৫ রান করেন। তাকে ফেরান উমেশ যাদব। তিনি ফিরলে দুসেনকে নিয়ে ইনিংস গড়েন পিটারসেন। ৬৭ রানের জুটি গড়েন

তারা। মধ্যাহ্নভোজের পর মাঠে ফিরে দুসেনকে (৫৪ বলে ২১ রান) আউট করেন উমেশ। সেই জুটির পর বাভুমা এবং পিটারসেনের দিকে তাকিয়ে ছিল দক্ষিণ আফ্রিকা। ৪৭ রানের জুটি গড়েন তাঁরা। এক ওভারে বাভুমা এবং উইকেটরক্ষক ভেরেইনকে ফিরিয়ে দেন শামি। বাকি কাজটা করেন বুমরা এবং শার্দুল। দক্ষিণ আফ্রিকার ইনিংস শেষ হয় ২১০ রানে। ব্যাট করতে নেমে

●এরপর দুইয়ের পাভায়

পয়েন্ট ভাগ করলো এমজি পিসি, জম্পুইজলা



প্রতিবাদী কলম ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ১২ জানুয়ারি : দুই শক্তিশালী মহিলা দলের লড়াই গোলশূন্যভাবে শেষ হলো। টিএফএ পরিচালিত মহিলা লিগে এদিন উমাকান্ত মাঠে মুখোমুখি হয় মহাশা গান্ধী পিসি বনাম

জম্পুইজলা পিসি। নিজেদের প্রথম ম্যাচে দুইটি দলই জয় পেয়েছিল। এদিন জয় পেলে এককভাবে শীর্ষস্থানে পৌঁছে যেতে জয়ী দল। স্বভাবতই একটি উপভোগ্য ম্যাচ দেখার প্রত্যাশা ছিল। তবে সেই প্রত্যাশা পূরণ

হলো না। জয়ের তাগিদ দেখা যায়নি দুইটি দলের মধ্যে। অধিকাংশ সময় মাঝমাঠেই বল ঘোরাফেরা করলো। মূলতঃ প্রতিপক্ষের ভুলের অপেক্ষায় ছিল দুইটি দল। ফলে সেরকম সংঘবদ্ধ

●এরপর দুইয়ের পাভায়

বয়সভিত্তিক ক্রিকেটে বয়স ভাঁড়ানো

কোচিং সেন্টারগুলির দায়িত্ব টিসিএ-র হাতেই নেওয়া উচিত

প্রতিবাদী কলম ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ১২ জানুয়ারি : একাংশের প্রাক্তন ক্রিকেটার কায় টিএ প্রশিক্ষক টুফি জয়ের নেশায় প্রতি বছরই নাকি টিসিএ-র বয়সভিত্তিক ক্রিকেটে বেশি বয়সের ছেলেদের ভূয়ো বয়সের কাগজপ্রদ দিয়ে মাঠে নামিয়ে দেন। কোন কোন ক্ষেত্রে হয়তো ২-১ জন ধরা পড়ে কিন্তু অধিকাংশ ক্ষেত্রেই ফাঁকি দিয়ে বের হয়ে যায় বয়স ভাঁড়ানো ক্রিকেটাররা। করোনার জন্য গত বছর যেহেতু টিসিএ-র অনুর্ধ্ব ১৩ ক্রিকেট হয়নি তাই টিসিএ এবার অনুর্ধ্ব ১৩ ক্রিকেট তুলে দিয়ে বেশি অনুর্ধ্ব ১৪ ক্রিকেট আয়োজন করে। শুধু তাই নয়, গত বছর যাদের নাম টিসিএ-তে অনুর্ধ্ব ১৩ ক্রিকেটার হিসাবে রেজিস্টার হয়েছিল শুধুমাত্র তাদেরই এবার অনুর্ধ্ব ১৪ ক্রিকেটে খেলতে দেওয়া হয়। ফলে এই বছর নতুন করে অনুর্ধ্ব ১৪ ক্রিকেটে খেলতে খেলার সুযোগ পায়নি তেমন গতবারের বয়স্ক এবং জাল কাগজপ্রের যারা অধিকারী তারাও খেলে নেয়। অভিযোগ, টিসিএ-র কাছে মৌখিক অভিযোগ থাকলেও তারা কোন পদক্ষেপ নাকি নিতে চায় না। এক্ষেত্রে দেখা গেছে যে, এই বছর কিন্তু সদর অনুর্ধ্ব ১৪

ক্রিকেটে তিনটি দল অংশ নিতে পারেনি। যেহেতু গত বছর তারা প্লেয়ার রেজিস্টেশন করেনি তাই তারা খেলতে পারেনি। এতে করে কিন্তু একটা অংশের খুদে ক্রিকেটার এবারও বঞ্চিত হলো। তবে যে ১৩টি দল এবার সদর অনুর্ধ্ব ১৪ ক্রিকেটে খেলেছে সেই হিসাবে কোন একম দল এবার সদর অনুর্ধ্ব ১৪ ক্রিকেটে খেলতে দেখা গেছে যাদের অনুর্ধ্ব ১৪ বয়সের মতো মনে করছেন না কোচ, প্রাক্তন ক্রিকেটাররা। কিন্তু যারা দল গঠন করেন বা যারা কোচিং দেন তারা যদি জাল নথিপ্রদ দিয়ে বেশি বয়সের ছেলেদের বাচ্চাদের সাথে খেলিয়ে দিচ্ছেন। অনেকদিন আগে থেকেই নাকি টিসিএ-র কাছে ক্রিকেট মহলের দাবি ছিল যে, সদরের ১৬টি কোচিং সেন্টারের নিয়ন্ত্রণ যেন টিসিএ হাতে নেয়। টিসিএ-র সরাসরি নজরদারিতে কোচিং ক্যাম্প চলবে। হয়তো কমিটি থাকবে নির্দিষ্ট সেন্টারের হাতে। কিন্তু কোচ, ক্রিকেট সরঞ্জাম ও আর্থিক সাহায্য দেবে টিসিএ। জনৈক প্রাক্তন সিনিয়র ক্রিকেটার বলেন, এরাভো ক্রিকেটের কোন অ্যাকাডেমি নেই। নেই টিসিএ-র নিজস্ব কোন কোচিং সেন্টার। কিন্তু অনুর্ধ্ব ১৬ জাতীয় আসরে দল

গঠনে সবচেয়ে বেশি দায়িত্ব অনুর্ধ্ব ১৩, অনুর্ধ্ব ১৫ ক্রিকেটে। যেহেতু সদরের ১৬টি কোচিং সেন্টারের উপর টিসিএ-র কোন নিয়ন্ত্রণ নেই তাই সেন্টারগুলি নিজেদের মতো করে চলে। বয়স জালিয়াতির জন্ম হয় এই সমস্ত কোচিং সেন্টারগুলি থেকেই। এখন টিসিএ যদি নিজেরা ক্রিকেটার তৈরি না করে এবং সব কিছু কোচিং সেন্টারের হাতে ছেড়ে রাখে তাহলে তারা নিজেদের মতো করে কাজ করবে। দল চ্যাম্পিয়ন বা রানার্স হলে বাড়তি টাকা খরচ পাওয়া যায় তখন সবাই তো চেষ্টা করবে দল যাতে ফাইনালে উঠে। অবশ্য শুধু সদরের কথা বলে লাভ নেই। বিভিন্ন মহকুমা থেকেও যে সমস্ত রিপোর্ট পাওয়া যাচ্ছে তাতে দেখা যাচ্ছে অনুর্ধ্ব ১৪ ক্রিকেটে অনেক বয়স্ক ছেলে খেলে নিচ্ছে। এখানে মহকুমাগুলিরও নিয়ন্ত্রণ কম। এছাড়া অনেক সময় তো দল গঠন করতে গিয়ে জেমেও বয়স্কদের খেলার সুযোগ দেওয়া হয়। টিসিএ যদি অনুর্ধ্ব ১৫ ক্রিকেট করে তাহলে সবাই যাবে ফাইনালে নিয়ে কঠোর পদক্ষেপ প নিতে হবে। কেননা এই বছর যারা অনুর্ধ্ব ১৫ খেলবে আগামী বছর তো তাদের খেতেই হবে রাজ্য অনুর্ধ্ব ১৬ ক্রিকেট দল।

9436940366

BAPPIRAJ FURNITURE

Highest display & Biggest Furniture Shopping Mall of Tripura

Near Old Central Jail, Agartala & Dhajanagar, Udaipur



শ্রাদ্ধানুষ্ঠান থেকে বাড়ি ফেরা হল না দিলীপের

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, বিলোনিয়া, ১২ জানুয়ারি।। পরিজনদের সাথে শ্রাদ্ধানুষ্ঠান থেকে আর বাড়ি ফেরা হল না টমটম চালক দিলীপ দাসের। তার বাড়ি সোনামুড়া মহকুমার নিদয়া এলাকায়। বুধবার সন্ধ্যায় আইসিনগর পঞ্চায়েতের কদমতলা বাজার সংলগ্ন এলাকায় দুর্ঘটনায় প্রাণ হারান ওই ব্যক্তি। তাকে আহত অবস্থায় বিলোনিয়া হাসপাতালে নিয়ে গেলে কর্তব্যরত চিকিৎসক মৃত বলে ঘোষণা করেন। স্বয়ংমুখ রক্তের নলুয়া এলাকায় নিকট আত্মীয়ের বাড়িতে শ্রাদ্ধানুষ্ঠানে গিয়েছিলেন তিনি। নিজের টমটম চালিয়ে আরও তিনজন পরিজনদের সাথে নিয়ে যান। শ্রাদ্ধানুষ্ঠান শেষে টমটম নিয়ে নিদয়াস্থিত বাড়ির



উদ্দেশ্যে রওনা হন দিলীপ দাস। কদমতলা বাজার সংলগ্ন এলাকায় রাস্তায় বাঁক নিতে গিয়ে টমটম দুর্ঘটনাপ্রসূত হয়। প্রত্যক্ষদর্শীদের কথা অনুযায়ী টমটমটি উল্টে যায়। এতে তিনজন যাত্রী অল্পবিস্তর আহত হলেও গুরুতরভাবে জখম হন চালক দিলীপ দাস। তাকে তড়িঘড়ি বিলোনিয়া হাসপাতালে নিয়ে আসলে মৃত বলে ঘোষণা করা হয়। এই কক্ষা শোণামাট্রই কক্ষায় ভেঙে পড়েন তার পরিজনরা। দিলীপ দাসের মৃত্যুর খবর জানালা হয় পরিবারের সদস্যদের। পরিবারের সদস্যরাও হাসপাতালে এসে মৃতদেহ দেখে কক্ষায় ভেঙে পড়েন। পরবর্তী সময় বিলোনিয়া থানার পুলিশ এখন ঘটনার তদন্ত করছে। শ্রাদ্ধানুষ্ঠান থেকে বাড়ি ফেরার পথে মর্মান্তিক মৃত্যুতে এলাকায় শোকের আবহ বিরাজ করছে।

সমস্যা সমাধান

কামাখ্যাতন্ত্রে সিদ্ধসাধক তান্ত্রিক ভৈরবমহারাজ এখন আগরতলায় হস্তরেখা, কুষ্টি বিচার, উপরিহাওয়া লাগা, বিবাহে বাধা, সন্তানহীনতা, উচ্ছৃঙ্খল সন্তান, বশীকরণ ইত্যাদির সমাধান তথা ধ্যান/মেডিটেশন শিখতে যোগাযোগ করুন।

— যোগাযোগঃ —

Mob - 8258838405

হেলথ কার্ড'র উদ্যোগ



প্রেস রিলিজ, আগরতলা, ১২ জানুয়ারি।। শ্যাম সুন্দর কোং জুয়েলার্স বিশ্বস্ত প্রতিষ্ঠান। বাণিজ্যিক আঙ্গিনায় এই প্রতিষ্ঠান স্বপ্রতিভা। বুধবার এক সাংবাদিক সম্মেলনে শ্যাম সুন্দর কোং

জুয়েলার্সের কর্ণধার রূপক সাহা 'শ্যাম সুন্দর হেলথ কার্ডের অভিনব উদ্যোগটি নিয়ে কথা বলেন। শ্যাম সুন্দর কোং জুয়েলার্স নিয়ে এসেছে হেলথ কার্ড। সমগ্র ত্রিপুরা এবং পশ্চিমবঙ্গে এই হেলথ কার্ডের

সুবিধা উপলব্ধ করা যাবে। বর্তমানে কোভিড পরিস্থিতিতে কোভিড যোক্তা, প্রেসের বন্ধু এবং গ্রাহকদের বন্ধুদের জন্য শ্যাম সুন্দর কোং জুয়েলার্সের এটি একটি এই সময় উপযোগী প্রয়াস। এই হেলথ কার্ডের মাধ্যমে আকর্ষণীয় ছাড়ে শারীরিক সমস্ত পরীক্ষা করার সুযোগ থাকবে। তাদের সাথে যুক্ত অপর সংস্থার গোল্ড কার্ড দেখিয়ে নির্ধারিত ছাড়ে শ্যাম সুন্দর কোং জুয়েলার্স থেকেও স্বর্ণালঙ্কার ক্রয় করা যাবে। শ্যাম সুন্দর কোং জুয়েলার্স ত্রিপুরাতে থালাসেমিয়া মুক্ত ত্রিপুরা গড়ার প্রচেষ্টায় কাজ করবে। থালাসেমিয়া একটি জিন

গত হয়েছিল। শ্যাম সুন্দর কোং জুয়েলার্সের হেলথ কার্ডের অভিনব উদ্যোগটি নিয়ে কথা বলেন। শ্যাম সুন্দর কোং জুয়েলার্স নিয়ে এসেছে হেলথ কার্ড। সমগ্র ত্রিপুরা এবং পশ্চিমবঙ্গে এই হেলথ কার্ডের

যেতে বলেছেন। কিন্তু গত ৭ জানুয়ারি ভানুবাণী ভাড়া ঘরে গিয়ে দেখতে পান ভবানী নেই। ঘরে অনেক জিনিসপত্রই নেই। তারপর থেকে বাদলের দিকে অভিযোগ তাদের। একই সাথে সীমা নামের জয়নগরের এক মহিলার দিকেও অভিযোগ। পূর্ব মহিলা থানার পুলিশ গোটা বিষয়টি নিয়ে যদি কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণ করে তাহলে অপহৃত বধূকে উদ্ধার করা সম্ভব হবে। শুধু তাই নয়, পুলিশ মোবাইলট্রাক করে ভবানীকে উদ্ধার করতে পারে বলে অনেকে মনে করে। কিন্তু পূর্ব মহিলা থানার পুলিশ কোনও এক অভ্যস্ত কারণে ভবানীকে উদ্ধারে অনীহা

● এরপর দুইয়ের পাঠায়

‘অপহৃত’ বধূ, জগন্নাথের ভূমিকায় পূর্ব মহিলা থানা

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, আগরতলা, ১২ জানুয়ারি।। পূর্ব মহিলা থানার অন্তর্গত যোগেশ্বরনগর বিদ্যাসাগর থেকে এক গৃহবধূকে অপহরণ করা হয়েছে বলে তার স্বামী সংবাদমাধ্যমের মুখোমুখি হয়ে দাবি করেছেন। ভানু নামের এক ব্যক্তি জানিয়েছেন, তার স্ত্রী ভবানীকে অপহরণ করা হয়েছে। তার ধারণা বাদল ও সীমা মিলে ভবানীকে অপহরণ করেছে। পূর্ব মহিলা থানায় গোটা বিষয়টি নিয়ে জানানোর পর পুলিশ কোনও ব্যবস্থা নিচ্ছে না বলে অভিযোগ। উল্টো স্বামী-সহ ভবানীর বাপের বাড়ির লোকজনদের পুলিশ হয়রানি করছে বলেও অভিযোগ পাওয়া গেছে।

রাজ্যে কোভিড লাফের কারণ অঘোষিত মন্ত্রীরাই মাস্ক পরেন না

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, আগরতলা, ১২ জানুয়ারি।। রাজ্যে লাগাম ছাড়া বাড়ছে কোভিড সংক্রমণ। মাঝে এক রাত কেটেছে মাত্র, দুপুরেই ৭৮০ জন নতুন কোভিড আক্রান্তের খবর জানিয়েছে স্বাস্থ্য দফতর। গত রাতে নতুন আক্রান্তের সংখ্যা ছিল ৫৭৯ জন। কয়েক ঘণ্টায়ই কেস পজিটিভিটি রেকর্ড বেড়েছে দুই শতাংশের বেশি। শেষ জানা গেছে

এই হার ৯.১৮ শতাংশ। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা (হে) পাঁচ শতাংশের নিচে এই হার থাকা পছন্দ করে। রাজধানী আগরতলায় এই হার ১২ শতাংশ ছিল আরও দুই দিন আগেই মুখ্যমন্ত্রী বলেছিলেন। সেদিন তিনি রাজ্যে কোনও ওমিক্রন আক্রান্ত আছেন বলে জানাত্তের সংখ্যা ছিল ৫৭৯ জন। কয়েক ঘণ্টায়ই কেস পজিটিভিটি রেকর্ড বেড়েছে দুই শতাংশের বেশি। শেষ জানা গেছে

এই হার ৯.১৮ শতাংশ। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা (হে) পাঁচ শতাংশের নিচে এই হার থাকা পছন্দ করে। রাজধানী আগরতলায় এই হার ১২ শতাংশ ছিল আরও দুই দিন আগেই মুখ্যমন্ত্রী বলেছিলেন। সেদিন তিনি রাজ্যে কোনও ওমিক্রন আক্রান্ত আছেন বলে জানাত্তের সংখ্যা ছিল ৫৭৯ জন। কয়েক ঘণ্টায়ই কেস পজিটিভিটি রেকর্ড বেড়েছে দুই শতাংশের বেশি। শেষ জানা গেছে

এই হার ৯.১৮ শতাংশ। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা (হে) পাঁচ শতাংশের নিচে এই হার থাকা পছন্দ করে। রাজধানী আগরতলায় এই হার ১২ শতাংশ ছিল আরও দুই দিন আগেই মুখ্যমন্ত্রী বলেছিলেন। সেদিন তিনি রাজ্যে কোনও ওমিক্রন আক্রান্ত আছেন বলে জানাত্তের সংখ্যা ছিল ৫৭৯ জন। কয়েক ঘণ্টায়ই কেস পজিটিভিটি রেকর্ড বেড়েছে দুই শতাংশের বেশি। শেষ জানা গেছে

আইজিএম'র লিফট অচল

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, আগরতলা, ১২ জানুয়ারি।। অচল হয়ে আছে আইজিএম হাসপাতালের লিফট। প্রায় ১০ দিন ধরেই এই লিফট মেশিন কাজ করছে না। ছয়তলা পর্যন্ত হাসপাতালে রোগীদের রাখার ওয়ার্ড রয়েছে। যে কারণে প্রত্যেকদিনই বহু রোগীকে সিঁড়ি বেয়ে ছয়তলা পর্যন্ত উঠতে হয়। প্রচণ্ড অসুবিধার মধ্যে গুরুতর অসুস্থদের রীতিমত অসুবিধায় পড়েই তাদের পরিজন এবং স্বাস্থ্যকর্মীরা ওয়ার্ডে নিয়ে যান। বারবার ওয়ার্ডে আসা-যাওয়া করতে অসুবিধায় পড়ছেন ডাক্তার সহ স্বাস্থ্যকর্মীরা। দ্রুত এই লিফট সারাইয়ের দাবি উঠেছে। কারণ, হাসপাতালের চতুর্থ এবং পঞ্চম তলায় বেশি অসুস্থ রোগীদের রাখা হয়। তারা সিঁড়ি বেয়ে উঠানামা করার অবস্থায় নেই।

মৃতদেহ ঘিরে চাঞ্চল্য



প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, কৈলাসহর, ১২ জানুয়ারি।। কৈলাসহর সিনেমা হল রোডে মহিলার মৃতদেহ উদ্ধার খিরে চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়। বুধবার সকালে স্থানীয় লোকজন যাত্রী শেডে ওই ভবঘুরে মহিলার মৃতদেহ দেখতে পান। এরপরই খবর দেওয়া হয় মহিলা থানার পুলিশকে। প্রাথমিক তদন্তে জানা যায়, ওই মহিলার নাম নির্মলা শুক্লবন্দ্য। তার বাড়ি সমরুপপাড় ভদ্রপল্লী এলাকায়। গত কয়েক বছর ধরে তিনি কৈলাসহর পুর এলাকার বিভিন্ন জায়গায় ঘুরে ঘুরে বসবাস করেন। এদিকে, মহিলার মৃত্যুর খবর পেয়ে তার ভাই বলরাম শুক্লবন্দ্য ছুটে আসেন। তিনি জানান, বহু চিকিৎসার পরও মহিলাকে সুস্থ করে তোলা যায়নি। তাকে বাড়িতে রাখার চেষ্টা হলেও তিনি বাড়িতে থাকেননি। নির্মলার ১০ বছরের পুত্র সন্তানও আছে। তার বিয়ে হয়েছিল রাজস্থানে। তবে স্বামীর সাথে কারোর যোগাযোগ নেই। ধারণা করা হচ্ছে, মহিলা অসুস্থ হওয়ার পরই মৃত্যুর কোলে চলে পড়েন।

হারানো বিজ্ঞপ্তি

একটি হালকা লাল রং-এর গরু হারানো গিয়েছে। গরুর শিং দুটি বেকানো। গরুটি দেখতে খুব বড়। যদি কোনও সহৃদয় ব্যক্তি পেয়ে থাকেন বা দেখেন তাহলে এই নাম্বারে ফোন করবেন।

Ph - 8787371509
6009192097

অ্যাপোলো হস্পিটালস্ চেম্বাই

ডাঃ জেবিন রজার এস

এমডি-পালমোনেলজি (সিএমসি, ভেলোর), ডিএনবি-রেসপিরেটরি মেডিসিন ডিপ্লোমা ইন আলার্জি অ্যান্ড অস্টিয়া (সিএমসি, ভেলোর), কনসাল্ট্যান্ট পালমোনেলজিস্ট অ্যান্ড আলার্জিস্ট আগরতলাতে থাকবেন পরামর্শ দেওয়ার জন্য।

১৫ জানুয়ারি, ২০২২ (শনিবার)

ডাক্তার আলার্জি, সর্দি/কাশি, কফ/শ্বাসকষ্ট, শ্বাসকষ্ট/বৃক্ক ব্যথা, ফুসফুসে সমস্যা/ফুসফুসে জল বা গুঁজ, টিবি/নিমোনিয়া, ঘুমের সমস্যা, শ্বাসকষ্ট ইত্যাদি রোগীদের নথি সহকারে তাদের নাম রেজিস্টার করার জন্য অনুরোধ করা হচ্ছে।

অ্যাপোলো হস্পিটালস্ ইনকর্পরেটেড পেশেন্ট আইজিএম হাসপাতাল লেন, রবীন্দ্রপল্লী রোড, আগরতলা

অ্যাপয়েন্টমেন্ট এবং রেজিস্ট্রেশনের জন্য কল করুনঃ

0381-2328765 / 9774714621 / 9774781059

VISION CONSULTANCY

Admission Point

We Provide Admission Guidance for MBBS / BDS / BAMS

TOP PRIVATE

MEDICAL COLLEGES IN INDIA (Kolkata, Uttar Pradesh, Bangalore, Tamilnadu, Puducherry, Haryana, Bihar, Orissa & Other)

LOW PACKAGE 45 LAKH

NEET QUALIFIED STUDENTS ONLY

Call Us : 9560462263 / 9436470381

Address : OfficeLane, Opp. Siksha Bhavan, Agartala, Tripura (W)

নেশা মাফিয়া শক্তুর কারণে ছয় যুবক চিকিৎসাধীন

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, আগরতলা, ১২ জানুয়ারি।। আড়ালিয়ায় একাই যুবকদের নেশাগ্রস্ত করে তুলছে শক্তুর দাস। আড়ালিয়ার কালীটিলায় বুধবার শক্তুর বাড়িতে ফেরাও করেন এলাকার মহিলারা। তাদের দাবি, শক্তুরকে নেশার ব্যবসা ছাড়তে হবে। নিজেও নেশা থেকে মুক্ত হতে হবে। যদি তা না করতে পারে তাহলে এলাকা ছেড়ে যেতে হবে। শক্তুর বিরুদ্ধে এই অভিযানে যোগ দেন তার ছোট ভাইয়ের স্ত্রীও। বুধবার এই ঘটনা ঘিরে উত্তপ্ত হয়ে উঠে আড়ালিয়া এলাকা। অভিযোগ, আড়ালিয়া এলাকার বেশ কিছু যুবক নেশা আসক্ত হয়ে পড়েছে। তাদের মধ্যে ৬ জনকে ভর্তি করা হয়েছে

নেশামুক্তি কেন্দ্রে। কিন্তু এই কেন্দ্র থেকে ছাড়া পেলে আবারও তারা নেশায় আসক্ত হয়ে পড়বেন বলে মনে করছেন এলাকাবাসীরা। এর মূল কারণ, গোটা এলাকার সবচেয়ে বড় নেশা বিক্রেতা শক্তুর দাস এই ব্যবসা জারি রেখেছে। প্রত্যেকদিনই তার কাছ থেকে নেশাদ্রব্য কিনে নিচ্ছে যুবকরা। রাউন সুগারের কোটা ছাড়াও ইয়াবা ট্যাবলেট বিক্রি করছে শক্তুর। নিজেও নেশায় আসক্ত হয়ে পড়ে থাকছে। নতুন নতুন যুবকরা শক্তুর কারণে নেশায় আসক্ত হয়ে পড়ছে। অথচ তাকে বারবার বলার পরও কোনওভাবেই এলাকায় নেশাদ্রব্য বিক্রি বন্ধ করছে না। এখন কালীটিলা এবং মধ্য পাড়ার মহিলারা শক্তুর নেশাদ্রব্য বিক্রির

বিরুদ্ধে ময়দানে নেমেছে। তারা সাংবাদিকদের জানান, গোটা রাজ্যকে আমরা ঠিক করতে পারবো না। কিন্তু নিজের এলাকাকে ঠিক করতে আমরা চেষ্টা করবো। শক্তুর দাস আড়ালিয়া এলাকার মূল নেশা বিক্রেতা। তাকে নেশাদ্রব্য বিক্রি থেকে দূরে থাকতে হবে। তা না করতে পারলে এলাকা ছেড়ে যেতে হবে। শক্তুর বাড়ি পুলিশের দৃষ্টিকোণ থেকে জানিয়েছেন এলাকার মহিলারা। তাদের বক্তব্য, পুলিশকে বারবার বলার পরও নেশাদ্রব্য বিক্রি বন্ধ করছে না। নেশা বিক্রেতাদের গ্রেফতারও করা হয় না। তারা আরও উৎসাহ পেয়ে যাচ্ছে নেশাদ্রব্য বিক্রি করতে।

নাইট কারফিউতে ডাকাতি, আতঙ্ক

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, কল্যাণপুর, ১২ জানুয়ারি।। নাইট কারফিউতেও ডাকাতির ঘটনায় আতঙ্কের পরিবেশ কায়ম হয়েছে কল্যাণপুর থানাধীন আর এস পাড়া গ্রামে। এক বাড়িতে ঢুকে নগদ ৫০ হাজার টাকা এবং পার্শ্ববর্তী জায়গায় অস্থায়ীভাবে বসবাসরত শ্রমিকদের পাঁচটি মোবাইল ফোন হাতিয়ে নিয়ে যায় ডাকাতি দল। মঙ্গলবার রাতে স্থানীয় বাসিন্দা বিনয় দেববর্মার ঘরে প্রবেশ করে ডাকাতি দলের সদস্যরা। তাদের আগমন টের পেয়ে ঘুম ভেঙে যায় বিনয় এবং তার স্ত্রী। তারা জানান, ডাকাতি দলের এক সদস্য ঘরে ঢুকে মুখের সামনে ছুরি ধরে। তাদেরকে বলা হয় আলমিরার চাবি দেওয়ার জন্য। প্রথমে তারা চাবি দিতে চাননি। তখনই বলা হয় চাবি না দিলে দু'জনাতে মেরে ফেলা হবে। এই পরিস্থিতিতে ভয়ে তারা চাবি তুলে দেন ডাকাতি দলের হাতে। তাদের সামনেই আলমিরা থেকে নগদ ৫০ হাজার টাকা হাতিয়ে নিয়ে যায় অভিযুক্ত। পরবর্তী সময় জানাজানি হয় পার্শ্ববর্তী জায়গায় ক্যাম্প করে বসবাসরত বহিরাগতের নির্মাণ শ্রমিকদের ঘরেও লুটপাট চালালে হয়েছে। শ্রমিকদের কথা অনুযায়ী



তাদের এটি মোবাইল ফোন উধাও। ধারণা করা হচ্ছে শ্রমিকদের ঘরে ঢুকে কোনো কিছু স্প্রে করা হয়েছিল। এর পরই তাদের মোবাইল ফোনগুলি হাতিয়ে নিয়ে

যায় ডাকাতি। ঘটনার খবর পেয়ে কল্যাণপুর থানার পুলিশ তদন্তে নেমেছে। তবে এখনও পর্যন্ত জানা যায়নি কারা এই ঘটনার সাথে জড়িত।

শুভ জন্মদিন

রিনিকা সিংহরায়

পাপা- স্ত্রী বিশ্বজিৎ সিংহরায়

মাম্মা - শ্রীমতি চুমকী দাস সিংহরায়

ঠাকুরদা - রনজিৎ সিংহরায়

ঠাম্ম - শ্রীমতি প্রতিভা (সিংহরায়)

ধনভাই - শ্রী হারাধন দাস, দিনন - শ্রীমতি রমা

সরকার (দাস), বনু - অদরিকা সিংহরায়, জো, জোমা, বড়দিভাই, কাকাই, মামু, পিপি ও অন্যান্য আত্মীয় স্বজনদের।

যোগেজ্ঞনগর (বিদ্যাসাগর টেমুহনি), আগরতলা, ত্রিপুরা (পঃ)

(M) 9436136768

তাং- ১৩-০১-২০২২

NM নাইটিংগেল নার্সিং হোম

ধলেশ্বর রোড নং-১৩, ব্লু লোটাস ক্লাব সংলগ্ন, আগরতলা

পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন পরিবেশে, সম্পূর্ণ শীতাপ নিয়ন্ত্রিত, উন্নত মানের অপারেশন থিয়েটার, আইসিইউ, এন.আই.সি.ইউ. চিকিৎসা ও পরিযেবা।

সুবিধা গাইনোকোলজিক্যাল সার্জারী, জেনারেল সার্জারী, অর্থো সার্জারী, এডভান্স ল্যাপ্রোস্কপি/মাইক্রো সার্জারী।

যোগাযোগঃঃ

0381-2320045 / 8259910536 / 8798106771



প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, কাঁঠালিয়া, ১২ জানুয়ারি।। রাতে যান সন্ত্রাসের বলি হলেন তরতাজা যুবক। মঙ্গলবার রাতে যাত্রাপুর থানার অন্তর্গত গরমছড়া এলাকায় জঙ্গলে একটি গাড়ি দুর্ঘটনাপ্রসূত হয়। স্থানীয়দের কথা অনুযায়ী চালক নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ফেলায় গাড়িটি জঙ্গলে চলে যায়। গাড়িতে ছিলেন চালক-সহ পাঁচজন। যাদের মধ্যে একজনের মৃত্যু হয়। মৃত যুবকের নাম বাপি দে (২৬)। তার বাবার নাম দিলীপ দে। বাড়ি বিলোনিয়ার পিআরবাড়ি থানাধীন রাঙামুড়া এলাকায়। স্থানীয় হাসপাতাল থেকে তাকে আশঙ্কাজনক অবস্থায় জিবি



আহতদের উদ্ধারের জন্য। সেখানে গিয়ে আহতদের অবস্থা দেখে সকলই হতচকিত হয়ে পড়েন। স্থানীয় লোকজনের কাছ থেকে খবর পেয়ে যাত্রাপুর থানার পুলিশ এবং ফায়ার সার্ভিসের কর্মীরা ঘটনাস্থলে ছুটে আসেন। সবার প্রচেষ্টায় তাদেরকে কাঁঠালিয়া হাসপাতালে নিয়ে আসা হয়। ৫ জনের মধ্যে ২ জনকে সঙ্গে সঙ্গে জিবি হাসপাতালে রেফার করা হয়। কিন্তু দু'জনের মধ্যে বাপি দে জিবি হাসপাতালে পৌঁছার আগেই মৃত্যুর কোলে চলে পড়েন। দুর্ঘটনায় আহতরা হলেন- দুলাল দে (৫০), সুমন দাস (৩১), অশোক দে (২৫)। তাদের সবার বাড়ি বিলোনিয়ার

রাঙামুড়া এলাকায়। তবে কি কারণে গাড়িটি দুর্ঘটনাপ্রসূত হয়েছে তা জানা যায়নি। জানা গেছে, নিহত যুবক বাপি দে সদ্য বিএড পাশ করেছিলেন। হতদরিদ্র পরিবারের রোজগারের একমাত্র অবলম্বন ছিলেন তিনি। দিলীপ দে'র একমাত্র ছেলে দিনমজুরি এবং গৃহশিক্ষকতা করে সংসার প্রতিপালন করতেন। ইতিমধ্যে তিন বোনেরও বিয়ে দিয়েছেন বাপি। সদ্য বিএড পাশ করে টেট পরীক্ষাতে বসেছিলেন। কিন্তু ৬ নম্বরের জন্য নির্দিষ্ট লক্ষ্যে পৌঁছতে পারেননি। সং, নিষ্ঠাবান, পরিশ্রমী যুবকের মর্মান্তিক মৃত্যুতে গোটা এলাকার মানুষ শোকাহত। এলাকায় বাম যুব সংগঠনের সাথেও ওভারভোল্টেজ জড়িত ছিলেন বাপি। জানা গেছে, যে গাড়িটি দুর্ঘটনাপ্রসূত হয়েছে তাতে তার বোনের স্বামী দুলাল দেও ছিলেন। তিনি দুর্ঘটনায় আহত হয়েছেন। বুধবার বাপির মৃতদেহ ময়নাভ্যেস্তের পর নিজ বাড়ি উত্তর রাঙামুড়ার আজগর রহমানপুরের পশ্চিম পাড়ায় নিয়ে আসা হয়। মৃতদেহ বাড়ি পৌঁছতেই কান্নার মতো পড়ে যায়। তার মৃত্যুতে শোক জানিয়েছেন বিধায়ক সুধন দাস এবং ডিওওয়াইএফআই বিলোনিয়া মহকুমা কমিটি।